উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৬ চৈত্র ১৪৩০ শনিবার ৫.০০ টাকা 30 March 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

# কৃষিক্ষেত্র

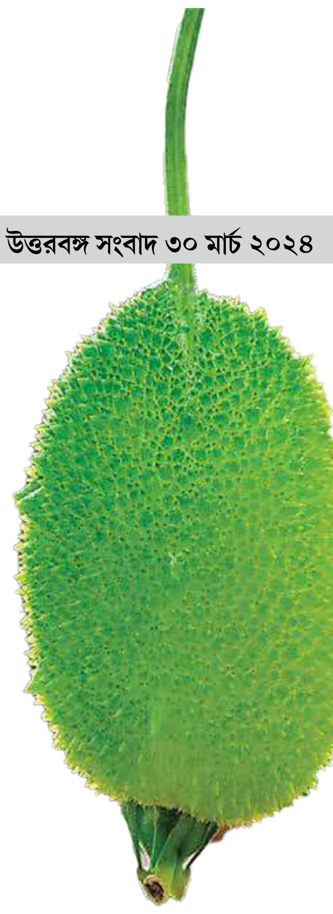

# বর্ষাকালীন জনপ্রিয় সবজি
# কাঁকরোল

বেশ কয়েকটি অপ্রচলিত সবজি এখন বাজারে প্রচুর চাহিদা সৃষ্টি করায় এর চাষ রীতিমতো লাভজনক উদ্যোগ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। এমন একটি জনপ্রিয় সবজি হল কাঁকরোল। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম মমরডিকা কোচিন চাইনেনসিস। এটি দেখতে লম্বাটে গড়নের অর্থাৎ ডিমের মতো। গায়ে মোটা দাঁতের মতো কাটা আছে অর্থাৎ গা হল খসখসে। একে সুসট গোডও বলা হয়। বাজারে গোলাকার ও তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট মাপের কাটালো গা-যুক্ত সবজি বিক্রি হতে দেখা যায়। একে বলা হয় কারটোলি এটি কিন্তু কাঁকরোল নয়।

**পুষ্টিগুণ**

কাঁকরোল হল অত্যন্ত পুষ্টিগুণযুক্ত সবজি এর প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী অংশে পাওয়া যাবে-

কার্বোহাইড্রেট-৬.৪ গ্রাম
প্রোটিন ০.৬ গ্রাম
ফ্যাট বা চর্বি-০.১ গ্রাম
আঁশ-১.৬ গ্রাম
ক্যালসিয়াম-২৭ মিগ্রা.
ফসফরাস-৩৮ মিগ্রা
ক্যারোটিন-নাই
রাইবোফ্ল্যারিন-নাই
থায়াথিন-নাই

**ভেষজ গুণ**

কাঁচা ফল সবজি হিসেবে খেলে আলসার, অর্শ এবং যকৃতের মতো সমস্যায় বেশ কাজ দেয়। এর বীজ বুকে জমে থাকা সর্দি ও কাশি সারাতে বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও কাঁকরোল খিদে বাড়াতে সাহায্য করে।

**জলবায়ু ও মাটি**

কাঁকরোল উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়াতে ভালোভাবে চাষ করা যায়। ২৫-৩০ সেঃ তাপমাত্রা এবং বার্ষিক ১৫০-২৫০ মিমি. গড় বৃষ্টিপাত হল এর চাষের পক্ষে উপযুক্ত। গাছ শীতকালে সুপ্তাবস্থায় থাকে। শীত এবং বর্ষাকালে বৃষ্টির পরে সূর্যের আলো পেলে সেটি ফুলের পরাগযোগে সাহায্য করে। এর ফলে ফলন বাড়ে। কাঁকরোল নানান ধরনের মাটিতে চাষ হতে পারে। কিন্তু বেলে দোঁয়াশ মাটি হল এর চাষের পক্ষে আদর্শ। জমির মাটির ক্ষারাম্লমান হতে হবে ৬.০-৭.০ এর মধ্যে। মাটির জলনিকাশি গুণ অবশ্যই থাকতে হবে।

**জাত**

কাঁকরোলের অন্যান্য সবজির মতো উন্নত জাত নেই। তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য তথ্য নেই। সারা রাজ্যের এর কয়েকটি লোকাল প্রকার চাষ হতে দেখা যায়। এর মধ্যে সি-৮' ও সি-২০' হল উচ্চ ফলনশীল প্রকার।

**জমি তৈরি**

কাঁকরোল চাষের ২-৩টি গভীর এবং ২টি অগভীর চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। জমি থেকে আগাছা তুলে ফেলতে হবে। সমতল করে ঢাল রাখতে হবে, যাতে জমি থেকে অতিরিক্ত জল বের হয়ে যেতে পারে। নিকাশিনালা তৈরি করতে হবে।

**বংশবিস্তার**

কাঁকরোল বীজ, কাণ্ডের টুকরো এবং কন্দজ মূলের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। বীজের সপ্তাহবস্তা হল দীর্ঘকালীন এবং অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হল ৫০%। বীজ থেকে তৈরি গাছে ফল আসতে তুলনামূলকভাবে বেশি সময় (২-৩ বছর) লাগে। কন্দজ মূল থেকে উৎপন্ন গাছে তুলনামূলকভাবে অনেক কম সময়ে ফল আসে।

**চারা তৈরি**

কন্দজ মূলের টুকরো থেকে আগাম চারা তৈরি করে নেওয়ার পর মূল জমিতে বসাতে হবে। এছাড়াও কাণ্ডের টুকরো থেকে আগাম চারা তৈরি করা যায়। প্রথম ৬x৪ মাপের পলিথিন প্যাকেট সংগ্রহ করতে হবে এবং এই প্যাকেটের একেবারে নীচে একটি এবং সারা গায়ে ৬-৭টি ছিদ্র করে নিতে হবে। এই ছিদ্রগুলি বাতাস চলাচল ও অতিরিক্ত জলনিকাশে সাহায্য করবে। মাটি, বালি এবং পচানো গোবর বা আবর্জনা সার ১ : ১: ১ অনুপাতে অর্থাৎ সম পরিমাণে মিশিয়ে যে মিশ্রণটি তৈরি করা হবে, সেই মিশ্রণ দিয়ে ওই প্যাকেট ভর্তি করতে হবে। এরপর প্রত্যেকটি মাটি মিশ্রণ পূর্ণ প্যাকেটের ঠিক মাঝে গর্ত করে একটি করে কন্দজ মূলের টুকরো বসিয়ে জল দিতে হবে। হালকা করে নিয়মিত ব্যবধানে মূল বসানো প্যাকেটে সেচ বা জল দিতে হবে। ৪৫ দিন বয়সের তৈরি চারা মূল জমিতে বসানোর উপযুক্ত হবে। মাটির দলা সমেত চারা জমিতে বসাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাটি ভেঙে শিকড় বেরিয়ে না পড়ে।

আবার দুটি গাঁটযুক্ত কাণ্ডের টুকরো বা কাটিং থেকেও চারা তৈরি করা যাবে। এর জন্য সুসু এবং রোগ-পোকার আক্রমণ নেই এমন মা গাছ থেকেই কাটিং সংগ্রহ করতে হবে। পরিষ্কার ও শোধন করে নেওয়া বালির মাধ্যম ছত্রাকনাশক ওষুধের জলীয় দ্রবণে শোধন করা কাণ্ডের টুকরোগুলি বসিয়ে দিতে হবে। বালির মাধ্যমে আগেই জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সেরাডেক্স বা রুটেক্স হর্মোন পাউডারে কাটিংগুলি ডুবিয়ে বালির বেডে বসালে কাটিং থেকে প্রচুর শিকড় গজাবে। কাটিং বসানোর উপযুক্ত সময় হল অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাস অর্থাৎ যে সময় বাতাস আর্দ্র বা ভেজা থাকে। সকালে ও সন্ধ্যায় বালির বেডে বা কেয়ারিতে জল দিতে হবে। বসানোর ১৫-২০ দিন পর কাটিংগুলি চারা হিসেবে জমিতে বসানোর পক্ষে উপযুক্ত হবে।

**সার প্রয়োগ**

মূল জমিতে ৪৫x৪৫ সেমি মাপের বেসিন বা গামলা আকৃতির মাদা বা গর্ত খুঁড়ে তাতেই চারা বসাতে হবে। এজন্য বেসিনে ৫ কেজি গোবর বা আবর্জনা সার, ১৫০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ৫০ গ্রাম মিউরেট অফ পটাশ, ১০০ গ্রাম নিমখোল ও ৫ গ্রাম ফুরাডন-৩জি দানাদার কীটনাশক প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। চারা বসানোর আগেই বেসিন জল বা সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে ভিজিয়ে নিতে হবে।

কাঁকরোল চাষের জন্য বিঘা প্রতি ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ৫ কেজি ফসফরাস এবং ৫ কেজি পটাশ লাগবে। এটি পেতে হলে দরকার হবে ২২ কেজি ইউরিয়া, ৩১ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং প্রায় ৮ কেজি মিউরেট অব পটাশ। মূল সার হিসেবে অর্ধেক ইউরিয়া (১১ কেজি) সম্পূর্ণ পরিমাণ সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং মিউরেট অফ পটাশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক অর্থাৎ ১১ কেজি ইউরিয়া চাপান হিসেবে চারা বসানোর ৩০ দিন পরে প্রয়োগ করতে হবে।

**পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের সংখ্যার অনুপাত**

কাঁকরোল হল পটলের মতো। অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা আলাদা গাছে উৎপন্ন হয়। কুমড়োর মতো একই গাছে নয়। কাঁকরোলের ফলের উৎপাদন বাড়াতে হলে চাষের জমিতে সঠিক সংখ্যার অনুপাতে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল উৎপাদনকারী গাছ (১:১০) রাখতে হবে। এর ফলে পরাগ মিলন সফল হবে।

**অন্তবর্তী পরিচর্যা**

১) সেচ প্রয়োগ- চারা বা শিকড় বসানোর পর পরই হালকা সেচ দিতে হবে। এরপর থেকে ৫-৭ দিন অন্তর হালকা সেচ দিতে হবে। বর্ষা এসে গেলে কোনও সেচের দরকার হবে না।

২) আগাছা দমন- জমি থেকে নিড়ানির সাহয্যে আগাছা তুলে ফেলতে হবে। চারা বসানোর পর ৩০ দিন অন্তর তিনবার আগাছা তুলে ফেলতে হবে।

৩) মাটি আলগা করণ- ২-৩ বার গাছের গোড়া সংলগ্ন মাটি খসিয়ে আলগা করে দিলে বাতাস ও জলের চলাচল সহজ হবে।

৪) গোড়ায় মাটি ধরানো- আগাছা দমনের পরেই গাছের গোড়ায় মাটিকে ধরিয়ে দিতে হবে।

**লতা জড়ানো**

কাঁকরোল হল লতানো স্বভাবের সবজি। এর লতানো ডালপালা মূলত মাটির উপরিভাগে লতিয়ে চলে। এর ফলে বর্ষাকালে মাটিতে বাড়ন্ত ডালপালা এমনকি ফলও ভেজা মাটির সংস্পর্শে থাকায় সহজে পচে যায়। বাড়ন্ত গাছের লতাকে তারজালি, বাঁশের খুঁটি বেড়া এমনকি সিমেন্টের পোলের বাড়তে দিলে কল পচে না। এমনকি গাছ অধিক পরিমাণে বোদ-বাতাল পায় বলে বেশি সংখ্যায় ডালপালা উৎপন্ন হয় এবং ফলের উৎপাদনও বেড়ে যায়।

**ফসল তোলা**

বর্ষাকালীন ফসলের বেলায় কাঁকরোলের গাছে ফুল ফোটা শুরু হয় জুলাই মাসে এবং চলে অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। আবার অন্য এলাকাতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ফুল ফোটে। ফুল ফোটার পর থেকে ফল তোলার মতো অবস্থায় আসতে সময় লাগে ১৫-১৭ দিন। কচি ও নরম থাকা অবস্থায় কাঁকরোলের ফল তুলতে হবে।

**ফলন**

বিঘা প্রতি বছরে ৫-৬ কুইন্টাল পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

**রোগপোকার সমস্যা**

কাঁকরোল হল তুলনামূলকভাবে কষ্টসহিষ্ণু সবজি। এর চাষে তেমন রোগপোকার সমস্যা দেখা যায় না। রোগপোকার সমস্যা উচ্ছের মতো।

# দৃষ্টিনন্দন চন্দ্রমল্লিকা কৃত্রিম আলোয়

**অন্বয় মুখোপাধ্যায়**

চরাচরজুড়ে কয়লা কালো আঁধার। তবে চমক সামান্য এগোলেই বসতি এলাকা। চোখ ধাঁধানো 'আলোর হড়পা' ময়দানজুড়ে। চাষ জমির উপরে সার সার এলইডি বাল্ব। রীতিমতো মার্কেট সার্ভে করে, ওই জোরালো আলো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাতেরবেলা চন্দ্রমল্লিকা ফুল ফোটাচ্ছেন চাষিভাইরা। যে ফুল ভূমিষ্ট হচ্ছে, সেগুলি বর্ণে-আকার অবয়বে মনমোহিনী।

ঘটনাস্থল নদিয়া জেলা। সেখানকার রানাঘাট সংলগ্ন দেবীপুর, পূর্ণনগর-রায়নগর-পুরাতন চাপড়া-দত্তফুলিয়া-দোলা-ধানতলা গ্রামগুলিতে চন্দ্রমল্লিকা চাষিভাইয়ের সংখ্যা প্রায় হাজার দুই। গত সাত-আট বছর ধরে কৃত্রিম আলোয় হয়ে আসছে এই চাষাবাদ। কীভাবে এল এই প্রক্রিয়া। খবরে প্রকাশ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যান পালন দপ্তরের অধ্যাপকদের কারও কারও কাছ থেকে গ্রামের চাষিদের কাছে এমন পরামর্শ পৌঁছেছিল।

শীতের সময়ে বেলা ছোট। অধিকাংশ দিন ঘড়ির কাঁটা বেলা ন'টার ঘরে না পৌঁছালে সূর্যদেব প্রকট হন না। তাঁর তেজ বৃদ্ধি পায় না। আবার সাড়ে চারটে/পাঁচটা বাজলেই তিনি পশ্চিমে ঢলে পড়েন। ফলে যথাযথ পরিমাণে আলো না মেলায় চন্দ্রমল্লিকা গাছে আগে যে পরিমাণে ফুল আসত, তা আকারে খুব বেশি বড় হত না, গাছ উচ্চতায় হাতখানেক লম্বা হতে না হতেই, এসে যেত কুঁড়ি। ফুল ডানা মেলবার আগেই, সেই গাছও নুইয়ে পড়ত জমিতে। আকারে ছোট-ছোট হওয়ায়, চাষিরা ভালো দাম পেতেন না। অতএব, বিকল্প ভাবনার এবং প্রয়োগের আয়োজন চাষজমিতে।

'রাত্রে' ময়দানে ঝলমলে এলইডি বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে, চাষ করে হাতে গরম সাফল্য আসছে, হচ্ছে লক্ষ্মীলাভ। এই আলোয় চাষ করে গাছ উচ্চতায় গড়ে আড়াই হাত লম্বা হচ্ছে। সূর্যের বিকল্প আলোর ব্যবস্থা করে গাছের বৃদ্ধি বিজ্ঞানসম্মত। এভাবে চাষে গাছ এবং ফুল হয় হৃষ্টপুষ্ট-নজরকাড়া। কুঁড়ি বা ফুল তুলনায় থাকে বেশিদিন।

চারা লাগানোর দিন সাতেক বাদেই ব্যবস্থা করতে হয় কৃত্রিম আলোর। ৭/৮ হাত অন্তর, ৯ বা ১০ ওয়াটের একটি করে এলইডি ল্যাম্প সার বেঁধে ঝুলিয়ে দেন চাষিরা। কেউ টানা ২০ দিন বা মাসখানেক ৪০ দিন চন্দ্রমল্লিকার চাষভূমিতে জ্বেলে রাখেন আলো। আলো বন্ধ করার প্রায় পনের দিন বাদে কুঁড়ি দেখা দেয়। তারও দুই/তিন সপ্তাহ বাদে প্রস্ফুটিত হয় ফুল। যেমন ফাল্গুনের মাঝামাঝি কিংবা শেষলগ্নে বড়মাপের ফুলের বায়না থাকলে সেজন্য পৌষের শেষদিকেই অফ করে দিতে হয় আলো। সূত্র বলছে, বর্ষার সময় বিঘা প্রতি চন্দ্র-র চাষে খরচ হয় প্রায় এক লাখ টাকা। আর শীতের মরশুমে বিদ্যুতের বিল শোধ করার পরেও, পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর হাজারের মধ্যে খরচ থাকে। বাজার ভালো থাকলে, শীত মরশুমে চেহারায় হৃষ্টপুষ্ট-দৃষ্টিনন্দর এক-একটা চন্দ্রমল্লিকা পাঁচ/সাত টাকা পর্যন্ত দাম পাওয়া যায়।

## পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

### হুরহুরে

একবর্ষজীবী চওড়া পাতা আগাছা। ১.৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা গাছ হতে পারে। কাণ্ডের গায়ে রোঁয়া থাকে। পাতাগুলি ৩-৫টি পত্রাংশ থাকে। অসহ্য গন্ধযুক্ত। প্রত্যেকটি পাতার গোড়া থেকে জুলাই-অক্টোবরে ফুল ধরে। কিছু প্রজাতির ফুল হলুদ, কিছু প্রজাতির ফুল গোলাপি। লম্বা শুঁটি ধরে। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। উঁচু ফসল খেতে, বাগিচা ফসলে দেখা যায়।

**নিয়ন্ত্রণ ঃ**

১. গাছে ফুল আসার আগে তুলে ফেলা উচিত।
২. কেটে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।
৩. আগাছানাশক হিসাবে পেন্ডিমেথালিন/ফ্লুক্লোরালিন স্প্রে করা হয়।

### পুনর্নবা

বহুবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী আগাছা। গ্রীষ্মকালে এদের প্রাদুর্ভাব খুবই চোখে পড়ে। পতিত জমিতে এদের বৃদ্ধি খুব হয়। লতানে গাছ খুবই শাখা-প্রশাখা ছাড়ে। মাটির ওপর গদি তৈরি করে। জুন-অক্টোবর মাসে শিকড় ও কাণ্ড কাষ্ঠল রূপ নেয়। বীজ, শিকড় ও কাণ্ডের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। বহুবর্ষজীবী হলেও মাটির ওপরের অংশ শীতকালে মরে যায় এবং শিকড় থেকে আবার নতুন গাছ বসন্তকালে ছাড়ে। ফসল খেত, রাস্তার ধার ও পতিত জমিতে চোখে পড়ে।

**নিয়ন্ত্রণ ঃ**

১. গভীর লাঙ্গল দিয়ে পুরোনো শিকড় সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা দরকার।
২. ফুল ধরার আগে তুলে ফেলা।
৩. মাটির লেভেল বরাবর কেটে দিলেও অনেকটা নিয়ন্ত্রণ হয়।
৪. পতিত জমিতে আগাছার সক্রিয় বৃদ্ধি দশাতে প্যারাকোয়াট/গ্লাইফসেট প্রয়োগ কার্যকরী।

## গ্রীষ্মকালীন ফল তরমুজ আবাদে বাড়তি লাভ

# নদীর চরে চাষের এলাকা বাড়ছে

**কুণাল নন্দী**

তরমুজ মিষ্টি রসে ভরপুর গ্রীষ্মকালের একটি আকর্ষণীয় ফল। গ্রাম থেকে শহরের বাজারে এর চাহিদা চোখে পড়ার মতো। গরমের শুরুতে তুলতে পারলে তা থেকে অনেক লাভ ঘরে তোলা যায়। শুধু আমাদের রাজ্যে নয় কয়েক বছর হল ভিনরাজ্যের ফল ব্যবসায়ীরাও তরমুজ কিনতে এ রাজ্যে আসছেন।

আমাদের উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে তিস্তা, তোর্ষা, মানসাই, আত্রেয়ী, নেওড়া এইসব নদীর চরে এর চাষের এলাকা দিন দিন বেড়েই চলেছে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এর চাষ করতে পারলে কৃষকেরা ভালো ফলন এবং লাভ তুলতে পারেন।

তরমুজ বেলে, দোঁয়াশ ও পলিযুক্ত নদীর চরে সহজেই চাষ করা যায়। মাটির পিএইচ থাকা দরকার ৫ থেকে ৭-এর মধ্যে। পিএইচ ৫-এর নীচে থাকলে বীজ বোনার ২০-২৫ দিন আগে প্রতি মাদায় ২৫ গ্রাম চুন প্রয়োগ করতে হবে।

গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া এই চাষের উপযুক্ত, হাওয়ার আর্দ্রতা তরমুজকে কোনও ক্ষতি করতে পারে না। বীজ বোনার সময় তাপমাত্র ২১ সেলসিয়াসের উপরে থাকা বিশেষ জরুরি কারণ এর নীচে হলে বীজ অঙ্কুরোদগমে সমস্যা হয়। ফুল ও ফল ধরার সময় তাপমাত্রা থাকা দরকার ২৪-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এইসব কারণে উত্তরবঙ্গে তরাই এলাকায় চাষের ক্ষেত্রে বীজ বোনার বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে চাষ করাই সবচেয়ে ভালো।

বর্তমানে বাজারে প্রচুর নামীদামি কোম্পানির হাইব্রিড বীজ পাওয়া যাচ্ছে, তবে অভিজ্ঞতার নিরীখে ফলের রং, আকার, ওজন ও মিষ্টতার পাশাপাশি ক্রেতাদের পছন্দের ফলের বীজগুলির দ্বারা চাষের ফলে তার চাহিদা প্রচুর লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেগুলি হল সুলতান, এনএস-৩৪, এনএস-২৫২, পাতানাগরা, অর্জুন ইত্যাদির সবগুলি বীজই বপনের সময় অগ্রহায়ণ থেকে পৌষ-এর মধ্যে।

নদীর চরে তরমুজ চাষই এই তরাই এলাকার মধ্যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বেশি। তাই নদীর চরে নির্দিষ্ট দূরত্ব ৫ ফুট ও ৪ ফুট দূরত্বে পরপর মাদা তৈরি করে নিতে হবে। তাতে প্রতি বিঘায় ৭০০-র কিছু বেশি মাদা তৈরি হবে। মাদা তৈরির সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে জমির আশপাশে কোনও আবর্জনার স্তূপ যেন না থাকে এগুলি বীজ বপনের আগেই পুড়িয়ে ফেলতে হবে, কারণ এই স্তূপের মধ্যে বিভিন্ন পোকার পুত্তুলি থাকতে পারে পরবর্তীতে এরা খেতের ফসলের ক্ষতি করতে পারে।

মাদা তৈরির পর প্রতি মাদায় ৩-৫ কেজি ভালো পচা গোবর সারের সঙ্গে এন্ডোসাফান ৪৫ গ্রাম অথবা ট্রাইকোগার্ড ৫ গ্রাম এবং কার্বেন্ডাজিম ২ গ্রাম অথবা সিউডোমানাস ফ্লুরেসেন্স ৫ গ্রাম মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর সুপার ফসফেট ৫০ গ্রাম, মিউরেট অব পটাশ ২০ গ্রাম করে প্রাথমিক অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ বোনার পূর্বে বীজ শোধন ও বীজ গজানো বিষয়টি তরমুজ চাষের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতি ১ লিটার জলে ২ গ্রাম কার্বেন্ডেজিম গুলে সেই জলে বীজগুলিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে তারপর তুলে জল ঝড়িয়ে নিয়ে পরিষ্কার কাপড়ে বেধে পোয়াল পুঞ্জীর ভেতর ৪-৫ দিন রেখে বীজের মুখ ফাটিয়ে নিয়ে ওই গজানো বীজ প্রতি মাদায় হাফ ইঞ্চি গভীরে নির্দিষ্ট দূরত্বে ২টি করে বীজ হালকা করে বসিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে।

বীজ বোনার ১৫ দিন পর পর তিনবার প্রতিবারে ১৫ গ্রাম করে ইউরিয়া প্রতি মাদায় প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবারই রসের অবস্থা বুঝে সেচ দিতে হবে। গাছে ফুল ও ফল ধরার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সে সময় কোনওভাবেই যেন রসের অভাব না থাকে। চারার বয়স ৩-৪ সপ্তাহ হলে নিম তেল (১০০০০ পি.পি.এম পাওয়ার যুক্ত) প্রতি লিটার জলে ২ মিঃ লিটার গুলে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

তরমুজে স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধা করা বিশেষ জরুরি। তাই এক্ষেত্রে প্ল্যানোফিক্স জাতীয় ওষুধ প্রতি ১৬ লিটার জলে ৪ মিঃ লিটার গুলে স্প্রে করা খুবই জরুরি।

ফসলের অণুখাদ্যের ঘাটতি মেটাতে ফুল ও ফল ধরার সময় ২১ দিন পর পর ২-৩ বার এগ্রোমিন, মাল্টিপ্লেক্স জাতীয় ওষুধ ৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে ভালো হয়। পরবর্তীতে গাছে ফুল, ফল, পাতায় বিভিন্ন রকম অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে কৃষিবিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করে উপযুক্ত পরামর্শমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়।

ফল পুষ্ট হয়ে পেকে গেলেই ফল তুলে নেওয়া দরকার, তাই ফলের গায়ে হাতের তালু দিয়ে চাপড় মারলে ঢ্যাপ ঢ্যাপ শব্দ হলে বুঝতে হবে ফল তোলার উপযুক্ত হয়েছে।

ফল তোলার সময় ২ ইঞ্চি বোটা রেখে ফল তুলতে হবে তাতে দূরদূরান্তে চালানের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। এই পদ্ধতিতে চাষ করলে সব ঠিক থাকলে বিঘা প্রতি ৮০-১০০ কুইন্টাল ফলন তোলা যেতে পারে।

# মালচিং পদ্ধতিতে চাষের উদ্যোগ

**দেবাশিস রায়**

গ্রীষ্মকালীন ফলের মধ্যে অন্যতম ফল হল তরমুজ। এটি অত্যন্ত সুস্বাদু ও তেমনি রসালোযুক্ত। প্রচণ্ড গরমে তরমুজ দেহ ও মনে আনে শান্তি। এটি পুষ্টি ও গুণেও ভরপুর। বৈশাখের প্রখর রোদে যখন নাজেহাল অবস্থা সাধারণ মানুষের, তীব্র গরম থেকে ক্ষণিকের স্বস্তি পেতে এবং ডিহাইড্রেশনের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে বাজারে উপচে পড়ে তরমুজ ক্রেতারা। তরমুজের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই গতানুগতিক চাষের পদ্ধতি থেকে বেড়িয়ে সুস্বাদু তরমুজ চাষ হচ্ছে এবার কুমারগ্রাম ব্লকের পশ্চিম নারারথলি, মধ্য নারারথলি ও ভল্কা-বারবিশা এলাকায়।

বিশেষ কায়দায় মালচিং পদ্ধতিতে তরমুজ চাষের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে রীতিমতো এবছর কুমারগ্রাম ব্লকের পশ্চিম নারারথলি ও মধ্য নারারথলিতে তরমুজের চাষ শুরু হয়েছে।

পরীক্ষামূলকভাবে কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় দোঁয়াশ মাটিতেই তরমুজ চাষ শুরু করেছেন পশ্চিম নারারথলির কৃষক খগেন্দ্রনাথ রায়। আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে মালচিং পদ্ধতি অবলম্বন করেন তিনি। জমিটিকে চারিদিকে নেট দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে।

মালচিং পদ্ধতি একটি বিশেষ অবলম্বন। এই পদ্ধতিতে জমিতে রসের ঘাটতি অনেকটাই কম। এতে আগাছা কম হয়। পশ্চিম নারারথলির কৃষক খগেন্দ্রনাথ রায় প্রায় ১ বিঘা জমিতে তরমুজ চাষ করেছেন এবার। তিনি জানান, ১ বিঘা তরমুজ চাষ করতে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ফলন ভালো হয়েছে। বৃষ্টিতে ক্ষতি না হলে লাভের আশা দেখছি। এবছর লাভ পেলে আগামীতে বেশি পরিমাণে তরমুজ চাষ করার ইচ্ছে রয়েছে।

বর্তমানে পাইকারি প্রায় ২০ টাকা কেজি দরে তরমুজ বিক্রি হচ্ছে। এবছর আবহাওয়া খারাপ হওয়ার দরুন একমাস পিছিয়ে গেল ফলনের। গাছও তেমন বৃদ্ধি হয়নি। মধ্য নারারথলির তরমুজচাষি দীপেন্দ্রনাথ রায় জানান, ২ বিঘা জমিতে তরমুজ চাষ করতে প্রায় ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এখনও পর্যন্ত। গতবছর পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে লাগানোর ৯০ দিনের মাথাতে ফল বড় হয়ে যায়। কিন্তু এবছর আবহাওয়া খারাপের দরুন গাছের বৃদ্ধি হয়নি। চড়া দামে হয়তো বিক্রি করতে পারব না। তবুও আশা রাখছি সাধ্যের মধ্যেই থাকবে দাম। গতবছর ১২ টাকা কেজি পর্যন্ত বিক্রি করেছি। এক নাগারে বৃষ্টি পরলেই ক্ষতি হতে পারে তরমুজের। তাই চিন্তায় আছি কিছুটা।

মধ্য নারারথলির আর এক তরমুজচাষি সন্তোষ রায় জানান, তিনি গতবছর ১ বিঘা জমিতে ৬০ হাজার টাকার তরমুজ বিক্রি করেছেন। তার ১ বিঘাতে মোট ২৭ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তিনি গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে অসমের বরপেটাতে তরমুজ পাঠিয়েছেন। তরমুজ চাষ করে তিনিও লাভের আশা দেখছেন। আগামীতে তার আরও বেশি পরিমাণে তরমুজ চাষের ইচ্ছে রয়েছে।

কুমারগ্রাম ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা রাজীব পোদ্দার জানান, আমাদের ব্লকে কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় মোট ১০ জন কৃষক এবছর তরমুজ চাষ করছেন মূলত, ভল্কা-বারবিশা, পশ্চিম নারারথলি ও মধ্য নারারথলি এলাকায়। আমরা মালচিং ও বীজ দিয়ে সহযোগিতা করেছি। এই এলাকার মাটি দোঁয়াশ আর তাতেই ভালো ফলন হবে বলে আমি মনে করছি। যদিও এবছর ঠান্ডা আবহাওয়া বিরাজ করছে। তরমুজ চাষে গরম আবহাওয়া দরকার। আশা করি আবহাওয়া ভালো হবে। দামও পাবেন এলাকার চাষিরা।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৬ চৈত্র ১৪৩০ শনিবার ৫.০০ টাকা 30 March 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

বিরাট মঞ্চে নারায়ণ-সন্টের বাজবল

তেরোর পাতায়

### আয়কর নোটিশ

কংগ্রেসকে ১৮২৩.০৮ কোটি টাকার নতুন নোটিশ পাঠিয়েছে আয়কর দপ্তর। এর আগে কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১৩৫ কোটি টাকা জোর করে তুলে নেয় তারা।

বিস্তারিত বারোর পাতায়

### আনসারি বিতর্ক

গ্যাংস্টার তথা রাজনীতিবিদ মুখতার আনসারির মৃত্যু নিয়ে জলঘোলা হচ্ছে। বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বান্দার মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট।

বিস্তারিত বারোর পাতায়

### রাষ্ট্রসংঘের বার্তা

আমেরিকা ও জার্মানির পর এবার কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি নিয়ে মুখ খুলল রাষ্ট্রসংঘ। তারা বলেছে, আমরা আশা করব প্রত্যেক ভারতীয় রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে।

বিস্তারিত বারোর পাতায়

# শরণে রাজু-অজয়, জল মাপছেন বিমল

**শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২৯ মার্চ :** ক্ষমতার অলিন্দে না থেকেও গুরুং-ই যেন গুরু। আর তাই লোকসভা নির্বাচনের আগে বিমল গুরুংকে নিজেদের শিবিরে টানতে তৎপর হয়ে উঠেছে বিজেপি এবং কংগ্রেস। সদ্য ইন্ডিয়া জোটে শামিল হওয়া হামরো পার্টির সুপ্রিমো অজয় এডওয়ার্ডের মাধ্যমে কংগ্রেস যেমন গুরুংকে কাছে পেতে চাইছে, তেমনই ভোট বাজারে বিমলকে হাতছাড়া করতে নারাজ দার্জিলিংয়ের সাংসদ এবং এবারও এখানকার বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ট। এডওয়ার্ড এবং বিস্ট, দুজনেই নিজেদের মতো করে গুরুংকে 'ওজনদার' হিসেবে তুলে ধরছেন। নিজের 'ওজন' বুঝতে পেরে জল মাপাও শুরু করে দিয়েছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল। তাই শুক্রবারও নিজের অবস্থান স্পষ্ট না করে তিনি ১ এপ্রিল পর্যন্ত সময়সীমা বৃদ্ধির কথা বলেছেন।

'১৯-এর ভোটের পর জিএনএলএফের মন ঘিসিংকে তিনি যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, ততটা প্রাধান্য নাকি দেননি মোর্চার গুরুংকে। একারণেই নাকি বিস্ট সম্পর্কে গুরুংয়ের 'গোসা'। বিস্ট মাঝে মাঝে যতটা গুরুংয়ের কাছাকাছি আসতে চেয়েছেন, তার থেকে বেশি সময় ব্যবধান বাড়িয়েছেন বলে পাহাড়ের রাজনীতিতে কান পাতলে শোনা যায়। যা নিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে গুরুং নালিশ জানিয়েছেন বলে

খবর। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তলব পেয়ে শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগে গুরুংকে 'গুরু' হিসেবে তুলে ধরলেন বিস্ট। তিনি বলেছেন, 'আজ আমি যা কিছু, তার মধ্যে বিমলজির অবদান অনেকটাই বেশি। আমি রাজনীতিতে আছি, এটাও বিমলজির জন্য। আমাদের দুজনের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো।' শোনা যাচ্ছে, শনিবারই দিল্লি থেকে ফিরে সোজাসুজি বিমলের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বিস্ট। সেখানে তাঁদের মধ্যে কোনও সমঝোতা হয় কি না, সেদিকে নজর রাখছেন অজয়রাও।

এদিকে দিল্লি থেকে ফিরে অজয় বলছেন, 'বিমল দাজুর সঙ্গে আমরা আবার পাহাড়ে ফিরে কথা বলব। ওঁর সাহায্য আমাদের ভীষণ প্রয়োজন। তাই দার্জিলিং আসনে যাতে আমাদের মতো বিমলরাও কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করেন, সেই ব্যাপারে তাঁকে অনুরোধ করব। তবে সেটা মানা না মানার বিষয়টি বিমলের একান্তই ব্যক্তিগত।'

তাৎপর্যপূর্ণ হল, বৃহস্পতিবারই দিল্লি থেকে ফেরেন গুরুং। ওখানে তিনি কংগ্রেস ও বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে সূত্রের খবর। আর গুরুং দিল্লি থেকে ফিরতেই বিস্টকে তলব করেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

কংগ্রেস যে গুরুংকে পেতে মরিয়া, সেই খবর পৌঁছেছে বিজেপির কানেও। তাই বিস্ট এদিন কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেছেন হামরো পার্টির ইন্ডিয়া জোটে শামিল হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে। তাঁর কথায়, 'যে দলের নির্বাচন কমিশনে রেজিস্ট্রেশন নেই, সেই দলের সঙ্গে জোট করেছে কংগ্রেস।'

এরপর দশের পাতায়

ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

# আবার লজ্জিত শিলিগুড়ি

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** শিলিগুড়ি আছে শিলিগুড়িতেই!

এবার সাতসকালে শহরে শ্লীলতাহানির শিকার হতে হল এক স্কুলছাত্রীকে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতভর অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাল খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। শেষমেশ শ্লীলতাহানি করার সময় ব্যবহৃত স্কুটারের নম্বরের সূত্র ধরেই পুরনিগমের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ফকিরতোলার ভাড়াবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হল অভিযুক্ত। ধৃতের নাম মহম্মদ ইব্রাহিম।

ফকিরতোলাতেই তিন সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে থাকত ইব্রাহিম। যদিও প্রকাশ্য রাস্তায় স্কুটারে চেপে পিছু নিয়ে শ্লীলতাহানির ঘটনা কেন ঘটাল বছর ৩৪-এর ওই ব্যক্তি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গোটা ঘটনায় ফের একবার শহরে মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শুক্রবার পকসো আইনে ধৃত ইব্রাহিমকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

এদিকে, ফের একবার শহরবাসীর উদাসীনতাও সামনে এসেছে। কারণ শ্লীলতাহানির পর সকলের চোখের সামনে দিয়ে অভিযুক্ত পালিয়ে গেলেও কেউ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেননি। যদিও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষেরও বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ প্রশাসন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকার বলছেন, 'সবসময় নিজের সঙ্গেই ঘটনা ঘটতে হবে, এমনটা তো নয়। আশপাশে যদি এরকম কোনও ঘটনা দেখেন সঙ্গে সঙ্গে ১০০ নম্বরে ডায়াল করুন। পাশাপাশি আমরা পেট্রলিং আরও বাড়াচ্ছি। যাতে এধরনের অপরাধে লাগাম লাগানো যায়।'

খালপাড়া ফাঁড়ি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ওই স্কুলছাত্রী সন্তোষীনগর রোড ধরে স্কুলে যাচ্ছিল। অভিযোগ, বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ই অভিযুক্ত নাবালিকার পিছু ধাওয়া করতে শুরু করে। গঙ্গানগরের সন্তোষীনগর রোডে উঠতেই কিশোরীকে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করা হয়। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে এলে ইব্রাহিম সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে মেয়েটি বাড়ি ফিরে পরিবারের কাছে গোটা ঘটনার কথা জানায়। এরপর রাতে পরিবারের তরফে খালপাড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করে। ওসি সুদীপ দত্তর নেতৃত্বে শুরু হয় তদন্ত।

ঘটনাস্থলে গিয়ে এলাকায় থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে স্কুটির নম্বর দেখে শুরু হয় তদন্ত। এরপরই ফকিরতোলার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হয় ইব্রাহিম। যদিও তার বিরুদ্ধে এর আগে অপরাধমূলক কোনও কাজের রেকর্ড নেই পুলিশের কাছে। ইব্রাহিমের এমন কাণ্ডকারখানায় অবাক প্রতিবেশী থেকে শুরু করে তার পরিবারের সদস্যরাও।

গত কয়েকমাসে প্রকাশ্য রাস্তায় একের পর এক শ্লীলতাহানির ঘটনায় শহরের নিরাপত্তা নিয়ে আগেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। বরং দিনকে দিন তা বেড়ে চলায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ মলয় করঞ্জাই বলছেন, 'এই ঘটনা যথেষ্ট আশঙ্কার। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীর স্বাধীনভাবে চলাচলের ওপর যদি এধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়, তাহলে মুশকিল।'

সন্তোষীনগরের বাসিন্দা মহিমা মাহাতোর বক্তব্য, 'একেই তো সাধারণ মানুষ নিজেদের প্রতিবাদ হারিয়ে ফেলেছে। তারমধ্যে এভাবে দিনদুপুরে শ্লীলতাহানির ঘটনা বাড়তে থাকলে আর বাইরেই বেরোনো যাবে না।'

**নিরাপত্তা কোথায়!**

- হোলির দিন এক তরুণীর বিভিন্ন অঙ্গের ছবি তোলার চেষ্টা
- কেউ প্রতিবাদ না করায় একাই অভিযুক্তকে ধরিয়ে দেন তরুণী
- এবার প্রকাশ্যে রাস্তায় স্কুলছাত্রীর শ্লীলতাহানি
- একের পর এক ঘটনায় প্রশ্নের মুখে শহরের নিরাপত্তা

সাদা চোখে সাদা কথায়

## দেশে যতই অর্থসংকট থাক, ভোটে লগ্নি অনেক

**গৌতম সরকার**

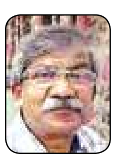

কয়েন না কর্তা, ঘোড়ায় হাসব। নির্মলা সীতারামনের কথা শুনে হাসি পেতেই পারে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ভাঁড়ারে নাকি প্রবল সংকট। এমন অবস্থা যে ভোটে লড়ার আর্থিক সংস্থান নাকি নেই তাঁর। যদিও পাবলিক ডোমেইনে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সম্পত্তির পরিমাণে তিনি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে এগিয়ে। ২০২২ সালে নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী ২,৬৩,৭৭,৮৬১ টাকা সম্পত্তির মালিক সীতারামন। ২০১৯ সালের হলফনামা অনুযায়ী নরেন্দ্র মোদির হাতে আছে একটু কম ২,৫১,৩৬,১১৯ টাকার সম্পত্তি।

হঠাৎ নির্মলার এই আর্থিক সংকটের যুক্তি নিয়ে চর্চা চলছে। আরও চলবে। কিন্তু জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির এই প্রাক্তনীর কথা আমাকে ৪৬ বছর আগের দুটি ঘটনায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল। সময়টা ১৯৭৮ সাল। বাংলায় প্রথম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। আমার গ্রামের একজন কৃষিজীবীকে গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রার্থী করেছিল সিপিএম। তখন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থীর মনোনয়নের ফি ছিল ১০ টাকা। তিনি হাত তুলে দিলেন দলের কাছে। ১০ টাকা দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

জেলা পরিষদে যাঁকে প্রার্থী করেছিল সিপিএম, তাঁরও আয়ের মূল উৎস ছিল চাষাবাদ। সঙ্গে জমি মাপার কাজ করতেন। তিনিও মনোনয়নের ১০০ টাকা ফি দিতে অক্ষম বলে জানিয়ে দিলেন। দল তাঁদের সংকট দূর করেছিল। মনোনয়ন ফি কোনও কোনও প্রার্থীকে দিতে হত বটে তখন। তবে প্রচার বা সভার খরচ সাধারণত দলই বহন করত। সব দলই। দশকের পর দশক বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের লক্ষ লক্ষ টাকা, গাড়ি ইত্যাদি পাঠাত হাইকমান্ড।

সে সব গাড়ি পরে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার হত, টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আকছার উঠত। তবু কার্পণ্য ছিল না কংগ্রেস নেতৃত্বের। নির্বাচন এলে টাকার অপেক্ষায় দিল্লির পথ চেয়ে থাকতেন কংগ্রেস নেতাদের কেউ কেউ। ২০১১ সালে তৃণমূল প্রার্থীদের কলকাতায় ডেকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন মুকুল রায়। বিজেপির কোষাগারে আরও বেশি টাকা। কোটি কোটি। নির্বাচনি বন্ডে দলীয় তহবিল কতটা স্ফীত হয়েছে, ইন্টারনেট ঘাঁটলেই এখন জানা যায়।

বিজেপির হাইকমান্ড ভোটে লড়ার টাকা দেয় না, সব রাজ্যের জেলা স্তরে দলীয় কার্যালয় নির্মাণে লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। বাংলার বিভিন্ন জেলা সদরে দলের ঝাঁ চকচকে হাইটেক দপ্তর তৈরি হচ্ছে সেই অর্থে। আগের মতো আয়ের উৎস না থাকলেও সিপিএম, এমনকি ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পত্তি কম নয়।

এরপর দশের পাতায়

ক্রুশবিদ্ধ যিশু। গুডফ্রাইডে-তে প্রভুর শরণে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা। ফিলিপিন্সে শুক্রবার।

## ১৯ আসনে বাম প্রার্থী এখনও বাকি

**কলকাতা, ২৯ মার্চ :** বামফ্রন্টের ঘরে চাপ, বাইরে জট। চতুর্থ তালিকা প্রকাশ করলেও এখনও পর্যন্ত ১৯টি কেন্দ্রে বামেদের প্রার্থী ঘোষণা বাকি। শুক্রবার মাত্র দুজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে গিয়ে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বুঝিয়ে দিলেন, কংগ্রেসের সঙ্গেও জটিলতা ভালোই।

বিজেপির প্রার্থীতালিকাও এখনও অসম্পূর্ণ। তার মধ্যে লোকসভার পর বিধানসভার উপনির্বাচনের প্রার্থীদের নাম শুক্রবার জানিয়ে দিল তৃণমূল। বাঁকুড়ায় লোকসভার টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়েছিলেন অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে বরানগরে প্রার্থী করল তৃণমূল। ভগবানগোলায় দলের প্রার্থী হয়েছেন রেয়াত হোসেন সরকার।

বিমানের কথায় স্পষ্ট, পুরুলিয়ার পর কংগ্রেসের জন্য জট পেকেছে কোচবিহারে। ওই কেন্দ্রে বামফ্রন্টের প্রথম তালিকায় ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর নাম থাকলেও কংগ্রেস একতরফা প্রার্থী দেওয়ায় বামফ্রন্টের বিড়ম্বনা বেড়েছে। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বলেন, 'কংগ্রেসকে আবেদন করব, কোচবিহার নিয়ে ভাবুন। একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করব, তা হবে না।'

চতুর্থ তালিকায় শুধু সিপিএম প্রার্থীদের নাম থাকায় বামফ্রন্টে জটিলতা স্পষ্ট। এই তালিকায় আরামবাগে প্রার্থী করা হয়েছে বিপ্লবকুমার মৈত্রকে, ঝাড়গ্রামের প্রার্থী সোনামণি টুডু। বেশ কিছু কেন্দ্রে শরিকি জট আছে। যেমন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পুরুলিয়া নিয়ে কাল ফের বৈঠক হবে।'

এই ডামাডোলে বিমানের অস্বস্তি ও বিড়ম্বনা স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী শক্তিকে এক জায়গায় আনতে বৃহত্তর মঞ্চ গঠনের লক্ষ্যে সবাইকে সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল হতে হবে।'

নজরকাড়া

### কোচবিহারে কুস্তি, দোস্তি শিলিগুড়িতে

দুইয়ের পাতায়

### ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে সিকিমের লাইফলাইন

চারের পাতায়

### নাশকতার শঙ্কায় সেনার মহড়া

দশের পাতায়

# কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থায় ঝড়ের আভাস

**নবনীতা মণ্ডল ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৯ মার্চ :** প্রবল অসন্তোষের আভাস ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এনআইএ) অন্দরে। সর্বভারতীয় শাসকদলের ইচ্ছায় তদন্ত ও সক্রিয়তার অভিযোগ করছে এই কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকদের একাংশ। দিল্লিতে শুক্রবার সংস্থার এক বৈঠকে ওই আধিকারিকরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। সেই অসন্তোষে ঘি ঢেলেছে এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের একটি পোস্ট।

শুক্রবারের ওই পোস্টে কুণালের অভিযোগ, 'দুজন বিজেপি নেতা নিউ টাউনে পুলিশ সুপার পদমর্যাদার আধিকারিক ডিআর সিংয়ের বাসভবনে গোপন বৈঠক করেছেন। নিজাম প্যালেসেও এনআইএ'র ওই আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি নেতারা।' কুণালের প্রশ্ন, 'এটা কি এনআইএ'র নিরপেক্ষতা?' এনআইএ-কে ট্যাগ করে ওই পোস্টে তৃণমূল নেতা প্রশ্ন করেন, এই তথ্য সত্য না মিথ্যা।

কুণালের দাবি, বিজেপির দেওয়া তালিকা অনুযায়ী শনিবার এনআইএ তল্লাশি করবে এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করার আশঙ্কা আছে। পূর্ব

**বিজেপির যোগ নিয়ে প্রশ্ন তৃণমূলের**

মেদিনীপুরের ভূপতিনগরের একটি মামলায় কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে এনআইএ'র ডেকে পাঠানোয় তাঁর এই প্রতিক্রিয়া বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'বিজেপির এক প্রভাবশালী নেতা কয়েকদিন আগে নিজাম প্যালেসে গিয়ে এনআইএ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তারপরই দু'-আড়াই বছরের পুরোনো মামলায় তৃণমূল কর্মীদের ডেকে পাঠানো হচ্ছে।'

এনআইএ'র অভ্যন্তরীণ বৈঠকে এই পোস্টের উল্লেখ করে আধিকারিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের নির্দেশে তদন্ত ও ভোটের আগে অতিসক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। এতে সিবিআই ও ইডি'র মতো এনআইএ'র গ্রহণযোগ্যতা কমে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছে ওই আধিকারিকদের একাংশ। কুণাল প্রশ্ন তোলেন, ভোটের দিন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর এক বিজেপি নেতার সঙ্গে কী করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা বৈঠক করতে পারেন?'

দিল্লিতে এনআইএ আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, বিশেষ রাজনৈতিক নির্দেশে কাজ করতে গিয়ে অহেতুক পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের তোপের মুখে পড়তে হচ্ছে এই সংস্থাকে। তাঁরা নিরপেক্ষভাবে কাজ করার অধিকার দাবি করেন।

এরপর দশের পাতায়

# 'গাড়ি ধরো, চালান ভরো', সর্বেসর্বা সিভিক ভলান্টিয়াররা

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** দৃশ্য ১- স্টেডিয়ামের সামনে সিগন্যাল ভেঙে এগিয়ে গিয়েছিলেন এক মোটরবাইকচালক। ট্রাফিক কিয়স্কের কোনায় দাঁড়িয়ে থাকা এক সিভিক ভলান্টিয়ার তেড়ে এলেন তাঁর দিকে। প্রশ্ন ছুড়লেন, 'সিগন্যাল ভাঙলেন কেন?' কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছু বলে ওঠার আগেই পকেটে থাকা ডিজিটাল মেশিন বের করে বাইকের নম্বর প্লেটের সামনে ধরলেন সিভিক ভলান্টিয়ার। তুললেন ছবিও। মুহূর্তে বেরিয়ে এল চালান। সবটা কিয়স্কের পাশে বসে দেখলেন এক অফিসার।

দৃশ্য ২ – থানা মোড় থেকে এসএফ রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মধ্য পঞ্চাশের এক ব্যক্তি। মাথায় হেলমেট ছিল না তাঁর। খপাত করে এসে ধরলেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। ওই ভদ্রলোক তর্ক জুড়লেন। খানিক বাদে এগিয়ে এলেন এক অফিসার। অনেক কথা কাটাকাটির পর জরিমানা করে ছাড়া হল তাঁকে।

এমন দৃশ্য আকছার দেখা যাচ্ছে শহর শিলিগুড়িতে। বরং শহর ছেড়ে যত যাওয়া যায় ছবিটা আরও প্রকট হয় তত। শালবাড়ি পার করে সুকনার পথ, কিংবা বাগডোগরা হয়ে নকশালবাড়ি- সর্বত্রই সিভিক ভলান্টিয়াররা যেন সর্বেসর্বা। অথচ এমনটা তো হওয়ার কথাই নয়।

উচ্চ আদালতের পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে, কোনওভাবেই পুলিশের বিকল্প হতে পারে না সিভিক ভলান্টিয়াররা। পুলিশকে ট্রাফিক সামলাতে সহযোগিতা করতে পারে মাত্র। কিন্তু শিলিগুড়ি শহরে বাস্তবে ছবিটা একদমই আলাদা। পুলিশ নয়, শহরের সিংহভাগ ট্রাফিক পয়েন্টেই চালান কাটার জন্যে গাড়ি আটকাচ্ছেন সিভিক ভলান্টিয়াররা। একাধিক এলাকায় মেশিন হাতে চালানও কাটছেন দিব্যি। যদিও শিলিগুড়ি পুলিশের ট্রাফিকের কর্তাদের দাবি, সিভিকরা শুধু ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টেই সহযোগিতা করছে। শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) ডিসি ঠাকুরের বক্তব্য, 'পিওএস মেশিনগুলি অফিসারদের নামে অ্যালট করা থাকে। তাঁরাই চালান কাটেন। সিভিক শুধু ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টে সহযোগিতা করে।'

যদিও শহরবাসীর অভিজ্ঞতা ভিন্ন। শিলিগুড়ির বাবুপাড়ার বাসিন্দা পেশায় চিকিৎসাকর্মী সুপ্রতিম দাস বলছেন, 'একদিন ইসকন মোড়ের কাছে আমাকে সিভিক ভলান্টিয়ার দাঁড় করিয়ে কাগজপত্র চাইছিল। আমি দিতে না চাওয়ায় চাবি কেড়ে নেয়। এরপর বাধ্য হয়ে অফিসারের কাছে যাই।'

ভেনাস মোড়ে গাড়ি আটকাচ্ছেন সিভিক ভলান্টিয়ার। -সংবাদচিত্র

শহরের প্রায় প্রতিটি ট্রাফিক গার্ডেই সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন রয়েছে। এই সিভিকদের নিয়ে অফিসাররা বাইকে করে নিজ নিজ এলাকায় ঘুরে বেড়ান। এরপর একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে যান। সেখানে সিভিক ভলান্টিয়াররা গাড়ি ধরে নিয়ে আসেন অফিসারের কাছে। এরপর চলে চালান কাটার প্রতিযোগিতা। প্রতিদিন জলপাই মোড় থেকে ঝংকার মোড়ের দিকে যাওয়ার রাস্তায় সিভিকদের নিয়ে অফিসারেরা দাঁড়ান। মহাবীরস্থানেও চলে একই কাজ।

মেডিকেল কলেজের গেটের সামনে দুজন সিভিক ভলান্টিয়ার দাঁড়িয়ে থাকেন নিয়মিত। অফিসাররা বসে থাকেন ট্রাফিক গার্ডের ঘরে। ওই সিভিক ভলান্টিয়াররা রাস্তায় গাড়ি আটকে নিয়ে যান ট্রাফিক গার্ডের ঘরে। যে গাড়ি দাঁড়ায় না, সেই গাড়ির ছবি তুলে পাঠিয়ে দেন অফিসারকে। এরপর অনলাইনে চালান কেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আদৌও চালক আইন ভেঙেছেন কি না? কেনই বা ছবি তোলা হল, দাঁড় করানো হচ্ছিল কেন? কিছুই জানতে বা শুনতে চান না অফিসাররা।

দাগাপুর পার করার পর থেকেই জায়গায় জায়গায় অফিসার এবং সিভিক ভলান্টিয়াররা ওঁত পেতে থাকেন। সেখানেও গাড়ি দাঁড় করানো থেকে কাগজ দেখা, সবটাই সামলান সিভিকরা। কোনও কোনও সিভিকের হাতে আবার পিওএস মেশিনও থাকে। একই ছবি শহরের এয়ারভিউ মোড় এবং ভেনাস মোড়ে।

বাগডোগরার বিহার মোড়েও সিভিক ভলান্টিয়ারদের হাতেই চালান কাটার মেশিন দেখা যায় প্রায়শই। এখানেই শেষ নয়, সিভিকদের বিরুদ্ধে বাইকের চাবি খুলে নেওয়ার অভিযোগ পর্যন্ত উঠছে। বাগডোগরার বাসিন্দা শিক্ষাকর্মী মহম্মদ শরিফুল, শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার বাসিন্দা ডেলিভারি বয় সুদর্শন চন্দ সহ অনেকেই সম্প্রতি সিভিকের বাড়াবাড়ির সম্মুখীন হয়েছিলেন। দুজনেরই বক্তব্য, 'অনেক সরকারি গাড়ি, পুলিশকর্মীর কাগজ ঠিক থাকে না। তাদের কিছু করা হয় না। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেই যত নিয়ম। তাও মানতাম যদি সব নিয়ম মেনে হত।' তাঁদের একটাই প্রশ্ন, 'কোন আইনে এসব করার সাহস পান সিভিক ভলান্টিয়াররা?'

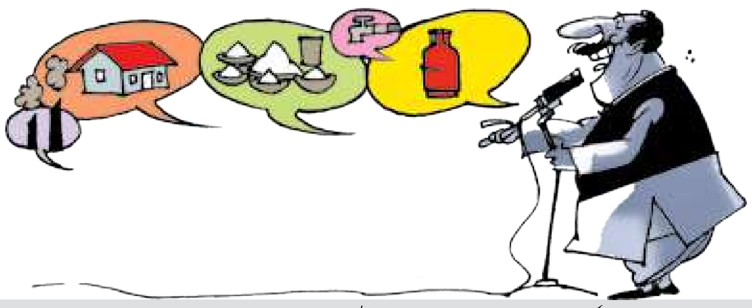

## কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে সংকটে জোট

# হাত ছাড়ল সিপিএম

**শিবশংকর সূত্রধর**

**কোচবিহার, ২৯ মার্চ :** ফরওয়ার্ড ব্লকের পর এবার আরেক শরিক সিপিএমও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিল। বৃহস্পতিবারই ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে বামফ্রন্টের কোনও জোট নেই। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, শুক্রবার সকালে রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করে জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক তথা সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় জানিয়ে দিলেন, কোচবিহারে তাঁদের সঙ্গেও কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই। বামফ্রন্ট তথা ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী নীতীশচন্দ্র রায়কেই সমর্থন করছেন তাঁরা।

'কংগ্রেসকে সমর্থনের কোনও প্রশ্নই নেই', মন্তব্য অনন্তের। তবে এদিন অনন্ত বলেছেন, 'রাজ্য ও কেন্দ্রের দুই শাসকের অপশক্তির বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে আমরা আবেদন জানাব, যাতে তারা কোচবিহারে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেয়। আমরা এখানে একসঙ্গে লড়াই করতে চাই।'

অনন্তের এই কথার পর তো কংগ্রেস ও সিপিএমের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠে গেল। কারণ কংগ্রেসের প্রার্থী পিয়া রায়চৌধুরী তো আগেই জানিয়েছিলেন, সিপিএম তাঁদের সঙ্গে আছে। আর অনন্তের ঘোষণার পরেও এদিন তিনি একই দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'সিপিএম আমাদের সঙ্গেই আছে। তা নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই।' এই 'বন্ধুত্ব' রক্ষার খাতিরে কি তাহলে তিনি প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করবেন? এ প্রশ্ন শোনামাত্র খারিজ করে দিয়েছেন পিয়া। বলেছেন, 'আমাদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার জন্য কারও তরফে আবেদন আসেনি। তাই এবিষয়ে কিছু বলার নেই।'

কংগ্রেস প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করবে না। এদিকে, অনন্তরা আলাদা প্রার্থী দেওয়াকে মেনে নিতে পারছেন না। এই জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও কিন্তু কংগ্রেস এখনও সিপিএমের ভোটের আশায় রয়েছে। তবে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের তরফে স্পষ্টই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বামফ্রন্টের প্রার্থীকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের প্রার্থীকে সমর্থন করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

বাম-কংগ্রেস জোট রয়েছে কি না, তা এখন কোচবিহারের রাজনীতিতে অন্যতম একটি বড় প্রশ্ন। বামফ্রন্টের অন্দরে সিপিএম-ফরওয়ার্ড ব্লকের অলিখিত 'ঠান্ডা লড়াই'। আরেকদিকে, সিপিএম তাদের সঙ্গে রয়েছে বলে প্রকাশ্যেই বারবার দাবি করেছে কংগ্রেস। সব মিলিয়ে নীচু স্তরের কর্মীদের মধ্যেও ধন্দ দেখা গিয়েছে। তারপর সিপিএমের অবস্থান নিয়ে চর্চা চলছিল। শেষপর্যন্ত এদিন তাঁরা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন। এদিনের ওই সাংবাদিক সম্মেলনে অনন্তর সঙ্গে ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহানন্দ সাহা। তবে ফরওয়ার্ড ব্লক বা বামফ্রন্টের অন্য কোনও শরিকদলের প্রতিনিধিকে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে দেখা যায়নি। এদিন অনন্ত জানিয়েছেন, 'বামফ্রন্টের সকলেই তাঁদের প্রার্থী নীতীশচন্দ্র রায়ের সমর্থনে প্রচার শুরু করেছেন।'

তবে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি রবিন রায় বলেছেন, 'সিপিএমকে ঠিক করতে হবে তারা কোচবিহারে কংগ্রেসকে সমর্থক করবে নাকি ফরওয়ার্ড ব্লককে। যদি ফরওয়ার্ড ব্লককে সমর্থন করে তাহলে আমরা অন্য জায়গায় ওদের প্রার্থীকে সমর্থন করব না।'

এবার কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ এলাকা জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনের অন্তর্গত। সেখানে সিপিএমের প্রার্থী রয়েছে। রবিনের হুঁশিয়ারি, 'ওরা এমন করলে মেখলিগঞ্জে আমাদের কর্মীদের মধ্যে বিরূপ মনোভাব দেখা দেবে।'

সাংবাদিকদের মুখোমুখি সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়।

# ঘরেই বসে কংগ্রেস

**মণীন্দ্রনারায়ণ সিং**

**আলিপুরদুয়ার, ২৯ মার্চ :** এই তো মাস আষ্টেক আগেকার কথা। দাঁতে দাঁত চেপে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিএম প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়াই করে চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী রিমি সাহা রায়। গত পঞ্চায়েতে ভোটে দলের জন্য লড়েছেন। কিন্তু লোকসভা ভোটে কার্যত ঘরেই বসে রয়েছেন। আর করবেনই বা কী?

আলিপুরদুয়ার আসনে তাঁর দলের কোনও প্রার্থী নেই। আর কাকে সমর্থন করতে হবে সে ব্যাপারে হাইকমান্ড এখনও কিছু বলেননি। তাই আপাতত ভোট প্রচারের বাইরেই তিনি থাকছেন।

ওই পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রাক্তন সদস্য রঞ্জন রায় আবার বর্তমানে কংগ্রেস কর্মী। তিনি জানালেন, 'শাসকদলের বিরুদ্ধে গত পঞ্চায়েত ভোটে আমাদের মূল লড়াই ছিল। শাসকদলের নেতাদের যোগ্য জবাব এলাকার মানুষ দিয়েছেন। লোকসভা ভোটে দলের প্রার্থী না থাকায় আমরা কারও হয়ে প্রচারে যাচ্ছি না।' কিন্তু দলের সাধারণ কর্মীরা তো ধন্দে পড়ে গিয়েছেন। তাঁরা কী করবেন, কোথায় যাবেন, কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন না স্থানীয় নেতারাও। তাই রঞ্জনের মন্তব্য, 'সাধারণ কর্মীরা জানতে চাইলে বলছি, বৃহত্তর স্বার্থে ভোট দেবেন।'

বাকিরা কী বলছেন? তাঁরাও ভোটের কথা ভাবছেন না। যুব কংগ্রেস নেতা সুব্রত সাহা যেমন বললেন, 'আপাতত দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম নিয়েই রয়েছি। দলের হাইকমান্ড যা নির্দেশ দেবেন সেইমতোই আমরা লোকসভা ভোট নিয়ে ভাবব।'

দলের প্রার্থী না থাকায় কংগ্রেসের সংগঠন ধরে রাখাটাই এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যার কথা মানছেন দলের নতুন জেলা সভাপতি শান্তনু দেবনাথও। বলছেন, 'লোকসভায় প্রার্থী না থাকায় একটা সমস্যা তো হয়েছেই। তবে কোনও প্রার্থীকে সমর্থনের ব্যাপারে হাইকমান্ডের কোনও নির্দেশ আমাদের কাছে এখনও আসেনি। দলের যা নির্দেশ আসবে, সেইমতোই কংগ্রেস নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা সামনের লোকসভা ভোটে তাঁদের ভূমিকা পালন করবেন।'

বামেদের হয়ে লড়ছেন আরএসপি প্রার্থী মিলি ওরাওঁ। রাজনৈতিক মহলের মতে, এখনও কোনও নির্দেশ না এলেও শেষপর্যন্ত হয়তো কংগ্রেসকে মাঠে নামতে হবে বামেদের সমর্থনেই। তবে নির্দেশ এলেও কংগ্রেস কর্মীরা আদৌ বাম প্রার্থীর হয়ে লড়াইয়ে থাকবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

আরএসপির জেলা সম্পাদক সুব্রত রায় বলেন, '২০১৬ সালে নির্মল দাস আরএসপি প্রার্থী হয়েছিলেন। এরপর ২০২১ সালে বিধানসভা ভোট হয়েছে। আমরা ২০২১ জোটের কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে লড়েছি। তাই কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও বিরোধ আমাদের নেই।' লোকসভা ভোটে বৃহত্তর স্বার্থে কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা বাম প্রার্থীকেই ভোটে সমর্থন করবেন বলে তিনি আশাবাদী।

তবে প্রার্থী না মেলায় আশাভঙ্গ যে হয়েছে তা গোপন করছেন না কংগ্রেসের নেতা। দলের জেলা ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্যামল রায় বলেন, 'লোকসভা ভোটে আমাদের দলের প্রার্থী হবে বলে আশা করেছিলাম। প্রার্থী না দেওয়ায় আমরা মর্মাহত।'

নিঝুম আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের কার্যালয়। -সংবাদচিত্র

# সৌমিত্র-সুজাতার গড়ে কৌশল বামের

**বিষ্ণুপুর, ২৯ মার্চ :** সিপিএম তথা বামপন্থীরা সবসময় আদর্শের জন্য লড়াই করে। তারা কখনও আদর্শচ্যুত হয় না। আর এই আদর্শকে হাতিয়ার করেই বিষ্ণুপুরের লড়াইয়ের ময়দানে নেমে প্রচার করছেন সিপিএম প্রার্থী শীতল কৈবর্ত্য। তাঁর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের সুজাতা মণ্ডল ও বিজেপির সৌমিত্র খাঁ। দুজনই দলবদলের মডেল হিসেবে এরাজ্যে অতি সুপরিচিত বলেও প্রচারে তাঁদের ঘনঘন শিবির বদলকে হাতিয়ার করতে ছাড়ছেন না বাম প্রার্থী।

এই শিবির পালটানোয় ওস্তাদ সৌমিত্রকে বিষ্ণুপুরের মানুষ আর চাইছেন না বলে দাবি বাম প্রার্থীর। তাই জেতার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি। সেইসঙ্গে আত্মবিশ্বাসী এই কারণে যে, তৃণমূলের প্রার্থী সুজাতা তো রাজনৈতিক ব্যক্তিই নন। সৌমিত্রর স্ত্রী হিসেবে উনি গৃহবধূ ছিলেন। সৌমিত্র যখন বিজেপিতে নাম লেখান তখন শাসকদল তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করে। সেই কারণে নির্বাচন প্রার্থী হয়েও জেলায় ঢুকতে পারেননি। সেই সময় সুজাতা তাঁর প্রাক্তন শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে সৌমিত্রর হয়ে প্রচারে নামেন। তখন তৃণমূল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেকের নামে যেসব অভিযোগ করেছিলেন তা বিষ্ণুপুরের মানুষ শুনেছেন। এখন তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে বলে তিনি সেই তৃণমূলে গিয়েছেন প্রাক্তনের বিরুদ্ধে বদলা নিতে।

বাম প্রার্থীর কথায়, 'এঁরা আবার যে দল বদলাবেন না তার গ্যারান্টি কোথায়!' বিষ্ণুপুরের মানুষ এই ধোঁকাবাজদের আর ফিরিয়ে আনবেন না বলেই বামফ্রন্ট এবার জিতবে বলেই তাঁরা মানুষকে বোঝাচ্ছেন।


## আরও হোলি স্পেশাল ট্রেন

**মালদা টাউন-নিউ দিল্লী-মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন**

মালদা টাউন এবং নিউ দিল্লীর মধ্যে একটি স্পেশাল ট্রেন যথা ০৩৪১৩/০৩৪১৪ **মালদা টাউন-নিউ দিল্লী-মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন** নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, চলাচলের দিন, স্টপেজ এবং গঠন অনুযায়ী তিনটি ট্রিপ চলবেঃ-

| মালদা টাউন-নিউ দিল্লী হোলি স্পেশাল | | (০৩৪১৩) (০৩৪১৪) স্টেশন | নিউ দিল্লী-মালদা টাউন হোলি স্পেশাল | |
|---|---|---|---|---|
| পৌঃ | ছাঃ | | পৌঃ | ছাঃ |
| – | ০৭.১০ | ↓ মালদা টাউন | ০৭.৫৫ | – |
| ০৯.৪০ | ০৯.৪৫ | সাহিবগঞ্জ | ০৫.২০ | ০৫.২৫ |
| ১০.৫০ | ১১.০০ | ভাগলপুর | ০৪.১০ | ০৪.২০ |
| ১২.২০ | ১২.২৫ | জামালপুর | ০৩.০৮ | ০৩.১০ |
| ১৩.৫৫ | ১৪.০০ | কিউল | ০২.০৫ | ০২.১০ |
| ১৯.৪০ | ১৯.৫০ | পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জং. | ২০.২০ | ২০.৩০ |
| ০৭.৩০ | – | নিউ দিল্লী ↑ | – | ১০.৩০ |

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা, বারহারোয়া, কহলগাঁও, সুলতানগঞ্জ, বারিয়ারপুর, ধরহারা, অভয়পুর, কজরা, লক্ষীসরাই, বরহিয়া, হাতিদহ, মোকামা, বাঢ়, বখ্‌তিয়ারপুর, খুসরোপুর, ফতুহা, পাটনা সাহিব, পাটনা, আরা, বক্সার, প্রয়াগরাজ এবং কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিনঃ ০৩৪১৩ মালদা টাউন থেকে** ৩১.০৩.২০২৪(রবিবার), ০৪.০৪.২০২৪(বৃহস্পতিবার), ০৭.০৪.২০২৪(রবিবার) = ৩ ট্রিপ এবং **০৩৪১৪ নিউ দিল্লী থেকে** ০১.০৪.২০২৪(সোমবার), ০৫.০৪.২০২৪(শুক্রবার), ০৮.০৪.২০২৪(সোমবার) = ৩ ট্রিপ। **গঠনঃ** এসি ৩-টিয়ার-৩, স্লিপার শ্রেণী-১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস) - ৫ এবং এসএলআরডি-২=২০ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস (সুপারফাস্ট)।

**দুই জোড়া হোলি স্পেশাল ট্রেনের চলাচল অব্যাহত থাকবে**

দুই জোড়া হোলি স্পেশাল ট্রেন যথা **০৩৪৩৫/০৩৪৩৬ মালদা টাউন-আনন্দ বিহার (টি) - মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন** এবং **০৩৪৮৩/০৩৪৮৪ ভাগলপুর-নিউ দিল্লী-ভাগলপুর হোলি স্পেশাল ট্রেন** নীচে উল্লিখিত তারিখে বর্তমান সময়সূচি, চলাচলের দিন, স্টপেজ এবং গঠন অনুযায়ী আরও ট্রিপ চলবেঃ

| ট্রেন নং. ও নাম | চলাচলের সম্প্রসারিত তারিখ | ট্রিপ সংখ্যা |
|---|---|---|
| ০৩৪৩৫ মালদা টাউন-আনন্দ বিহার (টি) হোলি স্পেশাল ট্রেন | ০৮.০৪.২০২৪ (সোম) | ০১ |
| ০৩৪৩৬ আনন্দ বিহার (টি)-মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন | ০৯.০৪.২০২৪ (মঙ্গল) | ০১ |
| ০৩৪৮৩ ভাগলপুর-নিউ দিল্লী হোলি স্পেশাল ট্রেন | ০২.০৪.২০২৪ (মঙ্গল), ০৬.০৪.২০২৪ (শনি) | ০২ |
| ০৩৪৮৪ নিউ দিল্লী-ভাগলপুর হোলি স্পেশাল ট্রেন | ০৩.০৪.২০২৪ (বুধ), ০৭.০৪.২০২৪ (রবি) | ০২ |

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

**পূর্ব রেলওয়ে**

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



**কর্মপ্রার্থী**

ছোট বাগানে অভিজ্ঞ ম্যানেজার পদে খাওয়া/থাকা/সামান্য বেতন সহ কাজ করতে আগ্রহী। M : 8119056335.

**কর্মখালি**

আমন্ত্রণ বস্ত্র প্রতিষ্ঠানে বহিরাগত পুরুষ কর্মী/স্থানীয় মহিলা কর্মী আবশ্যক। M- 7699990313.

•

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : (M) 9647610774. (C/110307)

**চলচ্চিত্র**

সিরিয়াল/ফিল্মে ৮-৬৫ বয়সি নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। শুটিং এপ্রিলে। ফ্রী অডিশন শিলিগুড়ি/কোচবিহারে। 8282979209. (C/110301)

**অ্যাফিডেভিট**

আমি Ratankumar Ghosh, পিতা Bhabeshchandra Ghosh, পূর্বদহর, ভাঙ্গামালী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। গত 19.2.24 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে Ratankumar Ghosh এবং Sri Ratan Ghosh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম এবং জন্ম তারিখ 01.03.1075-এর পরিবর্তে 01.01.1972 হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। (S/C)


**সোনা ও রুপোর দর**

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৬৮৭৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৬৯১০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৬৫৭০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৭৫০৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৭৫১৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

# কোচবিহারে কুস্তি, শিলিগুড়িতে দোস্তি

**ভাস্কর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** কোচবিহারে এসে বাম-কংগ্রেস সমঝোতার সম্ভাবনাকে একপ্রকার উড়িয়ে দিয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তাতে কী? শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু আসনে কংগ্রেস প্রার্থীদের হয়েই ভোট চাইছেন সিপিএম নেতারা।

দার্জিলিং জেলার কথাই যেমন ধরা যাক। একসময় যে শিলিগুড়িকে দলীয় স্তরে রাজ্যের মধ্যে মডেল হিসেবে ধরা হত, সেখানে সিপিএমের হাল দেখে মুচকি হাসছেন বিরোধীরা। পার্টি অফিস লোকশূন্য। অনিল বিশ্বাস ভবন দেখে বোঝার উপায় নেই, লোকসভা ভোট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। পার্টি অফিসে ঢুকলে জীবেশ সরকারদের মতো প্রবীণ কয়েকজন নেতার দেখা মিলবে শুধু।

অথচ একসময় দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে সিপিএমের সাংসদ ছিলেন দীর্ঘদিন। সাতের দশকে রতনলাল ব্রাহ্মণ, আটের দশকে আনন্দ পাঠক, নয়ের দশকে এসপি লেপচারা দলীয় প্রতীকে জয়ী হয়ে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এবার ভোটের মাত্র কয়েকদিন আগে কী করছে সিপিএম নেতৃত্ব? উত্তরে বর্ষীয়ান নেতা অশোক ভট্টাচার্য বললেন, 'বিভিন্ন বুথ স্তরে মিটিং করছি আমরা। কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার কথা বলছি। পাশাপাশি কোন পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত, সেটাও ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।'

আসলে সিপিএম নেতা-কর্মীদের আপত্তিটা এখানেই। এত বছর রাজনীতি করার পর লোকসভা আসনে কংগ্রেসের হয়ে ভোট চাইতে মুখে বাধছে অনেক কমরেডের। এদিকে, বৃহস্পতিবার বামেদের জোটসঙ্গী ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'কংগ্রেস কিংবা আইএসএফের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। যদি কোথাও বামফ্রন্ট সাংগঠনিকভাবে দুর্বল থাকে, সেক্ষেত্রে অন্য কেউ প্রার্থী দিতে পারে। তবে তাকে সমর্থন করা হবে কি না, তা আলোচনাসাপেক্ষ।' সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের একাংশের বক্তব্য, 'যে কংগ্রেস আমাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল, তারাই এখন বন্ধু। তাই প্রচারে যেতে পারছি না।'

কোচবিহার সহ রাজ্যের কয়েকটি আসনে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী দেওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস সেই আসনগুলোতে প্রার্থী দিয়েছে। অথচ কংগ্রেস যেখানে প্রার্থী দিয়েছে, সেখানে বামেদের তরফে তাদের হয়ে ভোট প্রচার করতে হচ্ছে। যা মানতে পারছেন না অনেকেই। পার্টি অফিসে আসা ছেড়ে দিয়েছেন তাঁরা।

সিপিএমের দার্জিলিং জেলার নেতা জীবেশ সরকার যেমন কোচবিহার লোকসভা আসনের দায়িত্বে রয়েছেন। সেখানে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কথা বলতে হলেও দার্জিলিং কেন্দ্রে এসে হাতে হাত মেলাচ্ছেন। জীবেশের যুক্তি, 'রাজনীতি এক জায়গায় থেমে থাকে না। দেশে বিপদ বিজেপি আর এই রাজ্যে তৃণমূলের কাজকর্ম আশঙ্কার কারণ। এই দুই শক্তিকে হারাতে আমাদের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।' একইসঙ্গে জীবেশের দাবি, 'আমি কংগ্রেসের কাছে আবেদন করেছি, কোচবিহারে যাতে তারা নিজেদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয়।' বিমান বসুও এদিন কলকাতায় একই কথা বলেছেন।

তবে ওপরতলার নেতারা যাই বলুন না কেন, সিপিএমের ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনের অনেক নেতা-নেত্রী রয়েছেন, যাঁরা লালঝান্ডা নিয়ে হাত চিহ্নে ভোট চাইতে নারাজ। তাঁরাই নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন ভোটপর্ব থেকে। এমনকি শুধু সিপিএম নয়, বামফ্রন্টের অন্য শরিকরাও কংগ্রেস কিংবা আইএসএফের সঙ্গে আসন সমঝোতা মেনে নিতে পারছে না। আর তাই তো অদ্ভুত শূন্যতা গ্রাস করছে অনিল বিশ্বাস ভবনকে।

# ভিক্টরের ডান্ডা আর ঝান্ডা তৈরি

**অনির্বাণ চক্রবর্তী**

**কালিয়াগঞ্জ, ২৯ মার্চ :** 'মস্তানির জবাব যদি মস্তানিতে দিতে হয় তাহলে ঝান্ডা আর ডান্ডা, দুটোই তৈরি আছে।' কালিয়াগঞ্জের মাটিতে দাঁড়িয়ে এভাবেই তৃণমূল ও বিজেপিকে আক্রমণ করলেন রায়গঞ্জ আসনের বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ পরিস্থিতি নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী ভিক্টর বলেন, 'বাম আমলে স্কুল ছিল, শিক্ষা ছিল, বইপত্র ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ছাত্রছাত্রীদের পায়ে চকচকে জুতো হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা, বইপত্র সব ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে। আজকের ছোট শিশুরা যখন বড় হবে তখন ওদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হবে। তাই মমতা আজকের স্কুল ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের উপর জুতোর বাড়ি মারছেন।' শুক্রবার দুপুরে কালিয়াগঞ্জ নজমূ নাট্য নিকেতনে লাল ও হাত চিহ্নের ঝান্ডার মিশেলে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সভা করেন আলি ইমরান রমজ। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত, বর্ষীয়ান বাম নেতা ভারতেন্দ্র চৌধুরী সহ বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্ব।

তৃণমূল ও বিজেপি ছেড়ে কিছু পরিবার এদিন কংগ্রেসে যোগদান করে। কর্মসূচি শেষে ভিক্টর ভবানী মন্দির এলাকায় প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

এদিন কাণায় কাণায় ভরা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, 'মোদিকে খুশি করতে গিয়ে সম্প্রতি মালদায় রাহুল গান্ধির গাড়ি ভেঙেছিল তৃণমূল। আমাদের মূল লড়াই হবে বিজেপির বিরুদ্ধেই। বিজেপির প্রার্থী কার্তিক পাল তৃণমূলে থাকতে কাটমানি ও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে ছিলেন। আর কৃষ্ণ কল্যাণী বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেয়ায় তাঁর আমও গেল ছালাও গেল।' কালিয়াগঞ্জের দলবদলু বিজেপি বিধায়ককে আক্রমণ করে মোহিত বলেন, 'বিজেপি এখন বলছে ভূমিপুত্র প্রার্থী চাই। তাহলে ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সৌমেন রায়কে ওরা প্রার্থী করল কেন? সৌমেন, কৃষ্ণ কল্যাণীরা দু'জনেই বিজেপির টিকিটে জিতে নিজেদের পকেটের উন্নয়নের জন্য তৃণমূলে গিয়েছিল।'

ভোটবাদ্যি

# ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িতে অগ্নিমিত্রা

**মেদিনীপুর, ২৯ মার্চ :** মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের শালবনি থানার জামদারগড় গ্রামে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের খড়ের গাদা, গোয়াল, খড়ের চালায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি বুধবার রাতে ঘটেছে। শুক্রবার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান মেদিনীপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল।

তাঁর অভিযোগ, বগটুইয়ে যেভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, একই কায়দায় এখানকার বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা হয়েছে। পরিবারগুলির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। সেইসঙ্গে শাসকদলের স্থানীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে শালবনি থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন।


**রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা এজেন্সী**
**ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি**
এক্সেলেন্স ইন অ্যাসেসমেন্ট

IIM BODH GAYA
IIM JAMMU

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन
একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার

**জন-বিজ্ঞপ্তি**
**তারিখ : ২২শে মার্চ, ২০২৪**
**ম্যানেজমেন্টের দ্বারা যৌথ সমন্বিত প্রোগ্রামের জন্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ২০২৪**

দ্য ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এন.টি.এ.) এর দ্বারা পরিচালিত ৫-বছরের ম্যানেজমেন্টের সমন্বিত প্রোগ্রামের জন্য জে.আই.পি.এম.এ.টি. ২০২৪ আই.আই.এম. বোধগয়া এবং আই.আই.এম. জম্মুর শিক্ষাবর্ষ ২০২৪-২৫ ভর্তির জন্য পরীক্ষা নেওয়া হবে, নিম্নলিখিত বর্ণনা অনুসরণ করে :-

| | |
|---|---|
| অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেওয়ার তারিখ | ২২ মার্চ, ২০২৪ থেকে ২১ মার্চ এপ্রিল ২০২৪ (বিকেল ৫টা অবধি) |
| অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফি জমা দেওয়ার তারিখ | ২২ এপ্রিল ২০২৪ (রাত্রি ১১:৫০ অবধি) |
| ফর্ম সংশোধনের তারিখ | ২৩ এপ্রিল ২০২৪ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০২৪ (রাত্রি ১১:৫০ অবধি) |
| পরীক্ষার তারিখ | ৬ জুন ২০২৪ (বৃহস্পতিবার) |
| পরীক্ষার পদ্ধতি | কম্পিউটার বেসড টেস্ট (সিবিটি) |
| প্রশ্নপত্রের ধরন | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন |

পরীক্ষার্থীদের ১০+২/XII/এইচএসসি/পিইউসি পরীক্ষায় (কলা/কমার্স/বিজ্ঞান/ডিপ্লোমা) বিভাগে ৬০ শতাংশ (৫৫% এসসি/এসটি/পিডব্লিউডি/তৃতীয় লিঙ্গের) ২০২২, ২০২৩ সালের মধ্যে উত্তীর্ণ হতে হবে। ২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। পরীক্ষার্থীদের দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ৬০% (৫৫% এস.সি./এস.টি./পি.ডব্লিউ.ডি/তৃতীয় লিঙ্গ পরীক্ষার্থীদের) উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যিক। পরীক্ষার স্কিম/সময়কাল/মাধ্যম/সিলেবাস, যোগ্যতার মানদণ্ড, সম্ভাব্য তথ্য, সংরক্ষিত আসন, পরীক্ষাকেন্দ্র, প্রয়োজনীয় তারিখ ইত্যাদি https://exams.nta.ac.in/JIPMAT/ইনফরমেশন বুলেটিনে দেওয়া হয়েছে। যেসব পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারা জে.আই.পি.এম.এ.টি ২০২৪ পরীক্ষার খুঁটিনাটি ইনফরমেশন বুলেটিন থেকে পড়ে নেয়। অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য https://exams.nta.ac.in./JIPMAT/ এই লিঙ্কে যেতে হবে। পরীক্ষার ফি অনলাইন মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে এস.বি.আই এবং এইচ.ডি.এফ.সি ব্যাংকের পেমেন্ট গেটওয়ের নেট ব্যাংকিং/ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড/ইউ.পি.আই. এর মাধ্যমে।
পরীক্ষার্থীদের এন.টি.এ. ওয়েবসাইটের https://exams.nta.ac.in/JIPMAT/ সংযোগে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষার্থীর এন.টি.এ. কে কিছু লেখার হলে Jipmat@nta.ac.in মেইল করতে হবে অথবা কল করতে হবে ০১১-৪০৭৫৯০০০.

স্বা/-
সিনিয়ার ডিরেক্টর (প্রোগ্রামস)

CBC 21354/12/0017/2324

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

**হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন**
**৯০৬৪৮৪৯০৯৬**
**এই নম্বরে**

উত্তরবঙ্গের আস্থার আত্মীয়
**উত্তরবঙ্গ সংবাদ**


সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

## আশ্রমপাড়ায় খুলছে এনসিবি'র আঞ্চলিক কার্যালয়

# মাদকচক্র রুখতে পদক্ষেপ

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** গত কয়েক বছরে উত্তরবঙ্গে মাদকের কারবার অনেকটাই বেড়েছে। বিশেষ করে শিলিগুড়িকে ঘাঁটি করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় মাদকের জাল ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। করোনা পরবর্তী সময় থেকে এই কারবার অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। রাজ্য পুলিশ বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে। এমন চক্র তৈরি হয়েছে, যারা জাল নথি তৈরি করে মাদক কারবারিদের জামিন পর্যন্ত করিয়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে উত্তরে মাদক কারবার রুখতে শিলিগুড়িতে আঞ্চলিক কার্যালয় খুলছে নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো অফ ইন্ডিয়া (এনসিবি)। আগামী সপ্তাহেই শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়ায় কার্যালয় চালু হওয়ার কথা।

নতুন অফিসের জন্য বেশ কিছু আধিকারিককে পাঠানোও হয়েছে শিলিগুড়িতে। বর্তমানে এখানে একজন ইনস্পেকটর, দুজন সাব-ইনস্পেকটর, ফোর্স সহ একাধিক এনসিবি কর্মীর পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদমর্যাদার আধিকারিক শিলিগুড়িতে এসে নতুন দপ্তরের কাজ পরিদর্শনও করে গিয়েছেন। আগামী সপ্তাহে এনসিবি'র পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে নতুন কার্যালয়ে কাজ শুরু হবে। এনসিবি'র এক কর্তা বলছেন, 'উত্তরবঙ্গের জন্যে টিম শক্তিশালী করা হচ্ছে। তাই নতুন দপ্তর খোলা হচ্ছে। মাদকের কারবার রুখতেই এই পদক্ষেপ।'

একদিকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত নেপাল, আরেকদিকে বিহার। পা বাড়ালেই অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়। ভুটানও কার্যত ঘরের কাছে। চিকেন নেক হওয়ায় এমনিতেই মাদক কারবার এখানে ওপেন সিক্রেট। কিন্তু গত কয়েকবছরে যেভাবে শিলিগুড়ি হয়ে মাদকের রমরমা বেড়েছে, তাতে উদ্বেগ বাড়ারই কথা। খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি সহ সীমান্ত এলাকার ঘরে ঘরে গড়ে উঠেছে মাদক শিল্প। আর সেই শিল্পকেই সমূলে উৎখাত করতে চাইছে এনসিবি।

**তৎপরতা তুঙ্গে**

- গত দু'বছরে শিলিগুড়ি শহর থেকে ২১০ জন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
- প্রায় ৫০ কেজি ব্রাউন সুগার, ১২২৯ কেজি গাঁজা, ১৭৮০০ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে
- নতুন কার্যালয়ে একজন ইনস্পেকটর, দুজন সাব-ইনস্পেকটরকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে

গত দুই বছরে শিলিগুড়ি শহর থেকে মাদক কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ২১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৫০ কেজি ব্রাউন সুগার, ১২২৯ কেজি গাঁজা, ১৭৮০০ বোতল কাফ সিরাপ, ১২০০০ পিস ট্যাবলেট, ১৫০০ লিটার মদ। সেইসঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ২৪ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা।

এর বাইরে মহকুমা এলাকাগুলিতেও পুলিশ এবং এসটিএফ গত কয়েকদিনে প্রচুর মাদক উদ্ধার করেছে। দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই মাদক আসছে মুর্শিদাবাদ ও মালদা থেকে। কিছু ক্ষেত্রে মাদক আসছে মুম্বই, কলকাতা, অসম, মণিপুর থেকেও। মূলত শিলিগুড়িকে ঘাঁটি করেই উত্তরের অন্য এলাকাগুলিতে মাদকের কারবার চলছে। সম্প্রতি এই রিপোর্ট গিয়েছে কেন্দ্রের কাছে। দেখা যাচ্ছে, বাইরের থেকে মাদক আসায় ক্যারিয়াররা ধরা পড়লেও মূল মাথাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই করা যাচ্ছে না। ফলে তারা ফের নতুন নতুন ক্যারিয়ারদের পাঠাচ্ছে। সেই কারণেই উত্তরবঙ্গে মাদকের কারবারে রাশ টানতে শিলিগুড়িতে আঞ্চলিক কার্যালয় খুলে নজরদারি চালাতে চাইছে এনসিবি।

## বাজেয়াপ্ত ব্রাউন সুগার, গ্রেপ্তার ৩

**খড়িবাড়ি, ২৯ মার্চ :** পৃথক দুটি অভিযানে প্রায় ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ৩ মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল এসএসবি। খড়িবাড়ি পুলিশ তাদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠায়। ধৃতদের নাম সুরাই হাঁসদা, ভাইয়া মুর্মু ও জিতেশ শেরপা। ধৃত সুরাই ও ভাইয়ার বাড়ি খড়িবাড়ির চর্নাজোতে, জিতেশ নেপালের বাসিন্দা।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকায় এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা পৃথক দুটি অভিযান চালান। খড়িবাড়ির খয়েরমণিজোত সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহভাজন দুই তরুণকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। বাজেয়াপ্ত হয় ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। অন্যদিকে, পানিট্যাঙ্কি দুধগেট এলাকা থেকে ৯৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ আরেক তরুণকে আটক করে এসএসবি। আটক তিনজনকে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শুক্রবার আদালত ধৃতদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

## মনোনয়নপত্র আরও দুজনের

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** দার্জিলিং লোকসভা আসনে বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামা ছাড়াও আরও দুজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে এসইউসিআই-এর ডাঃ শাহরিয়ার আলম রয়েছেন। নির্দল হিসাবে ভূপেন্দ্র লেপচা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

শাহরিয়ার জানিয়েছেন, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্নীতির কথা তুলে ধরার পাশাপাশি শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের বার্তা নিয়েই তাঁরা জনগণের কাছে ভোট চাইছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন থানে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, থানে - এর এক বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা সচীন মহাজন - কে 06.01.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99G31311 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি যা আমার এবং আমার পরিবারের কাছে খুবই আনন্দদায়ক একটি ব্যাপার। এটি আমাদের সকলকে অনেক আনন্দ দিয়েছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এরকম একটি সুবর্ণ সুযোগ দিয়ে কোটিপতি বানানোর জন্য।" ডিয়ার লটারির ড্র সরাসরি লাইভ-এ দেখানো হয়।


# পুলিশ হেপাজতে বাবা

**বাগডোগরা, ২৯ মার্চ :** নিজেরই বাবার যৌন লালসার শিকার ছিল ওই কিশোরী। স্থানীয়দের কথায়, বাড়ির পরিবেশ খুব একটা ভালো কোনওদিনই ছিল না। নিজের সন্তানের ওপর বাবা যৌন নির্যাতন চালাত, সেটা ভাবেননি কেউই। বিষয়টি জানতেন না নির্যাতিতার দাদাও বলে দাবি।

শুক্রবার বাগডোগরা থানা এলাকার ওই গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, বৃহস্পতিবারের রেশ কাটেনি। ঘটনায় প্রতিবেশীরাও হতবাক। কিশোরীর বাড়ির পরিবেশটাও কিছু আলাদা নয়। বোনের ওপর বাবা প্রতিদিন যৌন নির্যাতন করত, সে বিষয়ে মা জানলেও দাদা পুরোপুরি অন্ধকারে ছিলেন। এমনটাই দাবি কিশোরীর দাদার। বৃহস্পতিবার বাড়িতে এতকিছু যখন ঘটছিল, তখন তিনি বাগডোগরায় একটি গ্যারাজে কাজ করছিলেন। তাঁর কথায়, 'বোনের ওপর নির্যাতনের ঘটনার বিষয়ে কিছু জানতাম না। বৃহস্পতিবার দুপুরে পাড়ার লোকজন যখন বাড়িতে এসে বাবাকে মারধর করছিল, তখন আমি বাগডোগরায় ছিলাম। এক বন্ধু আমাকে খবর দেয়, শুনে থানায় যাই।'

তিনি আরও বলেন, 'শুক্রবার সকালে নিজের হাতে রান্না করে মা আর বোনের জন্য থানায় নিয়ে গিয়েছিলাম।' বাগডোগরা থানার ওসি পার্থসারথি দাস জানান, কিশোরীর বাবার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করে শুক্রবার আদালতে তোলা হয়। ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ মিলেছে। মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখন সে মেডিকেল কলেজে ভর্তি রয়েছে। সঙ্গে রয়েছেন তার মা। শুক্রবার সরকারি ছুটি থাকায় পরীক্ষা করা হয়নি। শনিবার পরীক্ষা হবে।

**মেডিকেলে ভর্তি কিশোরী**

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার কিশোরীর চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা বিষয়টি টের পান। পাড়ার মহিলারা প্রথমে বাবাকে ধরে গণধোলাই দেওয়া শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে যায়। পরে কিশোরীর মা বাগডোগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। স্থানীয় বাসিন্দা সুমিত্রা সাহা জানান, ওই বাড়িটির পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা। বাড়িতে চোলাই মদের কারবার চলত। পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে চোলাই নষ্ট করে দিত। পাড়ার মহিলার এককাট্টা হয়ে প্রতিবাদ করেও কোনও লাভ হয়নি।

## দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপিতে অনৈক্যের ছবি বেআব্রু

# দু'ঘণ্টা পর শুরু নির্বাচনি বৈঠক

কার্তিক দাস

**খড়িবাড়ি, ২৯ মার্চ :** ভোটের মুখে 'বিরোধ' মিটছে না বিজেপিতে, যা অব্যাহত থাকল ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনি বৈঠকেও। শুক্রবার খড়িবাড়ির পিডব্লিউডি মোড়ের কমিউনিটি হলে ছিল বিজেপির এই বৈঠকটি। তাতে সাত মণ্ডল সভাপতি উপস্থিত থাকলেও গরহাজির ছিলেন অধিকাংশ বুথ সভাপতি এবং শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ। তার মধ্যে আবার মাইক সমস্যার দোহাই দিয়ে নির্ধারিত সময়ের দু'ঘণ্টা পর বৈঠক শুরু হওয়ায় অনেকেই মাঝপথে বাড়ির পথ ধরেন, যা নিয়ে কার্যত অস্বস্তিতে পড়তে হয় নেতৃত্বকে।

খড়িবাড়ির পিডব্লিউডি মোড়ের কমিউনিটি হলে সাংগঠনিক বৈঠক। শুক্রবার।

যদিও তা মানতে নারাজ শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল। তিনি বলেন, 'ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার নেতৃত্বকে নিয়ে এদিন বৈঠকে লোকসভা নির্বাচনের রূপরেখা নির্ধারণ ও কীভাবে নির্বাচন পরিচালিত হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দলে কোনও বিরোধ নেই।'

রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিধানসভা ক্ষেত্রভিত্তিক বৈঠক করছে বিজেপি। একেই প্রার্থীর নাম দেরিতে ঘোষিত হওয়ায় প্রচারে ঝড় তোলা যাচ্ছে না, তার মধ্যে প্রতিটি বৈঠকে গরহাজির থাকছে শাসক গোষ্ঠীর বিরোধীরা। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে দলেই। এদিন ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনি বৈঠকে হাজির ছিলেন দলের সাতটি মণ্ডলের সভাপতি, শাখা সংগঠনের পদাধিকারী ও বুথ সভাপতিরা। তাঁদের নিয়ে দুই পর্যায়ে বৈঠক করা হয়। প্রথম পর্যায়ের বৈঠক সকাল ১০টা থেকে শুরুর কথা থাকলেও তা শুরু হয় দুপুর সওয়া ১২টায়। স্বাভাবিকভাবেই দলীয় নেতাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়।

যদিও বিজেপির ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু শুরুতেই বলেন, 'মাইক সমস্যার জন্য অনুষ্ঠান দেরিতে শুরু করা হল।' এদিনের বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়, ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু।

বুথ স্তর থেকে মণ্ডল কমিটি সহ বিভিন্ন শক্তি কেন্দ্র থেকে শাখা সংগঠনকে কীভাবে লোকসভা নির্বাচনে প্রচার চালাতে হবে এবং রণনীতি কী হবে তা নিয়ে এদিনের বৈঠকে খোলামেলা আলোচনা হয়।

সূত্রের খবর, হর্ষবর্ধন শ্রিংলাকে দার্জিলিং লোকসভা আসনে দলীয় প্রার্থী না করায় বেশ কিছু নেতা-কর্মী-সমর্থকের মধ্যে প্রচারে অনীহা দেখা দিয়েছে। এবিষয়ে ফাঁসিদেওয়া বিধায়কের দাবি, 'কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যোগ্য প্রার্থীকেই ওই আসনে টিকিট দিয়েছে। এতে দলের ভোটে প্রভাব পড়বে না। বিজেপি রাজ্যে ৩৫টি আসনই পাবে।'

# 'একঘরে' শ্রিংলার সঙ্গীরা

সানি সরকার

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** ময়দানে 'পচা শামুক' শব্দটি প্রচলিত। মূলত হারজিত-এর ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। এখন এই শব্দ নিয়ে আলোচনা চলছে শিলিগুড়ির বিজেপিতে।

দলীয় নির্দেশ না থাকার পরেও আগ বাড়িয়ে হর্ষবর্ধন শ্রিংলার হয়ে যাঁরা মাঠে নেমেছিলেন, তাঁদের নিয়েই এখন পচা শামুকের গল্প শিলিগুড়ির শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবনে। পুনরায় রাজু বিস্ট প্রার্থী হওয়ায় তাঁরা যে 'একঘরে' বুঝতে পারছে শাসক বিরোধী গোষ্ঠীও। তবে লোকসভা ভোটের অঙ্কে সকলকে নিয়ে চলতে চাইছে শাসক গোষ্ঠী। চেষ্টা চলছে দূরত্ব ঘুচিয়ে দেওয়ার।

মেডিকেল মণ্ডল-৪'এর ইনচার্জ বাপ্পা সাহা যেমন বলছেন, 'দলে ছিলাম, আছি এবং থাকব। তবে নির্বাচন সংক্রান্ত এখনও কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। দিলে একজন কর্মী হিসেবে সেই দায়িত্ব পালন করব।'

**'পচা শামুক'**

- শ্রিংলা প্রার্থী হবেন ভেবে অনেকেই তাঁর সঙ্গে ভিড়েছিলেন
- এখন রাজু বিস্ট প্রার্থী হওয়ায় তাঁদের অনেকেই লজ্জায় যেতে পারছেন না
- বিধানসভা ক্ষেত্রভিত্তিক বৈঠকে অনেকে থাকছেন না
- শাসক গোষ্ঠী অবশ্য সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে চলতে চাইছে
- ভোটের আগে তাই পচা শামুকের গল্প পদ্ম শিবিরে

প্রাক্তন বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা নাকি বর্তমান সাংসদ রাজু বিস্ট, কে হবেন দার্জিলিং কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী, তা নিয়ে যেমন রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ছিল, তেমনই শিলিগুড়ির বিজেপিও কার্যত দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। মূলত বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর যাঁরা বিরোধী, তাঁদের অনেকেই শ্রিংলার পাশে থেকেছিলেন। যদিও প্রতিটি কর্মসূচি হয়েছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নামে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে যেহেতু শ্রিংলার নাম ভেসে উঠেছিল এবং তাঁর সঙ্গে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর কয়েকজনকে দেখা গিয়েছে, তাই তা অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। শেষপর্যন্ত প্রার্থী বদলের প্রথা ভেঙে বিস্টকেই টিকিট দেয় বিজেপি।

আর এতেই মনমরা হয়ে পড়ে বিরোধী গোষ্ঠী। তাঁদের অবস্থাটা এখন 'না ঘরকা না ঘাটকা'র মতো। নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কর্মসূচিতে তাঁরা তেমনভাবে ডাক পাচ্ছেন না, আবার ডাক পেলেও 'লজ্জা'য় যোগ দিতেও পারছেন না। একারণেই ভোটের ময়দানে তাঁরা অনুপস্থিত। তাই টিকিট পেয়ে যেদিন শিলিগুড়িতে ফিরলেন বিস্ট, সেদিন তাঁদের দেখা যায়নি। বিধানসভা ক্ষেত্রভিত্তিক যে বৈঠকগুলি হচ্ছে, সেখানেও তাঁরা থাকছেন না। গুরুত্ব না পাওয়ার কথা তাঁদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেছেন। বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা শ্যামল সরকারের কথায়, 'দল কোনও কাজ দিচ্ছে না। তাই কোনও কর্মসূচিতে থাকছি না।'

বিজেপি সূত্রে খবর, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে দ্বন্দ্ব মেটাতে তৎপর হয়ে উঠেছে জেলা নেতৃত্ব। প্রতিটি বুথে যাতে সাফল্য পাওয়া যায়, তাই একসঙ্গে চলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সকলে মিলে যাতে কাজ হয়, সেটা চাইছেন বিস্টও। তাই শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলছেন, 'কোনও বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নেই। সকলকেই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। সকলেই কাজ করছেন।'

## কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে ফের চর্চায় বিনয়

ভাস্কর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মণীশ তামাংয়ের নাম সামনে আসতেই মুখ খুলেছিলেন কংগ্রেস নেতা বিনয় তামাং। এমনকি, দল ছাড়ারও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিনয়। যদিও বিনয় তামাংকে পাশে নিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নির্বাচন করা উচিত বলে মনে করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন, 'বিনয় তামাং কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। বিষয়টি আমি জানি না। এআইসিসি তাদের মতো করে ভাবনাচিন্তা করছে।'

এদিকে সূত্রের খবর, বিনয়ের ক্ষোভ প্রকাশের পর কংগ্রেস আবার নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছে। সেক্ষেত্রে বিনয়ের নাম ফের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে উঠে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়া জোটে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মণীশ তামাংয়ের নাম প্রস্তাব করেছিলেন হামরো পার্টির নেতা অজয় এডওয়ার্ড। কংগ্রেস হাইকমান্ডের তরফে মণীশকে দলে যোগ দেওয়ানো ও তাঁকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন কংগ্রেস নেতা বিনয় তামাং। বিনয় পরিষ্কার জানিয়ে দেন, এই নির্বাচনে মণীশ তামাংকে তিনি সমর্থন করছেন না।

বিনয়ের এই ঘোষণায় নতুন করে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বের কপালে। এদিন বিকেলে অজয় এডওয়ার্ড দিল্লি থেকে ফিরে বিনয়ের ক্ষোভ প্রসঙ্গে বলেন, 'এটা কংগ্রেসের নিজস্ব ব্যাপার। দলের নেতৃত্ব এই সমস্যার সমাধান করবে। আমি কংগ্রেসের লোক নই। বিনয় দাজুর উচিত দলের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলা।' যদিও এদিন বিনয় এই বিষয়টি নিয়ে আর কোনও মন্তব্য করেননি।

এদিকে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণীশ তামাংকে দলের প্রার্থী করা হলে কংগ্রেসের নীচুতলার নেতারা কতটা প্রচারে নামবেন, সেটা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, সিপিএমও মণীশকে প্রার্থী করার খবরে খুশি নয়। কর্মীদের কথায়, কোনও পরিচিত মুখকে দলের প্রার্থী করা হলে ভালো হত। তবে বিনয় তামাংয়ের আপত্তির পর কংগ্রেস কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই এখন দেখার।

সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য শংকর মালাকার বলেন, 'রবিবার বিকেলে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে। তখনই জানা যাবে, দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে এবার দলের তরফে কে প্রার্থী হচ্ছেন।'

রোদ ঝলমলে সকালে পাতা তোলার ব্যস্ততা। দাগাপুর চা বাগানে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

## ফের চুরি বাড়িতে

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** দিনকয়েক আগেই ফুলবাড়িতে এক রাতে অনেকগুলো বাড়িতে চুরির অভিযোগ উঠেছিল। এখনও পর্যন্ত সেই ঘটনার কিনারা হয়নি। তদন্ত চলছে। ফের একই কায়দায় বৃহস্পতিবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকার বাড়িভাসায় বেশ কয়েকটি বাড়িতে চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে এল। বাদ যায়নি এলাকার স্ট্রিট লাইটও। শুক্রবার সকালে ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আতঙ্ক ছড়ায়।

বাসিন্দারা জানালেন, চার-পাঁচটি বাড়ি থেকে নগদ অর্থ, মোবাইল সহ বিভিন্ন জিনিস উধাও। এর আগেও এখানে এধরনের ঘটনা ঘটেছে দাবি তাঁদের। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

## নির্বাচনি সভা

**চোপড়া, ২৯ মার্চ :** লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুক্রবার তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে নির্বাচনি সভা হল। সংগঠনের ব্লক নেত্রী আসমাতারা বেগম পরে জানান, ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় বুথভিত্তিক প্রচার শুরু হয়েছে। এদিন সেটা নিয়েই আলোচনা হল।

# নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওলটাল লরি

**খড়িবাড়ি, ২৯ মার্চ :** খড়িবাড়িতে শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পাথরবোঝাই একটি লরি। খড়িবাড়ির ডুমুরিয়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। লরিটি বাগডোগরা থেকে খড়িবাড়ি হয়ে বিহার যাওয়ার পথে খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উলটে যায়। লরির চালক মহম্মদ মুসলিম জানান, গাড়িতে বাগডোগরা থেকে পাথর লোড করে বিহারের বাহাদুরগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। খড়িবাড়ি ডুমুরিয়া এলাকায় উলটোদিক থেকে আসা একটি চারচাকার গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উলটে যায় লরিটি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ এলাকায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

## শ্লীলতাহানির অভিযোগ

**জলপাইগুড়ি, ২৯ মার্চ :** নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই নাবালিকার প্রতিবেশী। পকসো আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার, হোলির দিন। নাবালিকার পরিবারের তরফে অভিযোগ, ওই দিন দুপুরে অভিযুক্ত রং দেওয়ার অছিলায় নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি করে। পরিবারের মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। অন্যদিকে, মহিলা থানায় অভিযুক্ত ব্যক্তির মেয়ে পালটা শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেন ওই নাবালিকার বাবার বিরুদ্ধে।

## বোমা উদ্ধার

**চোপড়া, ২৯ মার্চ :** চোপড়ার কালাগছে একটি চা বাগান থেকে বোমা উদ্ধার হল শুক্রবার দুপুরে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সেটা উদ্ধার করে। খবর ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের জনবসতিতে। তাঁদের আশঙ্কা, বাগান কিংবা সংলগ্ন এলাকায় এরকম আরও বোমা থাকতে পারে। তাই পুলিশ-প্রশাসনকে নজরদারির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ঘটনাপ্রসঙ্গে চোপড়া থানার আইসি অমরেশ সিংহ বলেন, 'এলাকার চা বাগান চত্বর থেকে এদিন একটি নিষ্ক্রিয় বোমা উদ্ধার হয়েছে।' ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানান তিনি।

## রেশমার ইস্তফা

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** হামরো পার্টির দার্জিলিং মহকুমা সচিব রেশমা গুরুং দল থেকে ইস্তফা দিলেন। শুক্রবার তাঁর ইস্তফাপত্র দলের সভাপতি অজয় এডওয়ার্ডকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পদত্যাগের কারণ জানাননি রেশমা। তবে, দলের একাংশ মনে করছে, হামরো পার্টির ইন্ডিয়া জোটে শামিল হওয়া রেশমা মেনে নিতে পারেননি বলেই ইস্তফা দিলেন। বুধবারই দিল্লিতে গিয়ে ইন্ডিয়া জোটে নাম লিখিয়েছেন অজয়। এর পরেই দলের অন্দরে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

## আজ টিভিতে

মেস থেকে একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও দুর্গা দেখেন পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গা কি পারবেন মেয়েটার প্রাণ ও সম্মান বাঁচাতে? **আদালত ও একটি মেয়ে** সোম থেকে শনি রাত ৮টায় **আকাশ আটে**।

### ধারাবাহিক

**জি বাংলা :** বিকেল ৪.৩০ ঘরে ঘরে জি বাংলা, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ যোগমায়া, ৬.৩০ কার কাছে কই মনের কথা, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ আলোর কোলে, ৯.৩০ দাদাগিরি সিজন ১০

**স্টার জলসা :** বিকেল ৫.৩০ রামপ্রসাদ, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ লাভ বিয়ে আজকাল, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

**কালার্স বাংলা :** সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ টুম্পা অটোওয়ালি, রাত ৮.০০ রাম কৃষ্ণা, ৮.৩০ শিবশক্তি, ৯.০০ নীর্জা, ৯.৩০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ ব্যোমকেশ

**আকাশ আট :** সন্ধ্যা ৬.৩০ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-অনুরাধা, রাত ৮.০০ আদালত ও একটি মেয়ে, ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

### সিনেমা

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ বিদায়, দুপুর ১.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, বিকেল ৪.০০ নবাব নন্দিনী, সন্ধ্যা ৭.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.০০ সখী তুমি কার

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.০০ অ্যাডভেঞ্চার্স অফ জোজো, দুপুর ১২.৩৫ রাখী পূর্ণিমা, বিকেল ৩.৩৫ বলো না তুমি আমার, সন্ধ্যা ৭.০০ গোত্র, রাত ১০.০০ সাবধান ইন্ডিয়া

**জি বাংলা সিনেমা :** দুপুর ১২.৩০ অভিমন্যু, বিকেল ৩.০৫ অভাগিনী, সন্ধ্যা ৬.০০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সন্ধ্যা ৭.৫৫ হাঁদা অ্যান্ড ভোঁদা, রাত ১০.২৫ হীরক রাজার দেশে

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ বিরোধ

**জি বাংলা সিনেমায় হীরক রাজার দেশে** রাত ১০.২৫-এ।

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ ইন্দ্রজিৎ

**স্টার মুভিজে** রাত সাড়ে ১০টায় **হোম অ্যালোন**।

## রাস্তা সারানো নিয়ে ধোঁয়াশা

# ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে সিকিমের জাতীয় সড়ক

সানি সরকার

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** ফের বন্ধ হচ্ছে সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। শনিবার সকাল ৬টা থেকে সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত জাতীয় সড়কটির রবিঝোরা থেকে ২৯ মাইল পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন। এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা শুক্রবার জেলা প্রশাসনের তরফে জারি করা হয়।

লিকুভির ও রবিঝোরা সহ কয়েকটি জায়গায় কাজ করার জন্য এই সিদ্ধান্ত বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে এখনও বরাদ্দ দেয়নি, সেখানে পুরোমাত্রায় কাজ হবে কী করে, উঠছে প্রশ্ন। ফলে স্পষ্ট, রাস্তাটি দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে কয়েকদিন ধরে যে দুর্ভোগ চলছে, তাতে ইতি ঘটছে না এখনই। বরং বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ উঠতে পারে বলে আশঙ্কা।

জাতীয় সড়কটির বাংলার অংশে রাজ্যের পূর্ত দপ্তর নাকি ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)-কার হাতে দায়িত্ব থাকবে, তা নিয়ে যেমন বিতর্ক রয়েছে, তেমনই মেরামতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ না মেলায় নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে জাতীয় সড়কটির ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় রয়েছে।

৪ অক্টোবর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে ত্রাস হয়ে উঠেছিল তিস্তা। তিস্তার গ্রাসে চলে যায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একটি বড় অংশ। ওই সময় দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের উদ্যোগে রাস্তা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় এনএইচআইডিসিএল-কে। পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করে দেয় কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পাহাড় যেমন কাটা হয়নি, তেমনই গার্ডওয়াল অসম্পূর্ণ রেখে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ফলে কয়েকদিনের বৃষ্টিতে পাহাড় থেকে ধস নামছে। লিকুভির এবং রবিঝোরায় এ ঘটনা ঘটায় এই জায়গা দুটিতে কিছু কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্যের পূর্ত দপ্তর। বিভিন্ন কাজের এস্টিমেট করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে পাঠানো হয়। কিন্তু শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত কাজের ছাড়পত্র বা বরাদ্দ পাওয়া যায়নি বলে জানান পূর্ত দপ্তরের এক ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বলছেন, 'বুঝতে পারছি না বরাদ্দ পাওয়া যাবে কি না। রাস্তাটির বেহাল অবস্থার জন্য কিন্তু সমালোচিত হতে হচ্ছে আমাদেরই।'

**পাহাড় পথে দুর্ভোগ**

- লিকুভির এবং রবিঝোরায় ধস নেমে বিপর্যস্ত সড়ক
- সিকিমের বিপর্যয়ের পর পাহাড় কেটে রাস্তা বানিয়েছিল এনএইচআইডিসিএল
- গার্ডওয়াল অসম্পূর্ণ রাখায় ধস নামছে বলে অভিযোগ
- বাধ্য হয়ে রাস্তা খুলেও আবার বন্ধ করতে হচ্ছে প্রশাসনকে
- শনিবার সকাল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত ঘুরপথে গাড়ি চলবে

এদিকে, ধসের জেরে পাহাড়ের উপর থেকে বোল্ডার পড়তে থাকায় গত শনিবার ঝুঁকি এড়াতে জাতীয় সড়কটি বন্ধ করে দেয় কালিম্পং জেলা প্রশাসন। রাস্তা বন্ধ রেখে ধসের মাটি-পাথর সরানোর কাজ চলে। কিন্তু পর্যটন এবং ভোটের কথা মাথায় রেখে বুধবার বিকেলে রাস্তাটি খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েকটি জায়গায় রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় বৃহস্পতিবার পাহাড় কাটার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ে পূর্ত দপ্তর। তীব্র যানজটে আটকে চরম ভোগান্তি হয় যাত্রীদেরও। তাই পাহাড় কাটার জন্য শনিবার সকাল ৬টা থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা রাস্তাটির রবিঝোরা থেকে ২৯ মাইল পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন।

কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি জানিয়েছেন, এই সময় রংপো থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ছোট গাড়ি চলাচল করবে মুনসাং-১৭ মাইল-আলগারা-লাভা-গরুবাথান হয়ে। পণ্যবাহী গাড়ি চলবে মেল্লি ব্রিজ-কালিম্পং টাউন-আলগারা-লাভা হয়ে।

রঙিন।। শিমুলগাছে বেনেবউ। ছবিটি তুলেছেন নিউ আলিপুরদুয়ারের রজত সাহা।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

# পঠনপাঠনের মানোন্নয়নের নির্দেশ স্বাস্থ্যকর্তার

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ুয়াদের দৈনিক ক্লাসে হাজিরা কমছে। বিশেষ করে করোনা পরবর্তী সময়ে এই হার একেবারে তলানিতে। ফলে চিকিৎসকদের গুণমান নিয়ে সন্দিহান খোদ স্বাস্থ্য দপ্তর। এই পরিস্থিতিতে এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নের নির্দেশ দিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) ডাঃ গোপালকৃষ্ণ ঢালি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন। পাশাপাশি মেডিকেলের চিকিৎসা পরিষেবা আরও ভালো করতে এবং সুপারস্পেশালিটি ব্লক হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ফাঁকিবাজির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এঁদের অধিকাংশই বাইরে থেকে আসেন। যে কারণে বহুদিন ধরেই ডাক্তারির (এমবিবিএস) একাধিক ক্লাস অধ্যাপকের অভাবে হচ্ছে না। কিন্তু তারপরও এখানকার অধ্যাপকরা বাড়তি ক্লাস করিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু করোনা পরবর্তী সময়ে পড়ুয়াদের মধ্যে ক্লাস করার প্রবণতা ক্রমশ কমেছে। ইদানীং পড়ুয়া না থাকায় ক্লাস না করিয়েই ফিরে যাচ্ছেন অনেক অধ্যাপক চিকিৎসক। এমন ঘটনা মাঝেমধ্যে ঘটছে বলে অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল।

কিন্তু কেন এমনটা হচ্ছে? ডিন অফ স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্তের বক্তব্য, 'সর্বত্রই এক অবস্থা। এটা শুধু উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সমস্যা নয়। আমরা ডাক্তারি পড়ুয়াদের বুঝিয়ে ধীরে ধীরে ক্লাসমুখী করার চেষ্টা করছি। কেউ যেন ক্লাস ফাঁকি না দেয়, সেই বার্তা মাঝেমধ্যেই দেওয়া হয়। তবে এটা ঠিক যে, আগের মতো পাঠ্যবই পড়ার প্রবণতা কমেছে। অনেকেই এখন বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করে সেখান থেকে স্টাডি মেটিরিয়াল পড়ছে। শুধু পরীক্ষায় কী আসতে পারে, সেটার ওপর নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। এই মানসিকতা থেকে পড়ুয়াদের বের করতে হবে।'

**বর্তমান অবস্থা**

- করোনা পরবর্তী সময়ে পড়ুয়াদের মধ্যে ক্লাস করার প্রবণতা কমেছে
- ক্লাস না করিয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে অনেক অধ্যাপক চিকিৎসককে
- হাজিরা নিয়ে অসন্তুষ্ট স্বাস্থ্য দপ্তরের ওএসডি
- হাসপাতালের রোগী পরিষেবা নিয়েও আলোচনা

এই বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন ওএসডি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেডিকেলে এসে তিনি কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা, হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক সহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধানকে নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি এখানকার প্রতিদিনের ক্লাসের হাজিরা নিয়ে রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

হাসপাতালের রোগী পরিষেবা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। জরুরি বিভাগে আরও চিকিৎসক সর্বক্ষণের জন্য দেওয়া, সেখানে শয্যাসংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দেন। পাশাপাশি সুপারস্পেশালিটি ব্লকের অন্তর্বিভাগ যেভাবে রয়েছে, সেটাই হস্তান্তরের জন্য বলেছেন ওএসডি।

ফ্যাশন উৎসব
STYLE BAAZAR
SALE UPTO
50% OFF*
2 পিস বাথ টাওয়েল
(MRP 499) পাবেন 99 টাকায়
1999 টাকার শপিং করলেই
মেলামাইন ডিনার সেট
(MRP 1499) পাবেন 199 টাকায়
2999 টাকার শপিং করলেই
ডাফেল ব্যাগ (MRP 2950)
পাবেন 199 টাকায়
4999 টাকার শপিং করলেই
মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার
Brands Available
FOR MEN
FOR LADIES
FOR KIDS
FOR HOME
ACTIVEWEAR
dozo
HOME FOCUS
corenerzy
Helpline: 7044419090
শীঘ্রই আসছে জেম্স লং সরনী, বেহালা
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার | ইসলামপুর | কালিয়াচক | কোচবিহার | চাঁচল | তুফানগঞ্জ | দিনহাটা | ধূপগুড়ী | পাকুয়াহাট | বালুরঘাট | মালবাজার | মালদা | রতুয়া | রায়গঞ্জ দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা | আরামবাগ
ইলামবাজার | উলুবেড়িয়া | এগরা | কলকাতা (গড়িয়াহাট, মেটিয়াবুরুজ, বাগুইআটি VIP রোড) | করিমপুর | কাঁচরাপাড়া | কাঁথি | কাটোয়া | কৃষ্ণনগর | কাকদ্বীপ | চুঁচুড়া | চাকদহ | ডানকুনি | দুর্গাপুর
ধুলিয়ান | নলহাটী | নৈহাটী | পান্ডুয়া | বাঁকুড়া | বনগাঁও | বারুইপুর | বোলপুর | বসিরহাট | বহরমপুর | বাগনান | মালঞ্চ | মেমারী | রঘুনাথগঞ্জ | রামপুরহাট | রানাঘাট | শ্রীরামপুর | সালকিয়া | সিউড়ী | সোদপুর
সিঙ্গুর | হাওড়া ময়দান | হাবড়া
QR কোডটি স্ক্যান করুন নতুন ফ্যাশন কালেকশনের জন্য

| Brand | Capacity | Offer Price |
|---|---|---|
| VOLTAS | 472 LTR | ₹ 49990* |
| Godrej | 564 LTR | ₹ 62990* |
| Godrej | 670 LTR | ₹ 87990* |
| Haier | 598 LTR | ₹ 61990* |
| Haier | 602 LTR | ₹ 71990* |
| Haier | 628 LTR | ₹ 95990* |
| Whirlpool | 677 LTR | ₹ 89990* |
| LG | 530 LTR | ₹ 76990* |
| LG | 650 LTR | ₹ 85990* |
| LG | 655LTR | ₹ 86990* |
| Haier | 328 LTR | ₹ 35990* |
| Haier | 355 LTR | ₹ 44990* |
| Haier | 358 LTR | ₹ 40990* |
| Haier | 445 LTR | ₹ 52990* |
| Godrej | 272 LTR | ₹ 29990* |
| Godrej | 308 LTR | ₹ 32990* |
| Godrej | 330 LTR | ₹ 34990* |
| LG | 308 LTR | ₹ 28990* |
| LG | 343LTR | ₹ 39990* |
| LG | 412 LTR | ₹ 40990* |
| LG | 423 LTR | ₹ 41990* |
| Whirlpool | 180 LTR | ₹ 13990* |
| Whirlpool | 192 LTR | ₹ 14990* |
| Whirlpool | 207 LTR | ₹ 18990* |
| Godrej | 185 LTR | ₹ 16990* |
| Godrej | 205 LTR | ₹ 17990* |
| Haier | 190 LTR | ₹ 15990* |
| Haier | 205 LTR | ₹ 18990* |
| LLOYD | 188 LTR | ₹ 16990* |
| LLOYD | 195 LTR | ₹ 17990* |
| LG | 185 LTR | ₹ 14990* |
| LG | 190 LTR | ₹ 17990* |

FREE Mixer Grinder (3 Jar)

| Brand | Capacity | Price |
|---|---|---|
| BLUE STAR | 199 L | ₹ 20990* |
| BLUE STAR | 310 L | ₹ 24990* |
| BLUE STAR | 484 L | ₹ 29990* |
| Godrej | 200 L | ₹ 22990* |
| Godrej | 300 L | ₹ 25990* |
| Godrej | 400 L | ₹ 28990* |
| Haier | 230 L | ₹ 24990* |
| Haier | 350 L | ₹ 28990* |
| Haier | 500 L | ₹ 37990* |
| VOLTAS | 205 L | ₹ 22990* |
| VOLTAS | 320 L | ₹ 26990* |
| VOLTAS | 500 L | ₹ 32990* |

# GREAT EASTERN TRADING CO.

**TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 84+ STORES**

**OUR LOCATIONS NEAR YOU**

**BRANCHES : DALHOUSIE (ONLY AV)** Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718, **SILIGURI** Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall - 84200 55257, **BAGDOGRA** Near Station More, Opp. Lower Bagdogra - 85840 38100, **RAIGUNJ** Near Sandha Tara, Bhawan - 85840 64028, **MALDA** Pranta Pally, N H 34 - 85840 64029, **BALURGHAT** B.T. Park, Tank More - 90739 31660, **JALPAIGURI** Siliguri Main Road, Beguntari - 98301 22859, **S.F. ROAD** Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road - 85840 64025, **KATWA-** Station Rd, near Ashirbad Lodge - 84200 55250, **COOCHBIHAR -** N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi - 97497 85485.

**OTHER BRANCHES :** GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURA, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH , UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, MALANCHA, DIAMOND HARBOUR, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR , MEMARI, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brands.

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ONIDA 1.5 Ton 2S Inv. EMI ₹ 2525 CASH BACK Upto ₹3,000/- | ONIDA 4 Ways 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 2525 CASH BACK Upto ₹3,000/- | ONIDA 1.5 Ton 5S Inv. EMI ₹ 2525 CASH BACK Upto ₹3,000/- | ONIDA 2 Ton 3S Inv. EMI ₹ 2525 CASH BACK Upto ₹3,000/- | Godrej 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 2525 CASH BACK Upto ₹3,000/- | Godrej 1.5 Ton 5S Inv. EMI ₹ 2525 CASH BACK Upto ₹3,000/- |
| Panasonic 1.5T - 3S Inv. EMI ₹ 1972 CASH BACK Upto ₹4,000/- | Panasonic 1.5 Ton 5S Inv. TU EMI ₹ 2305 CASH BACK Upto ₹4,000/- | Panasonic 1.5T - 5S Inv. AU EMI ₹ 2361 CASH BACK Upto ₹4,000/- | Panasonic Air Purifier 1.5 Ton 5S Inv. XU EMI ₹ 2416 CASH BACK Upto ₹4,000/- | Godrej 1.7 Ton 3S Inv. EMI ₹ 2525 CASH BACK Upto ₹3,000/- | Godrej 2 Ton 3S Inv. EMI ₹ 2525 CASH BACK Upto ₹3,000/- |
| VOLTAS 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 1888 CASH BACK Upto ₹4,000/- | VOLTAS Heavy Duty 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 1888 CASH BACK Upto ₹4,000/- | VOLTAS 1.5 Ton 5S Inv. EMI ₹ 1888 CASH BACK Upto ₹4,000/- | VOLTAS Heavy Duty 2 Ton 2S Inv. EMI ₹ 1888 CASH BACK Upto ₹4,000/- | BLUE STAR 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 2466 CASH BACK Upto ₹3,000/- | BLUE STAR 1.5 Ton 5S Inv. EMI ₹ 2416 CASH BACK Upto ₹3,000/- |
| BLUE STAR 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 2533 CASH BACK Upto ₹3,000/- | BLUE STAR 2 Ton 3S Inv. EMI ₹ 4075 CASH BACK Upto ₹3,000/- | HITACHI 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 2111 CASH BACK Upto ₹3,000/- | HITACHI 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 2166 CASH BACK Upto ₹3,000/- | HITACHI 1.5 Ton 5S Inv. EMI ₹ 2966 CASH BACK Upto ₹3,000/- | Haier 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 1993 CASH BACK Upto ₹6,000/- |
| Carrier 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 3050 CASH BACK Upto ₹4,000/- | Carrier Heavy Duty 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 3133 CASH BACK Upto ₹4,000/- | Carrier 1.5 Ton 5S Inv. EMI ₹ 2906 CASH BACK Upto ₹4,000/- | Carrier 2 Ton 3S Inv. EMI ₹ 3062 CASH BACK Upto ₹4,000/- | Haier 1.5 Ton 5S Inv. EMI ₹ 1993 CASH BACK Upto ₹6,000/- | Haier Heavy Duty 2 Ton 3S Inv. EMI ₹ 1993 CASH BACK Upto ₹6,000/- |
| LLOYD 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 2024 CASH BACK Upto ₹4,500/- | LLOYD Heavy Duty 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 2024 CASH BACK Upto ₹4,500/- | LLOYD 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 2024 CASH BACK Upto ₹4,500/- | LLOYD 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 2024 CASH BACK Upto ₹4,500/- | LLOYD 1.5 Ton 5S Inv. EMI ₹ 2024 CASH BACK Upto ₹4,500/- | LLOYD 1.5 Ton 5S Inv. EMI ₹ 2024 CASH BACK Upto ₹4,500/- |
| LLOYD 2 Ton 3S Inv. EMI ₹ 2024 CASH BACK Upto ₹4,500/- | Haier Heavy Duty 2 Ton 5S Inv. EMI ₹ 1993 CASH BACK Upto ₹6,000/- | LG 1.5 Ton 3S Inv. EMI ₹ 1999 CASH BACK Upto ₹3,000/- | LG 4 Ways 1.5 Ton 5S Inv. EMI ₹ 1999 CASH BACK Upto ₹3,000/- | LG 1.5 Ton 5S Inv. EMI ₹ 1999 CASH BACK Upto ₹3,000/- | LG 2 Ton 3S Inv. EMI ₹ 1999 CASH BACK Upto ₹3,000/- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ 36 L Offer Price ₹ 5900/- | BAJAJ 50 L Offer Price ₹ 8550/- | BAJAJ 67 L Offer Price ₹ 9050/- | HAVELLS 35 L Offer Price ₹ 5600/- | HAVELLS 51 L Offer Price ₹ 8500/- | USHA 35 L Offer Price ₹ 7100/- | USHA 45 L Offer Price ₹ 7500/- |

# GREAT EASTERN TRADING CO.

**TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 84+ STORES**

**OUR LOCATIONS NEAR YOU**

**BRANCHES : DALHOUSIE (ONLY AV)** Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718, **SILIGURI** Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall - 84200 55257, **BAGDOGRA** Near Station More, Opp. Lower Bagdogra - 85840 38100, **RAIGUNJ** Near Sandha Tara, Bhawan - 85840 64028, **MALDA** Pranta Pally, N H 34 - 85840 64029, **BALURGHAT** B.T. Park, Tank More - 90739 31660, **JALPAIGURI** Siliguri Main Road, Beguntari - 98301 22859, **S.F. ROAD** Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road - 85840 64025, **KATWA-** Station Rd, near Ashirbad Lodge - 84200 55250, **COOCHBIHAR -** N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi - 97497 85485.

**OTHER BRANCHES :** GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURA, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH , UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, MALANCHA, DIAMOND HARBOUR, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR , MEMARI, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands.

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

# সম্পাদকীয়

শনিবার, ১৬ চৈত্র ১৪৩০, ৩০ মার্চ ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৪ বর্ষ ■ ৩১০ সংখ্যা

## অন্য লড়াই

লড়াই শব্দটার অর্থ এবং ব্যাপ্তির নির্দিষ্ট সীমানা নেই। শোষণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের মোকাবিলায় লড়াই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আবার পুরোনো, জরাজীর্ণ সবকিছুর মধ্যে নতুনের সন্ধান করাও মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। পাথরে পাথর ঠুকে আগুন জ্বালানো থেকে শুরু করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন, সবই নতুনের খোঁজের লড়াই। সব লড়াইয়ে সাফল্য আসে না। তা সত্ত্বেও আমৃত্যু লড়াই মানবজাতির সবথেকে চেনা দুটি শব্দ।

বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং শিক্ষা সংস্কারক সোনম ওয়াংচুক সেরকমই একটি লড়াইয়ে নেমেছেন। কেন্দ্রশাসিত লাদাখকে রাজ্যের মর্যাদা এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে তিনি ২১ দিন অনশন করেন। লাদাখের নমনীয় বাস্তুতন্ত্র এবং জলবায়ুকে প্রভাবশালী খনি মাফিয়াদের বেলাগাম কারবারের হাত থেকে রক্ষা করার দাবিতেও লড়াই করছেন ওয়াংচুক। ২১ দিন ধরে হাড়কাঁপানো ঠান্ডার পরোয়া না করে তিনি এবং অগুনতি লাদাখবাসী যে আন্দোলন করেছেন, তা উপেক্ষা করার নয়।

সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে লাদাখের পাশাপাশি দেশের অন্য প্রান্তেও কিছু মানুষ আন্দোলন করেছিলেন। লাদাখের লে, কার্গিল প্রভৃতি এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হলেও তাঁদের জীবনযাত্রার মানের কোনও পরিবর্তন হয়নি। বরং যত সময় যাচ্ছে, তত তাঁদের সমস্যা বাড়ছে। তাই তাঁরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেতে মরিয়া। সোনম লাদাখবাসীর ওই দাবিকে সামনে রেখে লড়াইয়ে নেমেছেন। তিনি চান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে লাদাখের দাবিদাওয়া পূরণে দ্রুত সমাধানসূত্র বের করুন।

ওয়াংচুক এবং লাদাখের বাসিন্দাদের লড়াই বর্তমান ভারতের রাজনীতিতে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন যেমন ভারতের রাজনৈতিক চেতনা এবং মননে ধাক্কা দিয়েছিল, ঠিক তেমনই ওয়াংচুকদের লড়াই ভারতীয় সমাজের চেহারাকে আয়নায় দেখতে বাধ্য করছে। লাদাখের মানুষ গণতন্ত্র চাইছে। এমন একটি সময় তারা এই দাবি তুলছে, যখন ভারতের সংসদীয় বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

লোকসভা ভোটের ঠিক আগে দুর্নীতির অভিযোগে একজন মুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তার হলেন। দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসকে কর ফাঁকির অভিযোগে কোটি কোটি টাকার আয়করের নোটিশ পাঠানো হল। এতে গণতন্ত্রকে খুড়োর কলে পরিণত করার অভিযোগ উঠছে। সেই সময় লাদাখবাসীর গণতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলন নিঃসন্দেহে নাগরিক সমাজের উদ্দেশে একটি বার্তা।

লোকসভা ভোটের দামামা বেজে গেলেও সাধারণ ভোটাররা এখনও যেন রাজনীতি-নিস্পৃহ। গণ আন্দোলন যেন যখন ক্রমশ বিস্মৃতির গুদামঘরে তালাবন্ধ হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ওয়াংচুকদের লড়াই সব দিক থেকে একটি কড়া সতর্কবার্তা। তিনি ২১ দিনের অনশন প্রত্যাহার করেছেন ঠিকই, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির প্রবল উপেক্ষা এবং বলপ্রয়োগের মুখেও লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছু না হটার বার্তা দিচ্ছেন তিনি। যা যে কোনও লড়াইয়ের মূলমন্ত্র।

প্রতিপক্ষ কতটা প্রভাবশালী, কতটা দোর্দণ্ডপ্রতাপ, তার ওপর লড়াই নির্ভর করে না। প্রশ্নটা যখন দেশ এবং দশের স্বার্থ সম্পর্কিত, তখন উলটোদিকে কারা রয়েছেন, সেদিকে না তাকিয়ে আন্দোলন করাটাই দায়িত্বশীল নাগরিকের কাজ। সোনম দীর্ঘদিন ধরে লাদাখের সমস্যার প্রতিকারের দাবিতে সরব। নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা'রা দাবি করেন, ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ রদ এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে ভেঙে দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করে তাঁরা সঠিক কাজই করেছেন। সোনম ও লাদাখের মানুষের অনশন থেকে স্পষ্ট, সবকিছু ঠিকমতো চলছে না।

## অমৃতধারা

বুদ্ধিমাত্রেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে রত হয়। পৃথিবীর কিছু প্রাণী সংশ্লেষণ করে বা গড়ে, কিছু প্রাণী বিশ্লেষণ করে বা বিভাজন করে। একমাত্র মানুষই দুটোই করতে পারে। পিপীলিকা মাটি তুলে পাহাড় গড়ে, জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে। বীবর কাঠ জড়ো করে বাঁধ দেয়। পাখীরা বাসা বানায়। বাঁদর কিন্তু গড়তে পারে না, তারা সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে। তাদের একটি মালা দিয়ে দেখো, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেবে। বাঁদর কেবল ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করতে পারে। সত্যিকারের মানুষই একমাত্র ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে।মননশীল মানুষ জাগতিক পৃথিবীকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরম সত্য খুঁজে বার করে, আবার পরম সত্যকে জানলে সেই মানুষই তাকে আর সবকিছুর উৎসরূপে সংশ্লেষণ রত হয়।

-শ্রীশ্রী রবি শংকর

# দুই নীতি ও দুই সংস্কৃতির সহাবস্থান

অর্থমন্ত্রীর স্বামীর দাবি, নির্বাচনি বন্ড বৃহত্তম কেলেঙ্কারি। বিশ্বজুড়ে মতাদর্শবিরোধী দম্পতির মাঝে এই পরিবার অনন্য।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

নির্মলা সীতারামন এমনিতে মাদুরাইয়ের তামিল আয়েঙ্গার পরিবারের মেয়ে। পরাকলা প্রভাকর আবার অন্ধ্রপ্রদেশের তেলুগু ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। রাজধানীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে দুজনের প্রেম।

অর্থনীতিতে এমএ এবং এমফিল করার পর নির্মলা ভেবেছিলেন ভারত-ইউরোপ বাণিজ্য নিয়ে পিএইচডি করবেন। ততদিনে প্রেমিক সুযোগ পেয়েছেন লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে। পিএইচডি না করে নির্মলা চলে যান প্রভাকরের সঙ্গে লন্ডনে।

সেই প্রভাকর ক্রিকেটার বা বলিউড নায়কদের হারিয়ে টুইটারে ট্রেন্ড এখন। যিনি বলেছেন, 'নির্বাচনি বন্ড শুধু ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি নয়, গোটা বিশ্বেরও বৃহত্তম কেলেঙ্কারি। বন্ড কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর লড়াইটা আর দুই জোটের নয়। লড়াইটা বিজেপি বনাম ভারতীয় জনগণের।' দেশের অর্থমন্ত্রীর স্বামী যদি এমন বিস্ফোরিত কথা বলেন, তা হলে বিরোধীদের হাতে বড় অস্ত্র চলে আসে। এখন টিভি বা ওয়েবসাইটের সৌজন্যে বারবার দেখি একটা মন্তব্য-- অমুক নেতার বিস্ফোরক মন্তব্য, তমুক নেতা বিস্ফোরণ ঘটালেন। বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয় বিস্ফোরণের গুরুত্বই গিয়েছে কমে। প্রভাকরের এই কথাটা আসলে সত্যিকারের বিস্ফোরক।

তবে বিরোধীরা এত শতচ্ছিন্ন, এত সেটিং তত্ত্বের খেলায় অভ্যস্ত—'বেস্ট কোট অফ দ্য ইলেকশন' হয়তো পড়েই থাকবে অনাদরে। এবং বন্ড চালুর সময় প্রভাকরের স্ত্রী অর্থমন্ত্রী ছিলেন না।

দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলার স্বামী যা বলেছেন, তাতে তাঁদের সংসারে অশান্তির কথা মনে হতে পারে। ঘটনাটা কাউকে মনে করিয়ে দিতে পারে ফিরোজ গান্ধি-ইন্দিরা গান্ধির অসম্ভব টানাপোড়েনের কথা।

যে দুষ্টু প্রশ্নটা মাথায় চাড়া দেয়, তা এরকম। ফিরোজের অন্তর্তদন্তের দৌলতে যেভাবে নেহরুর অর্থমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল, পরাকলার বিশ্লেষণের ফলে কি চাকরি যেতে পারে অর্থমন্ত্রীর?

কোনও প্রশ্নই নেই। ইন্দিরা-ফিরোজের সমস্যাটা শুধু রাজনৈতিক নীতিকথার ছিল না। নৈতিক দ্বন্দ্বের সাম্পানকে ছাপিয়ে গিয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পর্কের অসম্ভব তিক্ততা।

পরাকলার অতীত যাঁরা জানেন, তাঁরা এই ঘটনায় আশ্চর্য হবেন না আদৌ। পরাকলা অতীতেও মোদির নীতিকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছেন ব্যঙ্গাত্মক রচনায়। আদ্যন্ত কংগ্রেসি পরিবারের ছেলে। তাঁর মা ছিলেন অন্ধ্রের এমএলএ। বাবা তিনবারের কংগ্রেসি মন্ত্রী। নির্মলার স্বামী প্রথমদিকে ছিলেন অন্ধ্র বিজেপির মুখপাত্র। ২০০৮ সালে যখন তেলুগু সুপারস্টার চিরঞ্জীবী প্রজারাজম পার্টি করলেন, তখন ভদ্রলোক হয়ে যান অন্যতম সচিব। ওই পার্টিটা তিন বছরেই উঠে যায়। সবাই তো আর এনটিআর বা এমজিআর নন। চিরঞ্জীবীর সঙ্গে খটাখটিও লাগে প্রভাকরের। তারপর থেকে প্রভাকর অন্ধ্রের নানা টিভি অনুষ্ঠান করে থাকেন। পরিচিত টিভি বিশেষজ্ঞ। মাঝে ২০১৪ থেকে ২০১৮, চন্দ্রবাবু নাইডুর মন্ত্রীসভায় কমিউনিকেশন অ্যাডভাইজারের দায়িত্বে ছিলেন। একেবারে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর তুল্য পদ।

ওই সময় টিডিপির সঙ্গে কেন্দ্রে বিজেপির জোটটা ভেঙে যায়। বিরোধীরা টার্গেট করেন প্রভাকরকে। তখন প্রভাকর নিজেই সরে গিয়ে চন্দ্রবাবুকে যে চিঠি লেখেন, তার ভাষার সঙ্গে আজকের বিতর্কের সম্ভাব্য সাফাই পাওয়া যেতে পারে। মূলত বিরোধী জগন রেড্ডিকে টার্গেট করে প্রভাকর লিখেছিলেন, 'অনেকে বলছেন, আমার পরিবারের সদস্য অন্য এক পার্টিতে। তাঁর রাজনৈতিক মত অন্য। তাই আমি রাজ্যের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেব। এই গুজবটা তৈরি করছেন কিছু লোক। যা দেখে আমি অত্যন্ত আহত।' তাঁর পরবর্তী সংযোজন আজকের বিতর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'পরিণত লোকদের নানা নিজস্ব রাজনৈতিক মত থাকতে পারে। সেটার মাঝখানে তাঁদের সম্পর্ক আসতে পারে না কিছুতেই। খুব দুঃখের হল, বিরোধীদের ন্যূনতম কমনসেন্স নেই। আমি রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চাই না বলে পদত্যাগ করছি।'

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, খুবই সাদামাঠা জীবনে অভ্যস্ত প্রভাকর-সীতারামন দম্পতির পারস্পরিক বোঝাপড়ায় রাজনীতি হস্তক্ষেপ করে না।

অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর রাজনৈতিক সত্তা নিয়ে সমস্যা তো শুধু ভারতে নয়, বিশ্বেরই ট্রেন্ড। ট্রাম্প যখন ২০১৬ সালে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন ওয়েকফিল্ড রিসার্চ দেখিয়েছিল একটা নতুন তথ্য। ১০ জন কাপলের মধ্যে ১ জনের সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছে রাজনৈতিক মতভেদের জন্য। তরুণতর কাপলদের মধ্যে দশে দুই। একজন ট্রাম্প সমর্থক, একজন ট্রাম্প বিরোধী—তরুণ-তরুণীর এক একজন এক এক পার্টির হলেই বিপদ।

এই ফাঁকে ইন্দিরার স্বামী ফিরোজের কথা বলে নেওয়া যাক।

নেহরু পছন্দ করতেন না জামাইকে। তবু প্রথমে ন্যাশনাল হেরাল্ড কাগজের লখনউয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে। পরে রামনাথ গোয়েঙ্কাকে ধরে জামাইকে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের জেনারেল ম্যানেজার করেন নেহরু। ফিরোজ সাংসদ হয়ে প্রথমদিকে লোকসভায় বেশি কথা বলতেন না। পরে আস্তে আস্তে বদলান নিজেকে। এমন যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন, সরকারের নানা কেলেঙ্কারি তুলে ধরতেন, অস্বস্তিতে পড়তেন নেহরু। সেই সময় দেশের এক নম্বর শিল্পপতি রামকৃষ্ণ ডালমিয়া। তাঁর ভারত ইনসুরেন্স কোম্পানি নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ফাঁস করে দেন ফিরোজ। দু'বছরের জন্য জেলে যান ডালমিয়া। এরপর আর এক ধাপ এগিয়ে ফিরোজ এবার ফাঁস করে দেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ অর্থমন্ত্রী, নেহরুর প্রিয়পাত্র টি কৃষ্ণমাচারীর দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা। হরিদাস মুন্দ্রা নামে কলকাতার এক রহস্যময় শিল্পপতির সঙ্গে কৃষ্ণমাচারীর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করেন ফিরোজই। স্বাধীন ভারতের প্রথম দুর্নীতি কেলেঙ্কারি। ঘটনাচক্রে সেদিন ইন্দিরার স্বামীর এক্সপ্রেসের চাকরিটি যায়। তাঁর গাড়ি কেড়ে নেওয়া হয়।

কংগ্রেসের সদস্য হয়েও শ্বশুরের মন্ত্রীসভার অনেক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হন ফিরোজ। নিজের গুণেই হয়ে ওঠেন আলাদা। পরে এরকম বিদ্রোহী সাংসদ খুব কম এসেছেন কংগ্রেসে।

স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই রাজনীতি করেন। দুজনে আবার দুটো পার্টিতে। ভোটে লড়ছেন। এমন দৃশ্য পুরোনো নয়। পঞ্চায়েতের অনেক পদেই এমন দেখা গিয়েছে। সবচেয়ে বড় উদাহরণ, আজকের বিষ্ণুপুর। যেখানে সুজাতা মণ্ডল প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে লড়ছেন। গতবার এই সুজাতাই কোমর বেঁধে লড়েছিলেন সৌমিত্রকে জেতাতে। আজ দুজনার দুটি পথ।

এই রকম 'দুটি দিকে গেছে বেঁকে' শুনতে শুনতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি ভারতীয় রাজনীতিতে। কংগ্রেস যখন দেশের রাজনীতিতে অনেক ধাপ এগিয়ে, তখন মাঝে মাঝেই অন্য পার্টির নেতারা আশ্রয় নিতেন গাই বাছুরের কোলে। এখন দশ বছর হল ক্ষমতায় বিজেপি। সেখানে থাকলে নানা সুবিধে। অন্য নেতারা মাঝে মাঝেই পদ্মের গন্ধ শুঁকছেন।

এই তো ক'দিন আগে পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিয়ন্ত সিংয়ের নাতি, লুধিয়ানার এমপি রভনীত সিং বিট্টু নাম লেখালেন বিজেপিতে। সেই সময় একটা চাঞ্চল্যকর হিসেব চোখে পড়ল। বিজেপি জমানায় সব মিলিয়ে ১২ জন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীর নিকটাত্মীয় দলবদলিয়া হয়ে পদ্মে নাম লিখিয়েছেন। প্রথম দিকের বিজেপির অনুশাসন পর্ব একেবারে উধাও। সব পার্টির নেতারা দেখছেন, দলবদলে বিজেপিতে এলে ভালোই উপঢৌকন মিলছে। ঘরের কাছেই রয়েছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, জিতিন প্রসাদ, বাংলার অধিকারী পরিবার। তা হলে আমরাও একবার গিয়ে দেখি।

এই করতে করতে ক'জন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীর নিকটাত্মীয় গেরুয়া জার্সি পরে নিলেন দেখা যাক। কেরলে কংগ্রেসের জাঁদরেল নেতা কে করুণাকরণের মেয়ে পদ্মজা বেণুগোপাল, মহারাষ্ট্রে শংকররাও চহ্বনের ছেলে অশোক চহ্বন (যিনি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যসভার সাংসদ হয়ে গেলেন), কেরলে একে অ্যান্টনির ছেলে অনিল অ্যান্টনি (বাবা এখনও বেঁচে। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র), রাজস্থানে জগন্নাথ পাহাড়িয়ার ছেলে ওমপ্রকাশ, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের ভাইপো বিজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, পঞ্জাবে অমরিন্দর সিংয়ের ছেলে রানিন্দর, মেয়ে জয়ইন্দর কাউর (এখন পঞ্জাবের মহিলা যুব মোর্চার প্রধান)। উত্তরপ্রদেশে এনডি তিওয়ারির ছেলে রোহিত শেখর তিওয়ারি, গোয়ায় প্রতাপ সিং রানের ছেলে বিশ্বজিৎ (এখন গোয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী), পুত্রবধূ দেবিয়া রানে (বিধায়ক)। অরুণাচলের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী দোরজি খান্ডুর ছেলে পেমা খান্ডু তো কংগ্রেস থেকে এসে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের হেমবতীনন্দন বহুগুণার পুত্র বিজয় ও মেয়ে রীতা অনেকদিনই বিজেপিতে। রীতা একটা সময় উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস প্রধান ছিলেন। বলা হত রাহুল গান্ধির ঘনিষ্ঠ। বিজেপিতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যোগী মন্ত্রীসভার মন্ত্রী হয়ে যান। পরে এলাহাবাদের সাংসদ।

যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের কথা লিখলাম, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা একে অ্যান্টনি ও প্রতাপ সিং রানের। অ্যান্টনি একটা সময় কেন্দ্রের দু'নম্বর মন্ত্রী ছিলেন। তিরাশি-চুরাশি বছর হল। এখন আর রাজনীতিতে সক্রিয় নন। তাঁকে অসহায়ভাবে দেখতে হয়েছে, ছেলে কথা না শুনে একেবারে উলটো পার্টিতে চলে গিয়েছেন। রানে অ্যান্টনিরই সমসাময়িক। তিনিও ছেলেকে আটকাতে পারেননি। একটা সময় তো বিধানসভায় পিতা-পুত্র দুই বেঞ্চে বসতেন। এখনও গোয়ায় এক জায়গাতেই দুজনের বাড়ি।

দেখা যাচ্ছে, রাজনীতি শুধুই নির্মলা সীতারামনের পরিবারে অশান্তি ডেকে আনেনি।

একটা সংযোজন এখানে জরুরি। প্রভাকর-সীতারামন দম্পতি এত সাদামাঠা থাকতে চান, তাঁদের বোধহয় শান্তিতে থাকতে দেওয়া উচিত। মাস কয়েক আগে নির্মলার সাংবাদিক মেয়ের বিয়ে হল বেঙ্গালুরুতে। খুব সাদামাঠাভাবে। কোনও মন্ত্রী আসেননি। মিডিয়াও জানত না। নির্মলার জামাই গুজরাটি, প্রতীক যোশি। মোদি যখন গুজরাটের প্রধানমন্ত্রী, তখন থেকে তাঁর সঙ্গে জড়িত। সিএমও'র রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে এখন পিএমও'র গুরুত্বপূর্ণ পদে। লোকচক্ষুর আড়ালেই থাকা পছন্দ, সোশ্যাল মিডিয়ায় নেই।

নির্মলা-কন্যা ভঙ্গময়ী পরাকলার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে যান। দেখলে চমকে যাবেন। শ্রদ্ধা হবে। ১২ বছর ধরে সাংবাদিকতা করছেন। দিল্লি, মহেশ্বর, কলকাতা, হাভানা, শিকাগোর আর্ট, মিডিয়া, সামাজিক নীতি, সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে লিখেছেন। অথচ জীবনীতে কোথাও উল্লেখ নেই বিখ্যাত মা-বাবার নামের। সেদিন এক ভিডিওতে দেখলাম, নির্মলা তাঁর বৃদ্ধ বাবার কাছে নিয়ে গিয়েছেন তাঁর বন্ধুদের। আয়েঙ্গারদের রীতি অনুযায়ী, মেয়েকে স্বাগত জানাতে চেয়ারের ওপর বিশেষ চাদর পেতে রেখেছেন বাবা। নির্মলা করলেন কী, চাদর সরিয়ে নিজে বসে আগে বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে থাকলেন বাবার। সত্যিই সাধারণ তাঁর ভাবনা। যে কারণে বলে দেন, 'লোকসভায় আমি নামতে পারব না। অত টাকা নেই।'

মাটিতে পা রাখা এই আদর্শ পরিবার সুখে ও শান্তিতে থাকুক। নিজেদের মতো করে। দুই নীতি, দুই সংস্কৃতির সহাবস্থান সত্যিই এখানেই মানায়।

## আজ

### ১৮৯৯

বিশিষ্ট সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৯ সালে আজকের দিনে।

### ১৯৬৫

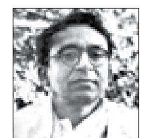

১৯৬৫ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ি।

## আলোচিত

আশা করব, ভারতে সবার অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারও। সবাই যাতে নির্ভয়ে ভোট দেয়, তা দেখা উচিত।

- স্টিফান দুজারিচ

*(রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেসের মুখপাত্র)*

## ভাইরাল/১

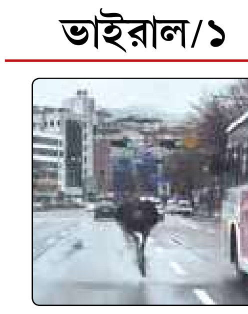

খাঁচার মধ্যে কে-ই বা আটকে থাকতে চায়, সবাই চায় বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে। দক্ষিণ কোরিয়ার ইকোলজিক্যাল পার্ক থেকে এভাবেই বেরিয়ে এসেছিল একটি উটপাখি। সেখান থেকে দৌড়ে এসে ব্যস্ত রাস্তায় ওঠে। গাড়ির সঙ্গে সমান গতিতে ছুটতে থাকে পৃথিবীর দ্রুততম পাখিটি।

## ভাইরাল/২

চুরি করা মহাবিদ্যা। কিন্তু ধরা পড়লে...। এক মোবাইল ছিনতাইকারীর গণধোলাইয়ের ভিডিও ভাইরাল। ছেলেটি বাইক পার্কিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথমে একজন তাকে মারতে শুরু করে। পরে আরও কয়েকজন তাতে হাত লাগায়।

## উত্তরের পাঁচালি

### রাজ আমলের কুয়োয় আবর্জনা

ঠিক যেন প্রদীপের নীচে অন্ধকার। কোচবিহারে রাজ আমলের কুয়োর অবস্থা যেন এমনটাই। শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে ডাঙ্গরআই মন্দিরের উলটো পাশেই একটি কুয়ো রয়েছে। যেটি মহারাজাদের আমলে খনন করা হয়েছিল। মন্দিরের বিভিন্ন কাজে সেই কুয়োর জল ব্যবহার করা হত। কিন্তু রাজ আমলের অবসানের পর কোচবিহারে কুয়োর ব্যবহার অনেকটাই কমে যেতে থাকে। আজকাল বলতে গেলে নেই। তাই ওই মন্দির চত্বরে কুয়োটি বর্তমানে চরম অযত্নে। এই কুয়োকে অনেকে আবার 'ডাস্টবিন' হিসেবে ব্যবহার করছেন।

দুর্দশা।। কোচবিহার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে ডাঙ্গরআই মন্দির সংলগ্ন কুয়ো।

সেখানে বহু আবর্জনা জমেছে। মহারাজাদের স্মৃতিবিজড়িত ভগ্নপ্রায় কুয়োটিকে সংস্কার করা হোক, বাসিন্দাদের একটি বড় অংশের এমনটাই দাবি। ইতিহাস নেড়েঘেঁটে জানা যায়, ১৮৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী কামেশ্বরী দেবী ডাঙ্গরআই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখনও সেখানে নিত্যপুজো হয়। পুণ্যার্থীদের আনাগোনাও লেগে রয়েছে। কিন্তু সকলের নজর মন্দিরের দিকে থাকলেও তার উলটো পাশে থাকা কুয়োটি ব্রাত্যই পড়ে। তবে পরিস্থিতি বদলে যাবে, অনেকেরই স্বপ্ন।

–শিবশংকর সূত্রধর

### নারীশিক্ষায় অগ্রণী

স্মৃতিবিজড়িত।। কদমতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)।

১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধি জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন। কী কারণে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার গুরুত্বপূর্ণ তা সবাইকে বুঝিয়ে বলেছিলেন। ক্ষত্রিয় সমিতির প্রথম সভাপতি মধুসূদন রায়ের মেয়ে বিমলাকে মহাত্মাই এক্ষেত্রে জলপাইগুড়িতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন। সেই অনুরোধে সাড়া দিতে বিমলা দেরি করেননি। বিমলারই উদ্যোগে জলপাইগুড়িতে কদমতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে এখানে হাইস্কুলের গড়ে ওঠা। মন খারাপের কথা বলতে, জলপাইগুড়িতে মনীষীদের অনেক মূর্তি থাকলেও বিমলাদেবীর কোনও মূর্তি নেই। অনেকেই সেই দাবিতে সরব। ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বললেন, 'পরাধীন ভারতবর্ষে বিমলা রায়ের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি শহরে যেভাবে নারীশিক্ষার প্রসার হয়েছিল তা দৃষ্টান্তযোগ্য। বর্তমান প্রজন্মের বিষয়টি জানা উচিত। শহরে তাঁর একটি মূর্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হলে এই প্রজন্ম তাঁর বিষয়ে অনেক কিছু জানার সুযোগ পাবে।'

–জ্যোতি সরকার

### কবিতায় প্রাণ

উত্তম চৌধুরী।

আলিপুরদুয়ারের সারদাপল্লির বাসিন্দা উত্তম চৌধুরীর প্রাণভোমরা কবিতা সৃষ্টিতেই লুকিয়ে। ১৯৭৮ সাল থেকে তাঁর কবিতা লেখা শুরু। ১৯৮৩ সালে প্রথম তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত। ইতিমধ্যেই তাঁর লেখা কবিতার ১৮টি বই প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলতে, জলের গভীরে চোখ, রোদের খণ্ডচিত্র, হ্রস্ব থেকে দীর্ঘ, শব্দবাহক, বিজ্ঞাপিত দেয়ালগুলি, সনেট আটচল্লিশ, ছন্দের গ্যালারি, চিরায়ত শব্দগুচ্ছ, ডুয়ার্সের দৃশ্যকনা, করতালি ধরে রাখবেন, আবর্ত হে, চূর্ণ কবিতারা, দশপদী কবিতা প্রভৃতি। 'নির্বাচিত কবিতা' একটি কবিতা সংকলনও লিখেছেন। দৃশ্যমুখ নামে একটি পত্রিকা ৩১ বছর ধরে সম্পাদনা করছেন। আরও বেশ কিছু পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাশাপাশি জলদাপাড়া, বিনিদ্র, নন্দন, দাবী, যুবমানস, কবিতা পাক্ষিকের মতো পত্রিকায় লিখেছেন। গল্প লেখার হাতটিও বেশ। উত্তমের লেখা কবিতার পাশাপাশি গল্পগুলি পাঠক মহলে বন্দিত। বিনয় পদক, রামমোহন লাইব্রেরি পুরস্কারের মতো বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন। বেড়াতে পছন্দ করেন।

–সুশীতল দত্ত

# ডে'র তাণ্ডবে হারায় বিশেষ দিনের আনন্দ

স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবসের বাইরে এখন হাজির অজস্র 'ডে'। লোকে যা নিয়ে পোস্ট করেই ভুলে যায়।

শাঁওলি দে

এই তো কিছু বছর আগেও ডে বলতে তো বুঝতাম ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, রিপাবলিক ডে'র মতো আর দু'-একটি বিশেষ দিন। স্কুল-কলেজে পালিত হত আরও কয়েকটি বিখ্যাত মানুষের জন্ম কিংবা মৃত্যুদিন। আর পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতো হঠাৎ বৃষ্টি নামলে পাওয়া যেত রেইনি ডে। উফ! হঠাৎ পাওয়া এই ছুটি যে কী মহার্ঘ ছিল এখনও ভাবলে মজা লাগে।

ইদানীংকালে এইসব হাতেগোনা ডে'গুলো কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। এখন প্রতিদিনই কোনও না কোনও ডে'র আনন্দে মেতে উঠেছি আমরা।

সেই যে গত ছাব্বিশে জানুয়ারি রিপাবলিক ডে হয়েছিল তারপর তো আবার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে! কিন্তু তা কি আর হয়? মাঝের এতগুলো দিন কি শুধুই ক্যালেন্ডারের সোম থেকে রবি হয়েই আটকে থাকবে?

সুতরাং মাঝে চলে এল কত কত দিন! হাগ ডে, রোজ ডে, কিস ডে, হ্যানা ডে, ত্যানা ডে আর ভ্যালেন্টাইন্স ডে তো আছেই।

আমরা চিরকালই পাশ্চাত্যপ্রেমী। কিংবা বলা ভালো অনুকরণপ্রেমী। ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেও বারবার ফিরে এসেছি ওদের সংস্কৃতির কাছে, নতজানু হয়েছি অন্যের ভাষার কাছে, শিক্ষার কাছে। যার ফল পেয়েছি হাতেনাতে। যত অন্যের দিকে ছুটে যাচ্ছি ততই ভুলে যাচ্ছি নিজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভুলে যাচ্ছি নিজেদের ইতিহাস।

অন্যকে অনুকরণ করার মধ্যে কিন্তু অন্যায় কিছুই নেই,

কিন্তু কোনওকিছুরই অন্ধ অনুকরণ কখনোই কাম্য নয়। তবে এই অনুকরণ করতে গিয়ে নিজেকে ভুলে যাব? তাই কখনও হয়?

সদ্য ফেলে আসা দোল উৎসবের কথাই ভাবছিলাম। এটা একটা এখন ইভেন্টই বটে! দোলপূর্ণিমা আর হোলি কখন যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এই প্রজন্ম শুধু আনন্দে মত্ত হতে জানে, এর পেছনের কাহিনী জানে না।

বিয়ে বা বৌভাতের অনুষ্ঠানও আজ তার ঐতিহ্য ভুলেছে। গায়ে হলুদ হয়েছে হলদি, মাঝখানে এসেছে মেহেন্দি, সংগীত। বৌভাত বদলে গিয়ে রিসেপশন আরও কত কী! সবই আছে, আনন্দও আছে, উচ্ছ্বাসও হয়েছে দ্বিগুণ তবু কীসের জন্য যে মনটা সবসময় খচখচ করে, কে জানে! যদিও এসবের একটা ব্যবসায়িক দিক আছেই, তবু সাধারণের এই উন্মাদনাকে কিছুটা বাড়াবাড়িই মনে হচ্ছে।

আসলে নতুন কিছুকে সবসময় স্বাগতই জানাতে হয়, কিন্তু পুরোনো ভুলে নয়। নতুন চারা বুনলে কি প্রাচীন বটবৃক্ষটার গুরুত্ব কমে যায়? নাকি নবজন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বয়স্কদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়?

সকালে ঘুমচোখে সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় চোখ বুলিয়ে যে মেয়েটা দেখে আজ অমুক ডে, তখুনি গুগল ঘেঁটে সেই ডে'র ওপর ছবি ও স্ট্যাটাস শেয়ার করে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সন্ধে অবধি তার কি তেমন কিছু স্মৃতিতে থাকবে? মনে পড়বে, পরের বছর মেমরিতে যখন ভেসে উঠবে গত বছরের কর্মকাণ্ড!

*(লেখক জলপাইগুড়ির শিক্ষক ও সাহিত্যিক)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। রাজনীতির বাইরে সবরকম বিষয়ে। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৩৭৯৫

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | ★ | ৩ | | ৪ |
| | ★ | ★ | | ★ | | ★ | |
| | ★ | ★ | ৫ | | | ৬ | |
| ৭ | ৮ | | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ★ | ★ | ৯ | | ১০ |
| ১১ | | ১২ | | ১৩ | ★ | ★ | |
| | ★ | | ★ | | ★ | ★ | |
| ১৪ | | | ★ | ১৫ | | | |

**পাশাপাশি** : ১। জিনিসের দাম ও কেনাবেচার নিষ্পত্তি ৩। মহাশক্তিশালী আগ্নেয় ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ, তোপ ৫। পদ্ম বহুল জলাশয়, সরোবর ৭। মহুয়া, মদ, মুকুল ৯। শিখ সম্প্রদায়বিশেষ ১১। মানুষের হাঁটুর চক্রাকার হাড় ১৪। মর্ম-এর কোমল রূপ ১৫। অন্যবার, অন্যসময়।

**উপর-নীচ** : ১। ঘনিষ্ঠ মেলামেশা বা বন্ধুত্ব ২। মহামারি, সংক্রামক রোগ হেতু ব্যাপক মৃত্যু ৩। ন্যাবা রোগ, জন্ডিস ৪। খাল ৬। মেঘজাত শিলা, বৃষ্টির সঙ্গে পতিত শিলা ৮। অনাবৃত ১০। নকলনবিশ, লেখক ১১। বোধ, উপলব্ধি ১২। পুরস্কার, বকশিশ ১৩। অথবা বা পক্ষান্তরে।

**সমাধান ■ ৩৭৯৪**

**পাশাপাশি** : ১। বিপাশা ৩। মউ ৫। লিগ ৬। বাজরা ৮। পিধান ১০। শফেদ ১২। তিমির ১৪। বনা ১৫। শপ ১৬। দলিল।

**উপর-নীচ** : ১। বিধিলিপি ২। শালিধান ৪। উটজ ৭। রাই ৯। বাতি ১০। শঙ্খনাদ ১১। দলবল ১৩। মিরাশ।

## বিন্দুবিসর্গ

### ছোট তারা

শিলিগুড়ির সারদা শিশুতীর্থের তৃতীয় শ্রেণির সুমেধা কুণ্ডু নাটক ও নাচে সুনাম অর্জন করেছে। সুমেধা ভালো আবৃত্তিও করতে পারে।

মহড়ায় ক্রুশবিদ্ধ যিশু।। প্রধাননগর চার্চে গুডফ্রাইডে উপলক্ষ্যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

# সাত দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** একদিকে বেড়েই চলেছে শহরের নারীদের উপর অত্যাচার। অন্যদিকে, রাত বাড়তেই দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে নাজেহাল শহর শিলিগুড়ির। পরিস্থিতি এমনই যে রাতে বাড়ি তালা মেরে গেলে সকালে এসে কী দেখা যাবে, তা হলফ করে বলতে পারবেন না কেউই। এমন অবস্থায় রাতের শহরে অপরাধমূলক কাণ্ড ঘটাতে যাওয়ার আগে সাত দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। এরমধ্যে ছয়জনকে শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বাগরাকোট বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে। একজনকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ওই দুষ্কৃতীও অপরাধমূলক কাজ করার জন্য চলতি মাসের শুরুর দিকে সঙ্গীদের সঙ্গে জড়ো হয়েছিল। যদিও পুলিশি অভিযানের সময় সে পালিয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার অবশ্য কুলিপাড়া এলাকা থেকে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে দুই থানা মিলিয়ে ধৃত সাতজনই শিলিগুড়ির বাসিন্দা। প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই এর আগেও একাধিক অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হচ্ছে থানায়।

রাতের শহরে অপরাধমূলক কোনও কাজ করার জন্যই তারা জড়ো হয়েছিল বলে মনে করছে পুলিশ। সেক্ষেত্রে ডাকাতির ছকও হতে পারে বলে অনুমান তাদের। শিলিগুড়ি থানা সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে ধারালো অস্ত্র নিয়ে বেশ কয়েকজন তরুণ বাগরাকোট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় জড়ো হয়েছে। এরপরই শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে ছয়জন গ্রেপ্তার হয়। ধৃতরা হল রাজা মল্লিক, রোহিত কামার, মহম্মদ বাপ্পা, সুজিত লামা, মঙ্গল ঘোষ, মহম্মদ আজাদ আনসারি। এদের মধ্যে রাজা মল্লিক বাগরাকোটেরই বাসিন্দা। রোহিত কামার সুভাষপল্লির লিচুবাগানের বাসিন্দা। মহম্মদ বাপ্পা প্রাণকৃষ্ণ কলোনির বাসিন্দা। সুজিত লামা টিকিয়াপাড়া, মঙ্গল ঘোষ গোয়ালাপট্টি এবং মহম্মদ আজাদ আনসারি যাদবপল্লির বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে এর আগেও অপরাধমূলক একাধিক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, চলতি মাসের ৮ তারিখ মহানন্দা সেতুর নীচে অপরাধমূলক কাজে জড়ো হওয়ার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছিল প্রধাননগর থানার পুলিশ। সেই ঘটনাতেই সেদিন পালিয়ে যাওয়া আর এক দুষ্কৃতীকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃত ওই দুষ্কৃতীর নাম পঙ্কজ পাসোয়ান। সে কুলিপাড়ার বাসিন্দা। শহরের বিভিন্ন থানা গত কয়েক মাসে অপরাধমূলক কাজে জড়ো হওয়ার অভিযোগে পঞ্চাশেরও বেশি দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে এর পরেও শহর শিলিগুড়িতে অপরাধমূলক ঘটনা বিশেষত চুরির ঘটনা কমছে না।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকার বলেন, 'নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এমনিতেই টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। এধরনের অপরাধমলূক কাজও যাতে কম হয়, তারজন্যও টহলদারি এবং নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে।'

> নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এমনিতেই টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। এধরনের অপরাধমূলক কাজও যাতে কম হয়, তারজন্যও টহলদারি এবং নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে।
>
> **তন্ময় সরকার**
> *ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার)*

## জ্যাকেটই ধরিয়ে দিল দুষ্কৃতীকে

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** বাড়ির তালা ভেঙে চুরি করার সময় কালো রঙের একটি জ্যাকেট চুরি করে নিয়েছিল দুষ্কৃতী। সেই জ্যাকেট পরে ঘুরতে গিয়েই নিজের বিপদ ডেকে আনল ওই দুষ্কৃতী। পুলিশের হাতে শুধু ধরা পড়াই নয়, চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে একের পর এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে চলছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। চলতি মাসের ২৪ তারিখ রাতে গুরুংবস্তির ডুঙ্গানা হাইস্কুল সংলগ্ন একটি বাড়িতে তালা ভেঙে চুরি কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত শিবা বর্মন সহ চুরির সামগ্রী কেনার অভিযোগে গত ২৬ তারিখ দার্জিলিং মোড়ের এক সোনার দোকানের মালকিন তাঁরামণি দেবীকে গ্রেপ্তার করেছিল প্রধাননগর থানার পুলিশ।

শুধু টাকা ও সোনা নয়, একটি জ্যাকেটও চুরি করেছিল শিবা। সেই জ্যাকেট পরে ঘুরতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে শিবা। এরপর শিবাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বৃহস্পতিবার রাতে চুরির টাকা রাখার অভিযোগে মহম্মদ আরমান নামের আরও এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তর করল পুলিশ। তার কাছ থেকে চুরি করা টাকার বেশ কিছুটা উদ্ধার করা গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিন মহম্মদ আরমানকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে চুরি করা বাকি টাকার খোঁজে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। বাকি সোনা উদ্ধারের জন্য তাঁরামণির স্বামীকে খুঁজছে পুলিশ।

গত ২৪ তারিখ রাতে বাড়ির তালা ভেঙে চুরির ঘটনার অভিযোগে বাড়ির মালকিন ২৬ তারিখ প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর বাড়ি থেকে ৪০ গ্রাম সোনা, ৮০,০০০ টাকা ও জ্যাকেট চুরি গিয়েছে। জ্যাকেটের ছবির সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে জ্যাকেটের সূত্র ধরেই শিবাকে ওইদিন রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়। শিবা চুরি করা ওই জ্যাকেট পরে দার্জিলিং মোড় ধরে যাচ্ছিল। শিবা চুরির কথা স্বীকার করে। সে জানায়, দার্জিলিং মোড়ের এক সোনার দোকানে ওই সোনা বিক্রি করেছে। এরপর ওই দোকানে অভিযান চালিয়ে ১৪ গ্রাম গলা সোনা উদ্ধার করে পুলিশ। সোনার দোকানের মালকিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত দুজনকেই ২৭ তারিখ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে সাতদিনের হেপাজতে নেয় পুলিশ।

### ছাত্রীর শ্লীলতাহানিতে স্বামী

# লজ্জায় আত্মহত্যার চেষ্টা অভিযুক্তের স্ত্রীর

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** রাতের বেলায় হঠাৎই পুলিশের গাড়ি ঢুকল পাড়ায়। পুরনিগমের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ফকিরতোলায় দীর্ঘদিনের ভাড়াবাড়ি থেকে মহম্মদ ইব্রাহিমকে বের করে নিয়ে যায় পুলিশ। তা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সাবিনা বিবি, মহম্মদ আইনুলরা। কী এমন অপরাধ করেছে ইব্রাহিম? পুলিশের কাছ থেকে শুনে যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিল তার স্ত্রীর মাথায়। স্বামীকে পুলিশ নিয়ে যাওয়ার পরেই লজ্জায় গলায় দড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। ততক্ষণে স্থানীয়দের নজর পৌঁছে গিয়েছিল ইব্রাহিমের বাড়ির দিকে। কোনওভাবে তাঁকে শান্ত করতে দৌড়ে গিয়েছিলেন সাবিনারা। যদিও পরে ইব্রাহিমের অপরাধ শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা।

অভিযোগ সত্য হলে ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক, চাইছেন সবাই। একই সঙ্গে তার পরিবারের ওপর এই ঘটনার আঁচ যাতে না আসে, সেদিকটাও লক্ষ রাখছেন সকলে। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য ইব্রাহিমের স্ত্রী শুক্রবার কাঁদতে কাঁদতে প্রথমে শিলিগুড়ি থানা, পরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে ছুটে যান। স্বামীর কাজে তিনি যেমন লজ্জিত, তেমনই সংসার কীভাবে চলবে, সেটা ভেবেই এদিন ফুঁপিয়ে ওঠেন। আবেগতাড়িত হয়ে তিনি বললেন, 'পুলিশ ছেড়ে সাধারণ মানুষের হাতে দিয়ে দিক। মানুষই ওর ব্যবস্থা করবে।' পাশাপাশি তাঁর আক্ষেপ, 'ও তো জেলে থাকবে। সংসার চলবে কীভাবে? আমাদের সংসারে একমাত্র ওই রোজগার করত!'

পুলিশের হাতে ছাত্রীর শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত। শুক্রবার। –সংবাদচিত্র

ইব্রাহিমের তিন সন্তান। দুজন স্কুলে পড়ে। একজন একেবারেই কোলের। মার্বেলের কাজ করে সংসার চালাত ইব্রাহিম। 'নিজের সন্তান থাকা সত্ত্বেও আরেক সন্তানসম স্কুল পড়ুয়ার সঙ্গে প্রকাশ্য রাস্তায় ইব্রাহিম এমনটা করল!' কিছুটা অবাক হয়েই বলছিলেন আনসার আলি। ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, 'প্রথমে তো আমরা বুঝতে পারিনি, কী কারণে পুলিশ ওকে নিয়ে যাচ্ছে। পরে ঘটনা শোনার পর একটাই কথা মনে এল, পুলিশ যা করেছে, ঠিক করেছে।' তাঁর আরও সংযোগ, 'কোনওদিন ইব্রাহিমকে দেখে মনে হয়নি, সে এমনটা করতে পারে। আসলে এখন কাউকে দেখে বোঝার উপায় থাকে না, কে কেমন।'

এলাকার আর কোনও বাসিন্দা যাতে এধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে না পড়েন, সেব্যাপারে এলাকার বড়রা অনুরোধ করছেন। বছর সত্তরের মহম্মদ আজমলের কথায়, 'এলাকার কেউ আগে এধরনের কোনও ঘটনার সঙ্গে জড়ায়নি। পাড়ার নাম যাতে আর খারাপ না হয়, সেই দিকটা লক্ষ রাখতে হবে।'

## শহরে চুরি যাচ্ছে ডাস্টবিন

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** শহরের বিধান রোড, সেবক রোড, হিলকার্ট রোডের ধারে বসানো ডাস্টবিন উধাও হয়ে যাচ্ছে। সমস্যায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে প্রশাসন।

পানিট্যাঙ্কি মোড় সংলগ্ন ডাস্টবিনটির জায়গায় স্ট্যান্ড আছে তবে ডাস্টবিনটি নেই। একাধিকবার ডাস্টবিন চুরির ঘটনা উঠে আসার পর প্রশাসনের তরফে স্টিলের ডাস্টবিনের পরিবর্তে প্লাস্টিকের ডাস্টবিন বসানো হয়েছিল। তবে সেই ডাস্টবিনও চুরি হয়ে গিয়েছে।

সঠিক স্থানে ডাস্টবিন না থাকায় যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলার ফলে নোংরা হচ্ছে শহর। পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, 'আগেও কিছু ডাস্টবিন ছিল যেগুলি বেহাল হয়ে যায় তারপর পুরনিগম থেকে আবারও ডাস্টবিন বসানো হয়েছে। সেগুলির মধ্যে বেশিরভাগই চুরি হয়ে গিয়েছে, আবারও আমরা চুরি হয়ে যাওয়া জায়গাতে ডাস্টবিন বসাব। তবে আবারও যদি এই ডাস্টবিনগুলি চুরির ঘটনা ঘটে তাহলে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব।'

### আজ শহরে

■ শহরের দুই প্রজন্মের নাট্যজনদের নিয়ে দেশবন্ধুপাড়ার উত্তাল নাট্যগৃহে নবীনে প্রবীণে থিয়েটারের আড্ডা সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে।

## গোপালের সমর্থনে মেয়র

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে শিলিগুড়ির একাধিক ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখন করলেন গৌতম দেব। শুক্রবার মেয়র গৌতম দেব কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে ২৪ নম্বর ওয়ার্ড, ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখন করেন। এরপর ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে একটি নির্বাচনি পদযাত্রা বের হয়। বিকেলে পুরনিগমের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনি বৈঠক করেছেন মেয়র।

## ফুলেশ্বরী সংস্কার

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** ফুলেশ্বরী নদী সংস্কারের কাজ করল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি। শুক্রবার নদীতে আর্থমুভার নামিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। এরপর সেই সমস্ত আবর্জনা পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের গাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সাফাই অভিযান নিয়মিত চলবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার অভয়া বসু।

## রাস্তা মেরামত

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** শিলিগুড়ির নৌকাঘাট মোড় থেকে কদমতলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করল এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ। এই রাস্তাটির বেশ কয়েকটি জায়গা ভেঙে গর্ত তৈরি হয়েছিল। সেই গর্তগুলি বুজিয়ে ফের পিচের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে। দ্রুত কাজ শেষ করতে নৌকাঘাট এবং মেডিকেল দুই দিক থেকে কাজ শুরু হয়েছে।

# উড়ালপুলই ইস্যু

**শুভজিৎ চৌধুরী**

**ইসলামপুর, ২৯ মার্চ :** এর আগে লোকসভা নির্বাচনের সময় উড়ালপুল তৈরির দাবি উঠেছিল। নানা দলের প্রার্থীরা ভোটে জিতলে তা তৈরি করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। ভোট মিটলেও প্রতিশ্রুতি কিন্তু পালন করেননি বিজয়ী দলের সাংসদ। ১৮তম লোকসভা ভোটের মুখে এজন্য তিনি বিরোধী দলের দখলে থাকা পুরসভার ঘাড়ে দায় চাপিয়ে হাত ঝেড়ে ফেলেছেন।

ইসলামপুর পুরসভার তিনটি ওয়ার্ডের ভিতর দিয়ে গিয়েছে রেললাইন। সেখানে আজও তৈরি হয়নি উড়ালপুল। এনিয়ে বহু নাটকের সাক্ষী ইসলামপুরবাসী। উড়ালপুল তৈরির জন্য অগুন্তিবার হয়েছে মাপজোখ। বহুবার হয়েছে শাসক-বিরোধী পারস্পরিক দোষারোপও। কিন্তু উড়ালপুলের দাবি অপূর্ণই রয়ে গিয়েছে। বিজেপির সাংসদ ব্যর্থতার দায় চাপিয়েছেন তৃণমূল পরিচালিত ইসলামপুর পুরসভার উপর। বিরোধীদের চাপানো দোষ ঝেড়ে ফেলেছে পুরসভা।

ফের পুরসভার ৪, ১৩ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা উড়ালপুলের দাবিতে সরব হয়েছেন। গোটা ১৩ নম্বর ওয়ার্ড সহ ৪ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ রেললাইনের দু'পাশে ছড়ানো। এজন্য নানা সময় এই তিনটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সমস্যায় পড়তে হয়। একাধিক ট্রেন যাতায়াতের জন্য দিনের বেশিরভাগ সময়ই রেলগেট বন্ধ থাকে। পড়ুয়া, চাকরিজীবীরা সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন না।

**ইসলামপুর**

সমস্যা সমাধানে স্থানীয়রা সাংসদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁদের দাবি, সাংসদ নাকি স্পষ্টই জানিয়েছেন, উড়ালপুল তৈরির জন্য পুরসভা প্রয়োজনীয় জমির নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) দিচ্ছে না। এসম্পর্কে পুরসভার সাফাই, রেল থেকে যতবার এনওসি চাওয়া হয়েছে ততবারই দেওয়া হয়েছে। জনপ্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি কি শুধুমাত্র ভোটের আগ পর্যন্তই? তারপর কি তাঁরা পারস্পরিক রেষারেষিতে দায় এড়াতে পারেন? ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সেন বলেন, 'একাধিক ভোট গিয়েছে, কিন্তু আমাদের সমস্যার আজও সমাধান হয়নি। শাসক-বিরোধীদের তর্জা ছেড়ে মানুষের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হওয়া জরুরি। এজন্য ইভিএমে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।' আসন্ন লোকসভা ভোটে রেললাইন লাগোয়া মানুষজনের এবার উড়ালপুলই মূল দাবি হয়ে উঠতে চলেছে।


রংদার রোববার

প্রচ্ছদ কাহিনী হংকং মার্কেট

কলকাতা নিউ মার্কেটের নাম সবাই জানেন। ঠিক তেমনই সবাই জানেন শিলিগুড়ির হংকং মার্কেটকে। মলের জমানায় সেই মার্কেটকে খুব ছোট মনে হয়। তাতে কী? নামেই একরাশ রহস্য। এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীতে আলোচ্য উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে পরিচিত সেই বাজার।

প্রচ্ছদ কাহিনী : দীপায়ন বসু, দীপ সাহা, অনুপ দত্ত ও শমিদীপ দত্ত। ছবি : সূত্রধর

গল্প : সুমনা ঘোষ দস্তিদার

কবিতা : কাবেরী গোস্বামী, অংশুমান কর, মনোজ দে নিয়োগী, রুদ্র সান্যাল, কিরণ ঘোষ, বিনয় লাহা, মহুয়া রুদ্র ও সম্পা পাল

ট্রাভেল ব্লগ : প্রাগের বুকে লুকোনো এক 'কোহিনুর' নিয়ে পীযূষ আশ

ধারাবাহিক সখা হে / বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়


# মহিলা কলেজ লাইব্রেরিতে বই অমিল

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** কলেজের গ্রন্থাগার থাকে পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য। কিন্তু সেই গ্রন্থাগারে যদি প্রয়োজনীয় বই না থাকে তাহলে? কয়েকবছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুদান না আসার জন্য বই কিনতে হিমসিম খাচ্ছে শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কলেজের উন্নয়ন তহবিল থেকে যতটা সম্ভব বই কিনে পড়ুয়াদের সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে।

কলেজের গ্রন্থাগার মানেই সারি সারি বইয়ের সমাহার। শুধু যে পাঠ্যবই তা নয়, পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বই রাখা থাকে। তবে কলেজ গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় বই না পেয়ে দ্বিতীয় সিমেস্টারের এক ছাত্রী বলেন, 'নতুন সিলেবাসের ইংরেজি বই খুঁজতে গিয়ে যে লেখকের বই খুঁজছিলাম তা পাইনি। পরে শিলিগুড়ি কলেজের এক বন্ধুর থেকে ধার করে পড়েছি।'

কলেজে পড়ুয়ারা যাতে সব রকমের বই পড়তে পারেন তা কেনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুদান রয়েছে। কিন্তু সেই অনুদান না আসার ফলে কলেজের উন্নয়ন তহবিল থেকে গত দু'বছরে বই কেনা হয়েছে পঞ্চাশটির মতো। বই কেনার এই সমস্যা নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুব্রত দেবনাথ বলেন, 'আমাদের কলেজে ভর্তির আসন সংখ্যা অন্যান্য কলেজের তুলনায় কম। সেজন্য কলেজের তুলনায় অনেক কম পড়ুয়া রয়েছে। তাই কলেজের উন্নয়ন তহবিলে টাকাও কম রয়েছে। সেই টাকা থেকে সামান্য বই কেনা সম্ভব।'

> আমাদের কলেজে ভর্তির আসন সংখ্যা অন্য কলেজের তুলনায় কম। সেজন্য অনেক কম পড়ুয়া রয়েছে। তাই কলেজের উন্নয়ন তহবিলে টাকাও কম রয়েছে। সেই টাকা থেকে সামান্য বই কেনা সম্ভব।
>
> **ডঃ সুব্রত দেবনাথ,** *অধ্যক্ষ*

কলেজের সিলেবাস পরিবর্তন হওয়ার জন্য নতুন বইয়ের প্রয়োজন পড়ুয়াদের রয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুদান না থাকলে সেই বই কেনা সম্ভব হয় না। প্রতিবছর কলেজগুলোয় ইন্টারন্যাশনাল, ন্যাশনাল ও রিজিওয়াল বই কেনা হয়। এক ছাত্রী আক্ষেপের সুরে বলেন, চাকরির পরীক্ষার নতুন সংস্করণের বই যদি না থাকে তাহলে প্রস্তুতিতে অসুবিধা হয়।

২০১৯ সালের পর থেকে সেই বই কিনতে সমস্যায় পড়ছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়ে বাংলা, ইতিহাস, ইংরেজি, ভূগোল, সংস্কৃত, এডুকেশন, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শনের মতো বিষয়গুলো পড়ানো হয়। কলেজের গ্রন্থাগারে প্রায় আট হাজারের মতো বই রয়েছে। পুরোনো সিলেবাসের বই সংখ্যা অনেকটা হলেও নতুন সিলেবাসের বই রয়েছে হাতেগোনা। পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন বিভাগ থেকে কলেজের গ্রন্থাগারিককে বইয়ের রিকুইজিশন পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু অনুদান না থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সেই বই আনা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন কলেজের গ্রন্থাগারিক ডালিয়া সরকার। তিনি বলেন, 'রিকুইজিশন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে পাঠানো হলেও কোন বইটি সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয় তা জেনে সেই বই কেনা হয়ে থাকে। তবে পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য কোনও বই কেনা ইউজিসি অনুদান না এলে সম্ভব নয়।'

শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

# নাশকতার আশঙ্কায় সেনার যৌথ মহড়া

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** উত্তরবঙ্গের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ভারতীয় সেনা এবার বায়ুসেনার সঙ্গে যৌথ মহড়া শুরু করল। বৃহস্পতিবার রাত থেকে মহড়া শুরু হয়েছে। রাতে নাশকতা ঘটলে কীভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে তা নিয়েই মহড়া চলছে। সেনা সূত্রের খবর, বায়ুসেনার ইস্টার্ন কমান্ড এবং সেনাবাহিনীর ৩৩ কর্পসের বাছাই করা জওয়ানদের নিয়ে একটি বিশেষ দল তৈরি করা হয়েছে। শুধু সমতলেই নয়, সিকিমে ভারত-চিন সীমান্তেও যৌথ মহড়া শুরু হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মহড়ার জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে।

যৌথ মহড়ার পাশাপাশি সেনাবাহিনী বৃহস্পতিবার থেকেই চিন সীমান্তের পার্বত্য এলাকা ও ডুয়ার্সে তিস্তার চরে বিশেষ অস্ত্র মহড়াও শুরু করেছে। সেনার ৩৩ কর্পসের বিশেষ দল মহড়ায় অংশ নিয়েছে। রাতেও মহড়া হচ্ছে। চিন সীমান্তের বরফাবৃত এলাকায় কীভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও ভালো নজরদারি চালানো যায় এবং নাশকতার চেষ্টা হলে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে তা নিয়ে সেনা আলাদা মহড়া শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার থেকে তিনটি পৃথক মহড়া চলছে। হঠাৎ যুদ্ধকালীন তৎপরতা কেন? এক সেনাকর্তার কথায়, 'সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জওয়ানদের সবরকমভাবে প্রস্তুত রাখার নির্দেশ এসেছে। সেইমতোই মহড়া শুরু হয়েছে।'

সেনাকর্তারা বুধবার শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছিলেন। তার একদিন পর থেকেই মহড়া শুরু হওয়ায় নিরাপত্তার বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা স্পষ্ট। সূত্রের খবর, আসাম রাইফেলস সম্প্রতি মণিপুরের একটি জঙ্গিগোষ্ঠীর কাছে শিলিগুড়ি করিডরে নাশকতার ছক সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে। অস্ত্র সরবরাহের জন্য সেই গোষ্ঠীকে বরাতও দেওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই বাহিনী ইতিমধ্যেই প্রচুর অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে। ওই বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নিতে সেনা গোয়েন্দাদের একটি দল শিলিগুড়ি থেকে মণিপুর যাচ্ছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে সেনা ও বায়ুসেনার ৬৫ জন জওয়ান যৌথ মহড়ায় যোগ দিয়েছেন। তাঁরা রাতের অন্ধকারে হেলিকপ্টারে 'বিশেষ অপারেশন' শুরু করেছেন।

শিলিগুড়ি লাগোয়া দুটি এবং পাহাড়ের তিনটি সেনাছাউনি থেকে মহড়া চলছে। কোচবিহার থেকে মালদা, উত্তরবঙ্গের যে কোনও এলাকাতে নাশকতা ঘটলে যাতে দ্রুত সেনা সহায়তা পৌঁছে যায় সেজন্য যাবতীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বিশেষ সূত্রের খবর, দ্বিতীয় পর্যায়ে বায়ুসেনা ছাড়াও সিআরপিএফ, এসএসবি, আইটিবিপি, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, বিএসএফ, আরপিএফের বাছাই করা জওয়ানদের নিয়ে ভারতীয় সেনা প্রশিক্ষণ শিবির করবে। তৃতীয় পর্যায়ে এনডিআরএফ, রেল, রাজ্য সেচ দপ্তর, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের নিয়ে শিবির করা হবে।

তবে সূত্রের খবর, সেনার পরামর্শ অনুসারে ইতিমধ্যেই বিশেষ দল গঠন করে রেলের নিরাপত্তায় আরপিএফ নজরদারি বাড়িয়েছে। অসমগামী রেললাইনেও বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় সেনাবাহিনী ও বায়ুসেনার যৌথ মহড়া।

**উত্তরে নজরদারি**

- উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তায় বায়ুসেনার সঙ্গে যৌথ মহড়া শুরু সেনার
- বায়ুসেনার ইস্টার্ন কমান্ড ও সেনাবাহিনীর ৩৩ কর্পসের বাছাই করা জওয়ানদের নিয়ে দল
- শিলিগুড়ি লাগোয়া দুটি এবং পাহাড়ের তিনটি সেনাছাউনি থেকে মহড়া
- ডুয়ার্সে তিস্তার চরেও শুরু হয়েছে বিশেষ অস্ত্র মহড়া
- শিলিগুড়ি থেকে মণিপুর যাচ্ছে সেনা গোয়েন্দাদের একটি দল

দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের ঢল। ছবি ঃ তপন দাস

# প্রবেশমূল্য দ্বিগুণ, ক্ষুব্ধ পর্যটকরা

রণজিৎ ঘোষ

**দার্জিলিং, ২৯ মার্চ :** দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন পর্যটনস্থলের প্রবেশমূল্য অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ পর্যটকরা। পদ্মজা নাইডু চিড়িয়াখানা থেকে শুরু করে টাইগার হিল, রক গার্ডেন সর্বত্রই অতিরিক্ত প্রবেশমূল্য দিতে হচ্ছে। এর জেরে অনেকেই এড়িয়ে যাচ্ছেন দর্শনীয় স্থান। দার্জিলিংয়ের স্থানীয় গাড়িচালকদেরও মত, বিভিন্ন পর্যটনস্থল ঘোরার জন্য বুকিং অনেক কমে গিয়েছে। পর্যটনস্থলগুলির প্রবেশমূল্য বাড়িয়ে দেওয়ায় পর্যটকরা সেখানে যেতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। ফলে গাড়ির ব্যবসাও মার খাচ্ছে।

গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মা বলছেন, 'দীর্ঘদিন ওই পর্যটন কেন্দ্রগুলি রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। প্রবেশমূল্যও বহু বছর ধরে অনিয়মিত ছিল। এখন সব জায়গায় পর্যটকদের জন্য বিমা করা সহ বিভিন্ন পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। সেইজন্য প্রবেশমূল্য বাড়ানো হয়েছে।'

দার্জিলিংয়ে বর্তমানে দেশ-বিদেশের প্রচুর পর্যটক রয়েছেন। এর মধ্যে এরাজ্যের এবং বাংলাদেশের বাঙালি পর্যটকের সংখ্যাই বেশি। পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কের (দার্জিলিং চিড়িয়াখানা) সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ থেকে আসা সৌফিক আহমেদ বললেন, 'ছেলে দার্জিলিংয়ে পড়াশোনা করে। বছরে অন্তত দু'বার দার্জিলিংয়ে আসি। এর আগে যতবার এসেছি, এখানে ৬০ টাকা করে প্রবেশমূল্য নিয়েছে। এবার তা বেড়ে ১১০ টাকা হয়ে গিয়েছে। এত বেশি টাকা দিয়ে ক'জন পর্যটক এই চিড়িয়াখানায় ঢুকবে? প্রবেশমূল্য বাড়ানোর আগে কর্তৃপক্ষের এসব ভাবা উচিত ছিল।'

ম্যালে দাঁড়িয়ে কলকাতার শোভাবাজারের ছন্দা সেনের গলাতেও ক্ষোভ, 'টাইগার হিল গিয়েছিলাম। সেখানে আগে মাথাপিছু ২০ টাকা করে নিত বলে শুনেছিলাম। এবার মাথাপিছু ৭০ টাকা করে নিয়েছে। কিন্তু একটা বসার জায়গা পর্যন্ত নেই। তাহলে এত টাকা কেন দেব? আমরা আগে বুঝিনি, তা না হলে টিকিট কাউন্টারের ওখান থেকেই ফেরত আসতাম।'

টাইগার হিলে কয়েক বছর ধরে প্যাভিলিয়ন ভেঙে রয়েছে। পর্যটকদের খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। দ্রুত ওই প্যাভিলিয়ন তৈরির দাবিতে প্রচুর আলোচনা, বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। হ্যাপি ভ্যালি, রক গার্ডেনের মতো পর্যটনস্থলগুলিতেও প্রবেশমূল্য বাড়িয়ে দ্বিগুণ করেছে জিটিএ। হ্যাপি ভ্যালিতে প্রবেশের জন্য ৫০ টাকার জায়গায় এখন ১০০ টাকা দিতে হচ্ছে। মালদার বাসিন্দা সন্দীপ দত্তর কথায়, 'প্রবেশমূল্য বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু পরিষেবা বলতে কিছুই নেই। আমরা চাই পর্যটনস্থলগুলিতে পানীয় জল, শৌচালয় এসবের ব্যবস্থা করা হোক।'

দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ টুর এজেন্টস (ডাটা)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ লামাও বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। তিনি বলছেন, 'প্রত্যেকটি পর্যটনস্থলের প্রবেশমূল্য দ্বিগুণ করে দেওয়া। এর ফলে প্রচুর পর্যটক সাইট সিনে যাচ্ছেন না। আমাদের এখানে সাতটি, পাঁচটি এভাবেই সাইট সিনের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু কোনওটিতেই আর লোক হচ্ছে না।'

**বাড়তি খরচ**

- দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় আগে প্রবেশমূল্য ছিল ৬০ টাকা, এখন ১১০ টাকা
- টাইগার হিলে মাথাপিছু ২০ টাকা নেওয়া হত, এখন নেওয়া হচ্ছে ৭০ টাকা
- হ্যাপি ভ্যালিতে ৫০ টাকার বদলে এখন দিতে হচ্ছে ১০০ টাকা
- অতিরিক্ত টাকা নেওয়ায় অনেকেই সাইট সিয়িংয়ে যাচ্ছেন না
- পর্যটনে প্রভাব পড়ছে বলে মত গাড়িচালকদেরও

**জানেন কি**

বিশ্বে দক্ষিণ আফ্রিকা একমাত্র দেশ, যার তিনটে রাজধানী শহর রয়েছে – কেপটাউন, প্রিটোরিয়া এবং ব্লোয়েমফন্টেইন।

## বাজেয়াপ্ত লক্ষাধিক টাকা

**কিশনগঞ্জ, ২৯ মার্চ :** কিশনগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে জেলা শাসক তুষার সিংলার নির্দেশে গঠিত এসএসটি সক্রিয়। শুক্রবার অভিযান চালিয়ে এসএসটি বাহাদুরগঞ্জের এলআরপি চকে একটি চারচাকার গাড়ি থেকে নগদ ৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। কিশনগঞ্জের দিক থেকে আসা গাড়িটিতে থাকা মহম্মদ কাদিরকে পুলিশ আটক করেছে। অন্যদিকে, এদিন কোচাধামন থানার চারঘরিয়া চেকপোস্টে নাকা চেকিংয়ের সময় একটি গাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১৬ লাখ টাকা। ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে।

## মৃত ১২ জনের নামে নোটিশ

**কিশনগঞ্জ, ২৯ মার্চ :** মৃত ব্যক্তিদের নামে নোটিশ জারির ঘটনা বিরল। কিশনগঞ্জের ঘটনা। বাহাদুরগঞ্জ এলাকায় ১২ জন মৃত ব্যক্তির নামে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭ ধারায় নোটিশ জারি করা হয়েছে। বাহাদুরগঞ্জ ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক আশিসকুমার সিং জমি বিবাদ সংক্রান্ত একটি মামলায় দুই পক্ষের ৪৪ জনের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করেন। চতুর্থ শ্রেণির এক কর্মী এলাকায় গিয়ে জানতে পারেন, এর মধ্যে ১২ জন মৃত। ওই কর্মী মহকুমা শাসকের দপ্তরে লিখিতভাবে ঘটনার কথা জানান। এরপর প্রশাসনিক তদন্তে জানা যায়, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক এবং পুলিশ তদন্ত না করেই মৃতদের নামে নোটিশ জারি করেন। মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান আনসারি বলেন, 'ওই আধিকারিক আগের ফাইল দেখে নোটিশ জারি করেন। আধিকারিককে শোকজ করা হয়েছে।'

**জেলার খেলা**

## ভলিবল লিগে

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ৬ দলীয় ভলিবল লিগে শুক্রবার তরুণ তীর্থ ২৫-১২, ২৫-১৫ পয়েন্টে হারিয়েছে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবকে। ইউনাইটেড ক্লাব ২৫-১৯, ২৫-২০ পয়েন্টে জিতেছে স্বস্তিকা যুবক সংঘের বিরুদ্ধে। ফ্রেন্ডস ২৫-১৯, ২৫-১৪ পয়েন্টে নবোদয় সংঘর বিরুদ্ধে জয় পায়। জিটিএসসি ২৫-২১, ২৫-১৪ পয়েন্টে হারিয়ে দেয় ইউনাইটেডকে। ইউনাইটেড ২৫-১২, ২৫-১৮ পয়েন্টে হারায় নবোদয়কে।

## ওয়ার্কশপ

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** বিধান স্পোর্টিং ক্লাবে শনিবার বেলা ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ক্যারম আম্পায়ারদের ওয়ার্কশপ আয়োজন করবে শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থা। সংস্থার সচিব সঞ্জীব ঘোষ জানান, উত্তরবঙ্গে প্রথমবার এই ধরনের ওয়ার্কশপ হতে চলেছে।

## রুদ্রর ১২২

**শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ :** সিএবি-র আন্তঃমহকুমা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে শুক্রবার শিলিগুড়ি ৩১৬ রানে বিধ্বস্ত করে মিরিককে। চাঁদমণি মাঠে টসে হেরে শিলিগুড়ি ৪৫ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৪৬ রান করে। রুদ্রবীর সিং ১২২ ও আকাশ তরফদার ৭৬ রানে অপরাজিত থাকে। জবাবে মিরিক ৯.৪ ওভারে ৩০ রানে থামে।

# উত্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা নিয়ে সংশয়

স্বরূপ বিশ্বাস

**কলকাতা, ২৯ মার্চ :** উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে প্রথম দফার লোকসভা ভোটে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এখনও পর্যন্ত এরাজ্যের জন্য যে ১৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাওয়া গিয়েছে তাতে উত্তরবঙ্গের প্রথম দফার ভোটে ওই তিন জেলার সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করা যাবে না। তিন জেলায় মোট বুথের সংখ্যা ৫৮১৪। সব বুথে কেন্দ্রীয় জওয়ানদের রাখতে হলে দরকার প্রায় ৩৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, আগামী ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের আগে বিষয়টি নেহাতই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যে বিরোধী দলগুলি অবাধ ও শান্তিতে ভোট করতে সব বুথেই কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে বরাবর। কমিশনও উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেই রাজ্যে অবাধ ও শান্তিতে ভোট পরিচালনা করতে চায়।

কিন্তু বাধ সেধেছে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী। এরাজ্যে লোকসভা ভোট করতে কমিশন ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু একবারে এত সংখ্যক বাহিনী পাওয়া যাবে না। বাহিনী আসবে দফায় দফায়। তবু তো ভোটের দিন ঘোষণার অনেক আগে দু'দফায় ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। ১ এপ্রিল আরও ২৭ কোম্পানি আসছে। এখন প্রথম দফার ভোটে উত্তরবঙ্গের জন্য আরও অন্তত ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আনতে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে কমিশনে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে এই নিয়ে আবার কথাবার্তা শুরু হয়েছে কমিশনের। এমনিতেই দেশে লোকসভার ১০২টি আসনে প্রথম দফার ভোট।

পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি দেশের

**প্রথম দফার ভোট**

ওই ১০২টি আসনের ভোটেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে কমিশনকে। কমিশনের খবর, ভোটের দিন ঘোষণার পরই উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে দু'একটি হিংসাত্মক ঘটনায় পরিস্থিতি প্রায় উত্তপ্ত। এই অবস্থায় শান্তিতে ভোট করাতেও বদ্ধপরিকর কমিশন। অবাধ ভোটের জন্য উত্তরবঙ্গের সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন চায় কমিশন। এই অবস্থায় তা কী করে সম্ভব? এটাই ভাবাচ্ছে কমিশনকে। তবু আশার কথা, উত্তরবঙ্গে প্রথম দফা ভোটের আগে আরও অন্তত ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাতে জোরদার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে কমিশনে বলে শুক্রবারের খবর।

# অর্থসংকট থাক

*প্রথম পাতার পর*

সে যা হোক, ৪৬ বছর আগের কথায় ফিরে আসি। তখন প্রার্থীরা কেউ খরচ নিয়ে ভাবতেন না। লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন। গৌরী সেন অর্থে রাজনৈতিক দল।

বাম দলের প্রার্থীরা কর্মীদের সঙ্গে হাটেঘাটে ঘুরে কৌটো ঝাঁকিয়ে চাঁদা তুলতেন বা পাড়ায় পাড়ায় কুপন দিয়ে অর্থসংগ্রহ করতেন। বড় শিল্পপতিরা দরাজহস্ত ছিলেন কংগ্রেসের তহবিল ভরতে। বদলটা আসতে শুরু করল কমিশন প্রথার হাত ধরে। কাজ যাই হোক না কেন, জনপ্রতিনিধিদের কমিশন দিতে হবে। তৃণমূল জমানায় সেই কমিশন হয়ে গেল কাটমানি। বাম জমানায় প্রধান বা পঞ্চায়েত সদস্য না চাইলেও টেন্ডার মূল্যের ৫ শতাংশ তাঁদের হাতে গুঁজে দিতেন ঠিকাদার, সরবরাহকারীরা।

কেউ নিতে না চাইলে ঠিকাদার বা সরবরাহকারীরা সেই প্রধানের বৌয়ের কাছে পৌঁছে যেতেন। 'বৌদি এটা রাখুন।' এটা আসলে অভ্যাস খারাপ করার একরকমের কৌশল। ঘরের লোককে লোভী বানিয়ে দাও। সেই চাপে অসৎ হয়ে যেতে দাও জনপ্রতিনিধিদের। বাম আমলেই কৌশলটা সফল হতে আরম্ভ হল। তারপর স্বেচ্ছায় কমিশনের জমানা পার হয়ে গেল। শুরু হল চাপ দিয়ে টাকা আদায়। কখনো-কখনো দলের নাম করে। দল হয়তো জানতই না।

এখন দল সব জানে। দল ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা সিপিএমের একাংশের ছেঁড়া চটিতে পা গলিয়ে গুরু মারায় বিদ্যায় ওস্তাদ হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটা আর পুকুর চুরি থাকল না, হয়ে গেল সমুদ্র চুরি। সুযোগ পেলে বিজেপির জনপ্রতিনিধিরাও যে সুযোগ ছাড়েন না, তার অনেক উদাহরণ আমার সাংবাদিকতা জীবনে দেখেছি। ক্রমশ সামনে আসছে যে, মোটা টাকার নির্বাচনি বন্ড কিনে বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদলের ভাঁড়ার ভরিয়ে বরাত হাতিয়ে নিয়েছে অনেক শিল্পগোষ্ঠী।

গ্রাম স্তরে, বিধানসভা বা লোকসভা কেন্দ্র স্তরে সেরকম গোষ্ঠীর অনেক ক্ষুদ্র অবতার সক্রিয়। তাদের সুবাদে লাভজনক পেশা হয়ে উঠেছে জনপ্রতিনিধিত্ব। একধরনের লগ্নি হয় এই পেশায়। দলের নেতা বা জনপ্রতিনিধির পদ দখল করাটাই সেই লগ্নি। কেউ আমানত রাখলেই তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে মুনাফা। দলের কর্মকর্তা বা জনপ্রতিনিধি হওয়ার জন্য তাই উৎকোচ দেওয়া এখন দস্তুর।

ঠিকাদার-সাপ্লায়ারদের একাংশও লগ্নি করেন জনপ্রতিনিধিদের ওপর। মনোনয়নপত্র পেশ থেকে ভোটের প্রচারের খরচ, জনপ্রতিনিধি হওয়ার পরেও নানাবিধ জোগান দেওয়া সেই লগ্নির মধ্যে পড়ে। বিনিময়ে জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে সুযোগসুবিধা, বরাত, ব্যবসায়িক লাভ নিংড়ে নেন তাঁরা। কর্পোরেট দুনিয়া, এমনকি স্থানীয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠী জনপ্রতিনিধিদের ব্যবহার করে ফুলেফেঁপে ওঠে। এখন আর তাই কাউকে বলতে হয় না, মনোনয়ন ফি দেওয়ার টাকা নেই।

ভোটে লড়তে দল যা টাকা দেয়, তার অতিরিক্ত খরচ করার জন্যও এই গৌরী সেনরা মুখিয়ে থাকেন। জনপ্রতিনিধিরাও কয়েকশো গুণ রিটার্ন তুলে নেন। অসমে সম্প্রতি একজন রাজনৈতিক নেতাকে টাকার বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। বাংলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবীর বাড়িতে টাকার পাহাড় উদ্ধার হয়েছে। টাকা মাটি, মাটি টাকা – রামকৃষ্ণদেবের বাণীটা উলটে গিয়েছে যেন।

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে ডাল লেকে দাঁড়িয়ে শিকারা। শুক্রবার শ্রীনগরে। -পিটিআই

# ঝড়ের আভাস

*প্রথম পাতার পর*

এতে এনআইএ কর্তারা যথেষ্ট চাপে পড়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে শুধু তদন্তের বর্তমান অবস্থা জানাতে কলকাতা অফিসকে নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি।

তদন্তগুলি কতটা এগিয়েছে, কতজন গ্রেপ্তার হয়েছে, অভিযুক্ত কতজন এখনও গ্রেপ্তার হয়নি ইত্যাদি রিপোর্টই এখন পাঠাচ্ছে এনআইএ'র কলকাতা অফিস। ওই মামলাগুলি সম্পর্কে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্টও চাওয়া হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে বিজেপি কর্মী খুন, উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতে বিস্ফোরণ, এগরায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ইত্যাদি একাধিক ঘটনার তদন্ত করছে এনআইএ।

ঘটনাগুলি দেড়-দু'বছর আগের। প্রাথমিক খোঁজখবরের পর তদন্ত আর সেই অর্থে এগোয়নি। ভোটের মুখে বঙ্গ বিজেপির এক প্রভাবশালী নেতার নিজাম প্যালেসে যাওয়া ও তারপর ভূপতিনগরের তৃণমূল কর্মীদের তলব করার পর কুণাল যেমন প্রশ্ন তুলছেন, তেমনই এনআইএ আধিকারিকদের একাংশের উষ্মা আর গোপন থাকছে না।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রতিক্রিয়া, 'জেলখাটা আসামির কথার উত্তর দেব না। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে। ক্ষমতা থাকলে জেলখাটা আসামি প্রমাণ দিক।' বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'এতদিন তো বলতেন শুভেন্দু, সুকান্ত নির্দেশ দেন। তারপর তল্লাশি হয়। কুণাল ঘোষ একজন সাংবাদিক। খবরাখবর রাখেন। জেনেশুনে নিশ্চয়ই বলেছেন। তাঁকে অভিনন্দন।' বিজেপি নেতাদের কেউই অবশ্য এনআইএ'র এক কর্তার সঙ্গে বৈঠকের কথা স্বীকার বা অস্বীকার করছেন না। তবে তা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে যথেষ্ট অস্বস্তি রয়েছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের যে অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে উঠেছে, এনআইএ-র ঘটনা তাকেই মান্যতা দিচ্ছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ।

# ছোটেলাল যেন কিশনগঞ্জের পদ্মরাজন

**কিশনগঞ্জ, ২৯ মার্চ :** আরও এক পদ্মরাজনের খোঁজ মিলল কিশনগঞ্জে। তিনি বছর পঞ্চান্নর ছোটেলাল মাহাতো। তামিলনাড়ুর পদ্মরাজন ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত ২৩৮টি ভোটে অংশ নিলেও একবারও সফল হননি। ছোটেলালও তাই। ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচন দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। ছোটেলাল যাঁদের কাছে হেরেছেন সেই তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সৈয়দ শাহনওয়াজ হোসেন, রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রাক্তন মহাসচিব তসলিমুদ্দিন, ডঃ জাবেদ আজাদ প্রমুখ। পেশায় গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহকারী ছোটেলালের নেশা ভোটে লড়া।

এবারও কিশনগঞ্জ লোকসভা আসনে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়ছেন। এজন্য বৃহস্পতিবার জেলা ট্রেজারিতে দশ হাজার টাকা জামানত দিয়ে জমা দিলেন মনোনয়নপত্র। এনিয়ে পাঁচবার এই কেন্দ্র থেকে লোকসভায় তিনি প্রার্থী হলেন। অতীতের মতো এবারও জানালেন, সবাইকে হারিয়ে তিনিই জিতবেন। কিন্তু প্রতিবারই জোটে হারের তকমা।

নির্বাচনে লড়ার জন্যে তিনি বছরভর টাকা জমান। স্ত্রী গীতাদেবী ও মা সুদামাদেবী ছাগল, মুরগি পুষে তা বিক্রি করে টাকা জোগান বলে জানান। ছোটেলাল জানান, ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তিনি প্রথম কিশনগঞ্জ কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছিলেন। তারপর থেকে এখনও লড়ছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন তিনি নিশ্চিত সাংসদ নির্বাচিত হবেন।

সহকর্মী শংকর, জাভেদ, আজাদ, মংলাদের বক্তব্য, ছোটেলাল ভালো মানুষ। তাঁরা সবাই তাঁর হয়ে প্রচার করেন। তাঁর সম্বল আধ ভাঙা সাইকেল। সেটা চড়েই তিনি নিয়ে প্রচার চালান।

# শরণে রাজু-অজয়

*প্রথম পাতার পর*

আবার অজয়ের পালটা, 'দীর্ঘ ১৫ বছর আমরা অনেক আশা নিয়ে ছিলাম। কিন্তু বিজেপি পাহাড়ের মানুষের উন্নয়নে কোনও কাজই করেনি। সেই কারণেই আমাদের এবার অন্যরকম ভাবতে হচ্ছে।'

এদিন সকালে দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের চেয়ারম্যান তথা সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও ইস্তাহার কমিটির চেয়ারম্যান পি চিদম্বরমের সঙ্গে কথা বলেন হামরো পার্টির নেতা অজয় এডওয়ার্ড। এবার কংগ্রেসের নির্বাচনি ইস্তাহারে পাহাড়ে ষষ্ঠ তফশিল ও পাহাড়ের প্রায় ১১টি জনজাতিকে উপজাতির স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি রাখার কথা বলেন তিনি।

এদিকে, বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে ফিরে বাগডোগরা বিমানবন্দরে গুরুং বলেছিলেন, 'যা বলার শুক্রবার বলব।' শুক্রবার সন্ধ্যায় জানান, ১ এপ্রিল মোর্চা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করবে। ফলে বিমল কোন পথে চলেন, সেদিকেই আপাতত নজর পাহাড়ের।

(সংকলন : সানি সরকার, ভাস্কর বাগচী, রণজিৎ ঘোষ ও খোকন সাহা)

# সাপের কামড়ে মৃত্যু

**কিশনগঞ্জ, ২৯ মার্চ :** থানায় আলমারিই সাপের ডেরা। আর সেখানে হাত পড়তেই দংশন করল সাপ। সেই সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক মহিলা কনস্টেবলের। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের টেরাগছ থানায়। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম শান্তি কুমারী (২৪)। তিনি বিহারের ছাপড়ার মসরকের বাসিন্দা ছিলেন।

বৃহস্পতিবার থানার আলমারিতে পুরোনো ফাইল খোঁজার সময়, সেখানে থাকা একটি সাপ তাঁর ডান হাতের আঙুলে কামড়ায়। সহকর্মীরা তাঁকে টেরাগছ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে অ্যান্টি ভেনাম না থাকায় কিশনগঞ্জের বেসরকারি এমজিএম মেডিকেল কলেজে আনা হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে এসডিও লতিফুর রহমান আনসারি ও এসডিপিও গৌতম কুমার প্রমুখ সেখানে যান। রাতেই তড়িঘড়ি ময়নাতদন্ত করা হয়। শুক্রবার সকালে মৃতদেহ ছাপড়ায় পাঠানো হয়। এসডিপিও জানান, সর্পদংশনে টেরাগছ থানার কনস্টেবল শান্তি কুমারীর মৃত্যু হয়েছে। সরকারি নিয়মে তাঁর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। টেরাগছ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিষেধক মজুত না থাকায় পুলিশ সহ স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যদিও ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক রাজেশ কুমারের দাবি, টেরাগছে প্রতিষেধক ছিল। কিন্তু রোগীকে পুলিশ অনেক দেরিতে ভর্তি করায় অবস্থার অবনতি হয়।

# রোজা রেখে রক্তদান কীর্তনের অনুষ্ঠানে

রাজু সাহা

**শামুকতলা, ২৯ মার্চ :** এ যেন সম্প্রীতির এক আলাদা ছবি। হরিনাম কীর্তনের মাঝে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রোজা রেখেই এক মুসলিম তরুণ রক্তদান করলেন। গত কয়েকদিন ধরে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মধ্য পারোকাটা গ্রামে একটি হরি মন্দিরের বার্ষিক হরিনাম কীর্তন অনুষ্ঠান চলছে। সেখানেই শুক্রবার রক্তদান শিবিরে আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি গ্রামের অনেকেই রক্তদান করেছেন। শিবিরের কথা শুনে চলে আসেন গোলাপ হোসেনও। রোজা রেখেই তিনি রক্তদান করেন। গোলাপের এমন উদ্যোগে খুশি সকলে। মধ্য পারোকাটার রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের প্রধান আচার্য গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী বলেন, 'আমরা প্রতিবছরই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি। এবার শিবিরে একজন অন্য ধর্মাবলম্বী এক তরুণ রোজা রেখে রক্তদান করেছে এটা সত্যিই প্রশংসার।'

যেখানে বর্তমানে ধর্মকে ঘিরে মানুষে মানুষে বিভেদ, রক্তপাতের মতো ঘটনা ঘটছে সেখানে এমন দৃশ্য সত্যিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, লোকসভা নির্বাচন নিয়ে সব রাজনৈতিক দল ব্যস্ত থাকায় বর্তমানে সেভাবে রক্তদান শিবির হচ্ছে না। এতে ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কীর্তন উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় ওই মন্দির কমিটির তরফে। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় ওই শিবির হয়। সেখানেই ওই সম্প্রীতির ছবি ধরা পড়ে। ১৫ কিলোমিটার দূর থেকে কুমারগ্রাম ব্লকের খোয়ারডাঙ্গা থেকে রক্তদান করতে আসেন গোলাপ। রক্তদান করার পর প্রত্যেকের জন্য ফল, দুধ, ডিম সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু রোজার জন্য গোলাপ কিছু খাননি। এরপর ওই তরুণের হাতে রাধাকৃষ্ণের ছবি এবং গীতা তুলে দেওয়া হয়। গোলাপের কথায়, 'আমি বছরে তিন-চারবার রক্তদান করি।

এদিন রক্তদান শিবির হচ্ছে জেনে রোজা রেখেই রক্তদান করলাম। আমরা যে ধর্মেরই মানুষ হই না কেন আমাদের প্রত্যেকের রক্তের রং লাল। তাই রক্তদান করেই সম্প্রীতির বার্তা দিলাম।' এদিন শিবিরে গোলাপ সম্প্রীতির মেলবন্ধন নিয়ে বক্তব্যও রাখেন। প্রায় ২৫ জন এদিন রক্ত দিয়েছেন।

রক্তদান শিবিরে গোলাপ হোসেন। শুক্রবার।

# বসন্ত ফিরুক শরীরে বয়স থাক হাতের মুঠোয়

বয়স। সে নাকি সংখ্যা মাত্র! এমনটা বলে থাকেন অনেকে। সে যারা পারেন তারা পারেন। কিন্তু আমরা সবাই কি বয়সকে হাতের মুঠোয় বন্দী রাখতে পারি? পারি না। মনের বয়স বুড়িয়ে না গেলেও শরীরের বয়স বুড়িয়ে যায়। সেই বুড়িয়ে যাওয়াকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন? কী খাবেন? প্রকৃতির নিয়মে বয়স তো বাড়তেই থাকবে। তবে অনেকেই আছেন যাদের বয়সের তুলনায় বার্ধক্যের ছাপ খানিকটা বেশি দেখায়। এর অন্যতম কারণ অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাস। যার ফলে বলিরেখা, চুল পড়ে যাওয়া সহ নানা রকম রোগের উপসর্গ দেখা দেয়।

ত্বক ও চেহারার সঙ্গে খাদ্যের যোগ রয়েছে। সাধারণত ত্বক টান টান করে রাখে কোলাজেন নামের প্রোটিন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহের কোলাজেন উৎপাদন কমে যায়। যার ফলে ত্বক কুঁচকে যেতে থাকে, বলিরেখা পড়ে। ত্বক বিশেষজ্ঞদের মতে, খাদ্যতালিকায় কোলাজেনসমৃদ্ধ খাবার রাখলে বয়সের ছাপ দূর হয় সহজে।

### শাকসবজি

গাঢ় সবুজ রঙের শাকসবজিতে আছে প্রচুর খনিজ উপাদান। এর মধ্যে থাকা ভিটামিন এ, সি এবং ই। এগুলো কোলাজেন তৈরির জন্য দরকার। তাই খাদ্যতালিকায় শাক, বিশেষ করে পালংশাক, ব্রকলি, বাঁধাকপি, শালগম ও শিমজাতীয় সবজি রাখুন।

### গাজর

গাজরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে, যা ক্ষতিগ্রস্ত ত্বককে কোলাজেন তৈরি করতে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি মিষ্টি আলু, অ্যাপ্রিকটের (কমলা রঙের ফল), বাঙ্গি এবং আমও খাওয়া যেতে পারে।

### টমেটো

টমেটোতে প্রচুর লাইকোপিন থাকে। এটি ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে রক্ষা করে। সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি ত্বকের কোলাজেন ভেঙে দেয়। এর ফলে বলিরেখা দেখা দেয় না। ত্বক থাকে টানটান ও মসৃণ।

### সামুদ্রিক মাছ

সামুদ্রিক মাছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন ডি ত্বককে কোমল ও হাড় মজবুত রাখতে সাহায্য করে। তাই সম্ভব হলে সপ্তাহে অন্তত দুদিন সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার পরামর্শ দেন ত্বক বিশেষজ্ঞরা।

### রসুন ও কাঁচা হলুদ

রসুন উচ্চ সালফার যুক্ত মশলা, এটি কোলাজেনের ভেঙে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। আর হলুদকে বলা হয় পাওয়ার হাউস বা শক্তিঘর। প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পানির সঙ্গে কয়েক টুকরা কাঁচা রসুন ও হলুদ খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, ত্বকও হয় মসৃণ।

### লেবু

ত্বকের বলিরেখা ও ক্ষত দূর করতে লেবুর কোনও জুড়ি নেই। প্রতিদিন সকালে চিনি ছাড়া এক গ্লাস লেবুর রস খেলে কিন্তু ত্বক সজীব থাকে।

### কাঠবাদাম

কাঠবাদামে প্রচুর ভিটামিন ই, সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। তাই বিশেষজ্ঞরা ৩০ বছর বয়সের পর নিয়মিত পাঁচ-ছয়টি করে কাঠবাদাম খাদ্যতালিকায় রাখার পরামর্শ দেন।

### কিউই ও বেরি

কিউই ও বেরিজাতীয় ফলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। ভিটামিন সি অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোলিন ও গ্লাইসিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হাইড্রোক্সিপ্রোলিন তৈরি করে। এটি কোলাজেনের ভেঙে যাওয়া রোধ করে।

### বিটরুট

বিটরুটের ভিটামিন এ, সি, পটাসিয়াম ও সুপার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ত্বকের মৃত কোষকে দূর করে ত্বক পরিষ্কার রাখে, ত্বকের ছিদ্র মেরামত করে।

# বদলে যাওয়া সময়ে মাথায় থাক চুলের যত্ন

সব ঋতুতেই চুলের যত্ন প্রয়োজন। ঋতুভেদে চুলের যত্নে একটু ভিন্নতা এলেও কিছু কিছু বিষয় সব ঋতুতে একই রকম থাকে। যেমন তেল দেওয়া থেকে শুরু করে চুলে নানান ধরনের হেয়ার প্যাক ব্যবহার করা পর্যন্ত। তবে শুধু চুলের যত্ন করলেই হবে না। চুলের ধরন বুঝে করতে হবে চুলের যত্ন। সবার চুলের যত্ন একই রকম হবে না বা সবার চুলের যত্নের চাহিদাও একই রকম হবে না কারণ প্রতিটা মানুষের চুলের ধরন আলাদা।

## চুলের জন্য তেল

যে ধরনেরই হোক না কেন চুলের জন্য তেল অপরিহার্য। হট অয়েল ম্যাসাজের জন্য (২ বার সপ্তাহে) একটি পাত্রে পরিমাণ মতো নারকেল তেল ক্যাস্টর অয়েল ও অলিভ ওয়েল একত্রে মিশিয়ে গরম করে নিন। তারপর সেই তেল আঙুলের সাহায্যে স্ক্যাল্পে ভালো করে ম্যাসাজ করে নিন। এতে স্ক্যাল্পেও রক্ত সঞ্চালন ভালো হবে। অক্সিজেন সরবরাহ হবে। চুলের রুক্ষতা দূর হবে ও চুলে উজ্জ্বলতা আসবে। নারকেল তেল সব চুলের জন্যই উপযোগী কারণ নারকেল তেল চুলে প্রোটিন ধরে রাখার ক্ষমতা বেশি। শুষ্ক চুলকে ময়েশ্চারাইজ করে। সব ধরনের চুল যেমন রিবন্ডিং হেয়ার, কালারড হেয়ার, ব্লিচড হেয়ার, রোদ ও হিটে ড্যামেজ হওয়া চুলেও প্রাণ ফিরিয়ে আনতে নারকেল তেল জরুরি। চুলকে গোড়া থেকে শক্ত করে।

## যা করবেন

ঋতুভেদে চুলের যত্ন যতই আলাদা হোক না কেন কিছু বিষয় সবারই খেয়াল রাখতে হবে। যেমন নিয়মিত চুল পরিষ্কার রাখা। চুলে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন তেল দেওয়া জরুরি। প্রতিদিন দুই থেকে তিনবার চুল আঁচড়াতে হবে। রাতে ঘুমানোর আগে ভালো করে চুল বেঁধে ঘুমান। প্রতি তিন দিন পরপর বালিশের কভার পরিবর্তন করুন।

## যা করবেন না

ভেজা চুল আঁচড়াবেন না। চুল ভেজা অবস্থায় কখনওই বালিশে মাথা রাখবেন না। জট পাকানো চুলে তেল ব্যবহার করবেন না। তেল ব্যবহারের আগে চুলে ভালো করে জট ছাড়িয়ে তারপর ব্যবহার করুন। তেল দেওয়া কিংবা শ্যাম্পু করার সময় চুলে যেন নখ না লাগে। নখ চুলের গোড়াকে দুর্বল করে তোলে।

## শ্যাম্পু

শ্যাম্পুর মূল কাজই চুল পরিষ্কার রাখা। সপ্তাহে ৩ দিন শ্যাম্পু করুন। ধুলোবালি যাতে গোড়ায় থেকে না যায় সে দিকটি খেয়াল রাখবেন। স্ক্যাল্প পরিষ্কার রাখার জন্যে একটি ভালো শ্যাম্পু ব্যবহার করা প্রয়োজন। বেশি কেমিক্যাল যুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার থেকে দূরে থাকুন। কেমিক্যাল চুলের ক্ষতি করে। মনে রাখবেন, স্ক্যাল্প পরিষ্কার থাকলেই চুল ভালো থাকবে।

## হেয়ার প্যাক

ঘর থেকে বাইরে বেরোলেই হাজারো দূষণ। দূষণ থেকে পরিত্রাণ পেতে হেয়ার প্যাকা ব্যবহার করা জরুরি। দূষণের ফলে চুলের প্রাণ হারিয়ে যায়। চুলের সজীবতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই সপ্তাহে একদিন হেয়ার প্যাক লাগানো আবশ্যক।

## কন্ডিশনার

শ্যাম্পু করার পরে অবশ্যই কন্ডিশনার ব্যবহার জরুরি। আমরা অনেকেই এই ভুলটা করে থাকি। অনেকে মনে করে, শ্যাম্পু করার পরে কন্ডিশনার না লাগালেও চলবে। কিন্তু পুরুষ-নারী প্রত্যেকের কন্ডিশনার ব্যবহার করা উচিত। কন্ডিশনার, শ্যাম্পু করার পরে আপনার চুলে একটি সুরক্ষা-স্তর তৈরি করে যা ধুলোবালি, দূষণ থেকে চুলকে রক্ষা করে।

# গরমে ত্বক ভালো রাখবে যেসব স্ক্রাব

বসন্তের শেষবেলা। ইতিমধ্যে গরম পড়ছে পুরোদমে। বাড়বে তাপের তীব্রতা। এই সময় বারবার হাতমুখ ধুতে গিয়ে বা স্নানের ফলে ত্বক আর্দ্রতা হারায়। তাই প্রয়োজন ত্বকের বিশেষ যত্ন। ত্বকের যত্নে স্ক্রাব ভীষণ প্রয়োজনীয়। সপ্তাহে তিন দিন ব্যবহার করলে ত্বক যেমন ভালো থাকবে, মনও থাকবে সতেজ।

ঘরে সহজ উপকরণে তৈরি করে নিতে পারেন কিছু স্ক্রাব। যেমন:

### বেসন-হলুদ স্ক্রাব

একটি পাত্রে ১ টেবিল চামচ বেসন, আধ চা চামচ হলুদ, ১ চা চামচ চন্দনের গুঁড়ো নিয়ে দুধ বা টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। ঘরোয়া এই স্ক্রাব সপ্তাহে ৩ দিন ব্যবহার করলেই ত্বকের জেল্লা ফিরে আসবে।

### ওটস-মধু স্ক্রাব

আধকাপ ওটস গুঁড়ো করে নিন। এর সঙ্গে মিশিয়ে নিন মধু। স্নানের আগে এই মিশ্রণ পুরো গায়ে মেখে নিন। আধঘণ্টা পর ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

### তিল-লবণ স্ক্রাব

শুকনো তাওয়ায় ভাজা তিল ভালোভাবে গুঁড়ো করে নিন। এরপর একই পরিমাণ তিলের গুঁড়ো ও লবণ মিশিয়ে নিন। সঙ্গে প্রিয় এসেনশিয়াল অয়েলও মেশাতে পারেন। স্নানের আগে এই মিশ্রণ শরীরে ভালো করে মেখে নিন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

# রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন বাগানবিলাস

কাগজ কাগজ, পাঁচজনের কথায় তাই কাগজ ফুল বা কাগজি ফুল। বাড়ির উঠোনে, বারান্দায় অথবা ছাদের শোভা বাড়াতে যে গাছের নামটি মনে আসে সেটি হল এই কাগজ ফুল বা বাগানবিলাস। নানা রঙের ফুলে রঙিন হয়ে ওঠে চারিদিক। ইংরেজিতে ফুলটির নাম বুগেনভিলিয়া। ফরাসি আবিষ্কারক লুই অটোইন ডি বোগেইনভিলিয়ার নাম অনুসারে এই গাছের নাম।

রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নামকরণ করেছিলেন বাগানবিলাস। আসলে, সারা বছর বাগানের শোভা বাড়ায় এই ফুল। বাগান প্রেমীদের কাছে বাগানবিলাস একটি সেরা উপহার। এছাড়া, আমদের দেশের প্রায় সব জায়গায় এই গাছ চোখে পড়ে। বিশেষ করে বাড়ির সামনের গেট অথবা পার্কে। বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে এই গাছের ফুল। লাল, কমলা, হলুদ, সাদা, গোলাপি, আরও কত রং! তবে অনেকেরই অভিযোগ থাকে যে তাদের বুগেনভিলিয়া গাছে ফুল আসছে না। পাতায় ভরে যাচ্ছে গাছ, ভালো গ্রোথ থাকলেও ফুলের অভাব।

বাগানবিলাস গাছে ফুল আনার সবচেয়ে ভালো উপায় হল জলের অভাব তৈরি করা। বাগান বিলাস গাছের মাটি ভেজা থাকা মানেই এতে সেভাবে ফুলের দেখা পাওয়া যাবে না। তাই গাছের মাটি পুরো শুকিয়ে পাতা ঝিমিয়ে পড়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে। এবং তারপরও যে জল দেবেন তা-ও খুব সামান্য হতে হবে। মানে সেইটুকুই জল দিতে হবে যতটা গাছটির বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। কয়েকদিন এরকম করলেই গাছ ভরে ফুল যাবে।

রোদ পছন্দ করে এই গাছ। গাছটি সরাসরি রোদে রাখতে হবে দিনে অন্তত ৪-৫ ঘণ্টা। গাছ যত রোদ পাবে তত বেশি ফুল ফুটবে। কারণ এই গাছের খুব বেশি এনার্জির প্রয়োজন হয়। গরমে অনেক সময়ই দেখা যায় ফুলের রং একটু হালকা হয়ে গিয়েছে। অনেক সময় রোদের তীব্রতার কারণেই এমনটা হতে পারে। ভয় পেয়ে গাছকে ভুলেও ছায়ায় রাখবেন না। বাগান বিলাস লতানো গাছ। তবে গাছ ঝাঁকড়া না হলে ফুলও কম পাবেন।

# জলখাবারে হালুয়া

**সকালের জলখাবারে একটুখানি হালুয়া হলে সকালটা মিষ্টি হয়ে ওঠে। কিন্তু হালুয়া বানানোর হাজারটা ঝামেলায় অনেকেই এড়িয়ে যান। কিন্তু খুব সহজেই অল্প কিছু উপকরণে ঝটপট বানিয়ে নিতে পারেন হালুয়া। রইল প্রণালী।**

## গাজরের হালুয়া

**উপকরণ**

দেড় কেজি গাজরের কুচি বা গ্রেট করা, ২ কাপ চিনি, ২ লিটার দুধ, ৩/৪টা এলাচ, ২/৩ টা দারচিনি, ১০-১২টা কাজুবাদাম, ৩-৪ টেবিল চামচ ঘি।

**প্রণালী**

প্রথমে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিন। এরপর গ্রেট করা গাজর দুধের মধ্যে দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। মাঝারি আঁচে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না গাজরের মিশ্রণ নরম হচ্ছে। এবার একে একে চিনি, এলাচ, দারচিনি দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়ুন। একসময় দুধ শুকিয়ে এলে অল্প আঁচে ঘি ঢেলে দিয়ে একবার নেড়ে নিন। হালুয়া পাত্রের ধার থেকে সরে সরে এলে এবং সোনালি বাদামি রং হয়ে এলে পাত্রটি নামিয়ে নিয়ে কাজুবাদাম কুচি দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

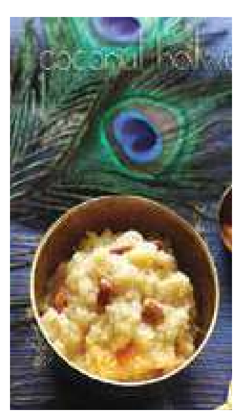

## নারকেলের হালুয়া

**উপকরণ :** দেড় কাপ নারকেল কোরা, ১ কাপ চিনি, ১/২ কাপ ঘন দুধ ও ১/২ চা চামচ এলাচগুঁড়ো।

**প্রণালী :** প্রথমে নারকেল কোরা পাটায় বেটে বা ব্লেন্ডারে মিহি করে পেস্ট করে নিন। তবে খেয়াল রাখবেন বেশি জল দিয়ে পেস্ট করা যাবে না। দানাগুলো মিহি হলেই হবে। এরপর ওভেনে একটি প্যান বসিয়ে মাঝারি আঁচে তাতে নারকেল বাটা বা পেস্ট , চিনি ও ঘন দুধ দিয়ে মেশাতে থাকুন। ৩ থেকে ৪ মিনিট পরেই দুধ শুকিয়ে এলে মিশ্রণটা ঘন হতে শুরু করবে। তখনই এলাচগুঁড়ো দিয়ে দিন এবং নেড়েচেড়ে মেশাতে থাকুন। কিছুক্ষণের মধ্যে নারকেলের মিশ্রণটি আঠালো হয়ে আসছে এবং প্যানের গা ছেড়ে আসছে, তখন নামিয়ে ফেলুন। মিশ্রণটি ঠান্ডা হাওয়ার আগে থালায় ঘি মেখে গরম হালুয়া ঢেলে সমান করে নিন। এরপর ঠান্ডা হলে ছাঁচে বসিয়ে নকশা করুন।

# ইয়ারফোন পরিষ্কার আছে তো?

নতুন যুগে নতুন প্রজন্মের কানে হেডফোন বা ইয়ারফোন আকছার চোখে পড়ে। অবসরে গান শোনা, কিংবা মিটিং, কানে গোঁজা থাকে সেই ইয়ারফোন। তবে দীর্ঘ সময় যন্ত্রটি ব্যবহারে কিন্তু কানের ক্ষতি হয়। চিকিৎসকেরা বলছেন, একটানা কানে হেডফোন বা ইয়ারফোন গুঁজে কিংবা নির্দিষ্ট শব্দমাত্রার চেয়ে জোরে গান শুনলে কানের ক্ষতি হয়। এই বিষয়টা আমাদের জানা। কিন্তু ইয়ারফোনে জমা নোংরা থেকেও যে একই রকম ভাবে বিপদ হতে পারে, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। তাই কানের সঙ্গে সঙ্গে ইয়ারফোন নিয়মিত পরিষ্কার করাও জরুরি।

কানের মধ্যে জমা নোংরা ইয়ারফোন বা প্লাগের খাঁজে জমে। সেখানেই বাসা বাঁধে ব্যাক্টেরিয়া। সেই যন্ত্র আবার কানে গুঁজলে সেখান থেকে কানে সংক্রমণ হতে পারে।

আবার, একটি ইয়ারফোন অনেকে মিলে ব্যবহার করলেও সংক্রমণের শঙ্কা বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে একই ইয়ারফোন ব্যবহার করলে কানের মধ্যে সূক্ষ্ম জীবাণুরা বাসা বাঁধে। এর সংক্রমণে কানে ব্যথা থেকে শুরু করে পাকাপাকি ভাবে শ্রবণশক্তিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ইয়ারফোন থেকে সংক্রমণ শুধু কান নয়, ত্বক পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। নাক, কান ও গলার চিকিৎসকদের মতে, অপরিষ্কার ইয়ারফোন থেকে শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতাও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। তাই ইয়ারফোন পরিষ্কার করাটা বিশেষভাবে জরুরি।

### নয়া দায়িত্ব

অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজির প্রয়াণের পর শুক্রবার ট্রাস্টি বোর্ডের বৈঠকে ভাইস প্রেসিডেন্ট গৌতমানন্দজি মহারাজকে অন্তর্বর্তী অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হল।

### কঙ্গনার খোঁচা

রাহুলের শক্তি-মন্তব্যে শুক্রবার কঙ্গনা রানাওয়াত বলেন, 'যে মান্ডি ঋষি মান্ডব্য, ঋষি পরাশরের সাধনভূমি, সেখানে হিন্দুশক্তি বিরোধীদের স্থান হতে পারে না।'

### লকেটের তোপ

'দেবাংশু বেড়ে পাকা। গাল টিপলে দুধ বেরোবে। আজ এসেছে, কাল থাকবে না।' তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য সম্পর্কে এই মন্তব্য হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের।

### কাশ্মীরে খাদে দুর্ঘটনা

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী ট্যাক্সি ৩০০ ফুট গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রামবনে ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

## 'সরকার বদলালে হবে তদন্ত'

# আয়করের নোটিশে হুঁশিয়ারি রাহুলের

**নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ :** শনির দশা যেন কিছুতেই কাটছে না কংগ্রেসের। একের পর এক আয়কর নোটিশে কার্যত জেরবার হাত শিবির। বৃহস্পতিবার কংগ্রেসকে ফের ১৮২৩.০৮ কোটি টাকার নতুন একটি নোটিশ পাঠিয়েছে আয়কর দপ্তর। এর আগে কংগ্রেসের বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১৩৫ কোটি টাকা বলপূর্বক তুলে নিয়েছিল দপ্তর। লোকসভা ভোটের মোদি সরকারের তরফে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভাতে মারার কৌশল প্রয়োগ করায় তীব্র ভাষায় তোপ দেগেছেন রাহুল গান্ধি। রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে তিনি বলেছেন, কেন্দ্রে যেদিন সরকার বদলাবে সেদিন সবকিছুর হিসেব নেওয়া হবে।

মোদির গ্যারান্টিকে নিশানা করে শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি লিখেছেন, 'যেদিন সরকার বদলাবে সেদিন গণতন্ত্রকে ছিন্নভিন্ন করার দায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে। এমন তদন্ত করা হবে যাতে দ্বিতীয়বার আর কারও ওই ধরনের কাজ করার সাহস হবে না। এটা আমার গ্যারান্টি।' ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা চলাকালীন ওই কথাগুলি বলেছিলেন রাহুল। সেই বক্তৃতার ভিডিও-ও শেয়ার করেছেন তিনি। এর আগে সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল অভিযোগ করেছিলেন, দেশে গণতন্ত্রকে ফ্রিজ করে দেওয়া

> যেদিন সরকার বদলাবে সেদিন গণতন্ত্রকে ছিন্নভিন্ন করার দায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে। এমন তদন্ত করা হবে যাতে দ্বিতীয়বার আর কারও ওই ধরনের কাজ করার সাহস হবে না। এটা আমার গ্যারান্টি।
>
> **রাহুল গান্ধি**

হচ্ছে। আয়কর দপ্তরের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে শনিবার থেকে তীব্র প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কংগ্রেস। আয়কর দপ্তরের নতুন নোটিশের কথা জানিয়ে দেশের প্রধান বিরোধী দল অভিযোগ করেছে, লোকসভা ভোটের আগে কর সন্ত্রাস চালিয়ে বিজেপি তাদের আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দিতে চাইছে।

এআইসিসি দপ্তরে এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'আমাদের আর্থিক দিক থেকে পঙ্গু করে দিতেই এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এটা কর সন্ত্রাস। কংগ্রেসকে আক্রমণ করতেই এর প্রয়োগ করা হচ্ছে। এটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।' শনিবার থেকেই কর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে দেশজুড়ে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। এদিন কংগ্রেস কোষাধ্যক্ষ অজয় মাকেন বিজেপির বিরুদ্ধে পালটা কর খেলাপির অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, 'বিজেপির বিরুদ্ধে গুরুতর কর ফাঁকির অভিযোগ রয়েছে। আয়কর দপ্তরের উচিত, বিজেপির থেকে ৪৬০০ কোটি টাকার বেশি অঙ্কের আর্থিক জরিমানা চাওয়া।' মাকেনের কথায়, আয়কর আইনে যে নিয়মের আড়ালে কংগ্রেসকে বিরক্ত করা হচ্ছে সেই নিয়মগুলিতেই বিজেপিকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। নির্বাচনি বন্ড নিয়েও বিজেপিকে এদিন তোপ দাগে কংগ্রেস।

## জার্মানি ও আমেরিকার পর বার্তা রাষ্ট্রসংঘের

**নিউ ইয়র্ক ও নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ :** দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিয়ে 'আন্তর্জাতিক মহাবিতর্ক' থামতেই চাইছে না!

আবগারি দুর্নীতি মামলায় ২১ মার্চ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করে ইডি। এ নিয়ে প্রথমে জার্মানি এবং পরে আমেরিকা সরব হয়। এবার কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি নিয়ে মুখ খুলল রাষ্ট্রসংঘ। ভারতে উদ্ভূত 'রাজনৈতিক অস্থিরতা' বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাষ্ট্রসংঘ বলেছে, 'আমরা আশা করব প্রত্যেক ভারতীয়ের রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে।'

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফান ডুজারিক বলেন, 'প্রত্যেক নাগরিক যেন অবাধ এবং সুষ্ঠুভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে দিল্লিকে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের

> প্রত্যেক নাগরিক যেন অবাধ এবং সুষ্ঠুভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে দিল্লিকে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা সব সময়েই উৎসাহিত করি সমস্ত দেশকে।
>
> **স্টেফান ডুজারিক**
> *রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের মুখপাত্র*

ব্যাপারে আমরা সব সময়েই উৎসাহিত করি সমস্ত দেশকে।'

এদিকে নরেন্দ্র মোদি সরকারের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে শুক্রবার দিল্লির মন্ত্রী অতিশী মার্লেনা ইডির বিরুদ্ধে বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টির রণকৌশলের বিশদ বিবরণ পেতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ফোন তল্লাশি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে ইডি। আসলে ইডি নয়, বিজেপিই আপের কৌশল জানতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ইডিকে নরেন্দ্র মোদি সরকার ব্যবহার করছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে।

কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি যে বেআইনি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সেটা ইতিমধ্যে দাবি করেছে আপ। শুক্রবার কেজরিওয়ালের সমর্থনে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করেছেন তাঁর স্ত্রী সুনীতা। নম্বরটি দলীয় কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে বলা হয়েছে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বেআইনি তথা প্রতিহিংসামূলক গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে ওই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি ব্যবহার করা হবে। কেজরির সমর্থনে আপ যে প্রচার শুরু করছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে, 'কেজরিওয়াল কো আশীর্বাদ'।

প্রার্থনা।। *গুডফ্রাইডে-তে বীরভূমের একটি চার্চের বাইরে। -পিটিআই*

## তৃণমূল-বিজেপির প্রধান অস্ত্র নমশূদ্র ও মতুয়ারা

# নাগরিকত্বই ভোটের ইস্যু

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**রানাঘাট, ২৯ মার্চ :** সিএএ ইস্যুতে ২০১৯ ও ২০২১ সালে লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে ফল পেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু এই সিএএ ইস্যুতেই এবার মতুয়া ভোট ধরে রাখা নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় রয়েছে গেরুয়া শিবির। রানাঘাট লোকসভার সাতটি বিধানসভার ৪টিই মতুয়া প্রভাবিত। এই চারটি কেন্দ্র থেকেই মূলত রানাঘাটের ফলাফল নির্ণয় হয়। কিন্তু মতুয়াদের দাবিমতো নিঃশর্ত নাগরিকত্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও ঘোষণা না থাকায় মতুয়া ভোটই এখন বিজেপির কাছে মাথাব্যথার কারণ। উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত রাজ্যের ৭৬টি বিধানসভা কেন্দ্র মতুয়া ও নমশূদ্র প্রভাবিত। এই পরিস্থিতিতে এবারের নির্বাচনে সেই মতুয়া ভোটের ঢল কোনদিকে নামে তার দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

রানাঘাট স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে জাতীয় সড়কের দিকে কিছুটা এগোতেই বাঁ-হাতে পড়বে একটি মন্দির। সেটি মতুয়াদেরই মন্দির। প্রতিদিন বিকালে ভক্তরা এই মন্দিরে জমায়েত হন। চলে হরিনাম। শুক্রবারও ওই মন্দিরে ভক্তদের আসর বসেছিল। হরিনাম সংকীর্তনের পর মন্দিরের বাইরে একটি চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন কয়েকজন মতুয়া ভক্ত।

অসীম বিশ্বাস নামে এক মতুয়া ভক্ত বলেন, 'আমাদের কাছে মতুয়া ভোট অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৪ সাল থেকে সিএএ কার্যকর করার কথা শুনে এসেছি। কিন্তু এবার শর্তাধীন সিএএ-র কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এটা আমরা চাইনি।'

তাঁর কথার মাঝেই অভিজিৎ বিশ্বাস নামে আরেক ব্যক্তি বলেন, 'আমরা এখানে ভোট দিচ্ছি। র‍্যাশন পাচ্ছি। মতুয়া ও নমশূদ্ররা ইতিমধ্যেই নাগরিক। আমরা কেন নিঃশর্ত নাগরিকত্ব পাব না? কেন আমরা শরণার্থী?' এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলার মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হলেন ওই এলাকার মতুয়া মহাসংঘের দায়িত্বে থাকা রজতাভ সরকার। তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে আমরা এই রাজ্যে কয়েক কোটি মানুষ এসেছি। আমাদের এখানে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড আছে। আমাদের এখন কেন লিখতে হবে আমরা নাগরিক নই?'

এই তর্কের আবহ গোটা রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রেই চলছে, তা বোঝা গেল দেওয়ার লিখন ও প্রচার দেখেই। রানাঘাট স্টেশন থেকে বেরিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে কিছুটা যাওয়ার পর রানাঘাট বাসস্ট্যান্ড। এই রাস্তার সর্বত্র জুড়ে রয়েছে ফ্লেক্স, ব্যানার, দেওয়াল লিখন। কেউ পিছিয়ে নেই। সিএএ প্রতিশ্রুতি রক্ষা যেমন বিজেপির প্রচারের অস্ত্র, তেমনই নিঃশর্তে নাগরিকত্ব না দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রকে চেপে ধরতে চাইছে তৃণমূলও। তাই সব হোর্ডিং, ফ্লেক্স ও ব্যানারে দু'পক্ষেরই অস্ত্র এই সিএএ ইস্যু। একদিকে যখন বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার তাঁর হোর্ডিংয়ে লিখেছেন, প্রতিশ্রুতি রাখে বিজেপি। মতুয়া ও নমশূদ্রদের নাগরিকত্ব দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

পালটা তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীর দেওয়াল লিখন, নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেওয়া হল না কেন, জবাব দিক বিজেপি। মুকুটমণি বলেন, 'কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাজ্যবাসীর সঙ্গে বঞ্চনা করেছে। যাঁরা এই রাজ্যের বাসিন্দা তাঁদের কেন নাগরিক নয় বলে হলফনামা দিতে হবে? তাহলে কীসের ভিত্তিতে তাঁরা এতদিন ভোট দিলেন? কেন্দ্রীয় সরকার আগে এটা স্পষ্ট করুক।'

জগন্নাথ সরকারের বক্তব্য, 'তৃণমূল অহেতুক আতঙ্ক তৈরি করছে। সকলেই নাগরিকত্ব পাবেন। এটা প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মাত্র।'

## অল্প বিশ্রামই যথেষ্ট, গেটসকে মোদি

**নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ :** বিদেশযাত্রা সেরে দেশে ফিরেই রাজ্য সফর। একের পর এক প্রশাসনিক ও দলীয় বৈঠক। সভা-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, ভাষণ। জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলা। এত পরিশ্রম করেন কী করে? 'মন কি বাত' মুখ থেকে বেরিয়েই গেল বিল গেটসের। হাসতে হাসতে জবাব দিলেন নরেন্দ্র মোদি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), কোভিড, থেকে নারীদের ক্ষমতায়ন, শুক্রবার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতার খোলামেলা আলোচনায় উঠে এল একাধিক প্রসঙ্গ। মোদি জানান, জীবনের একটি পর্বে হিমালয়ে ছিলেন তিনি। তখন ব্রহ্মমুহূর্তে স্নান করতেন। এখনও সেই অভ্যাস রয়ে গিয়েছে। গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে ঘুমোতে যান। আবার ভোররাতে উঠে পড়েন। ভোর ৩.২০ থেকে ৩.৪০-এর মধ্যে স্নান সেরে নেন। জীবনযাপনে সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেন। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের সঙ্গে শরীর মানিয়ে নিয়েছে। সেই কারণে সামান্য সময় বিশ্রাম নিলেই দীর্ঘক্ষণ চাঙ্গা থাকেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এনার্জি শরীরের শক্তি থেকে আসে না। কাজে উৎসাহ এবং আবেগ থেকে আসে। কাজই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শরীরও সেইভাবেই তৈরি হয়েছে।' গেটসের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে মোদি বলেন, 'সেইদিন আর দূরে নেই যখন শিশুরা আই (মারাঠিতে মা)-এর সঙ্গে এআই-ও বলবে।' এদিন নমো অ্যাপের মাধ্যমে মোদির ছবি তোলেন গেটস। ডিপফেক কনটেন্ট-এর অপব্যবহার রুখতে বিধিনিষেধের পক্ষেও সওয়াল করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

*অভিযোগপত্র হাতে সাংবাদিকদের সামনে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। নয়াদিল্লিতে।*

## নির্বাচন কমিশনে নালিশ তৃণমূলের

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ :** ইডি, সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির অপব্যবহার করে লোকসভা ভোটের আগে প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়ে এই নালিশ জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল। বিজেপির বিরুদ্ধে নির্বাচনের বিধি ভঙ্গের অভিযোগও এনেছে জোড়াফুল শিবির। ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা, রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন প্রমুখ।

কমিশনের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শশী পাঁজা বলেন, 'মূলত তিনটি বিষয়ে অভিযোগ জানিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছি। একদিকে যখন দেশে আদর্শ আচরণবিধি লাগু রয়েছে তারই মধ্যে কেন্দ্রীয় এজেন্সি অতিতৎপরতা দেখাচ্ছে। বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি কোমর বেঁধে নেমেছে বাংলায়।'

শশী অভিযোগ করেন, 'সমস্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সিই বাংলায় গিয়ে হানা দিচ্ছে। কিন্তু কোনও বিজেপি শাসিত রাজ্যে যাচ্ছে না। নির্বাচনের সময় যেহেতু এই বিষয়টি দেখার দায়িত্ব কমিশনের তাই আমরা তাদের কাছে এসেছি সুষ্ঠু এবং সমান নির্বাচনের লক্ষ্যে। এর আগে দেশের ইতিহাসে নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় এজেন্সির এরকম ব্যবহার দেখা যায়নি।'

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধেও আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। শশীর মন্তব্য, 'আচরণবিধি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও কীভাবে প্রধানমন্ত্রী কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় বাংলায় ইডির বাজেয়াপ্ত করা টাকা দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করার কথা বলতে পারেন? লোকসভা নির্বাচনের ঠিক মুখেই যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার মনরেগা প্রকল্পে ভাতা বাড়িয়েছে তারও সমালোচনা করেন তিনি।

## মৃত ৪২

**আলেপ্পো (সিরিয়া), ২৯ মার্চ :** সিরিয়ার আলেপ্পো প্রদেশে ইজরায়েলি বিমান হামলায় ৩৬ জন সিরীয় সেনা সহ কমপক্ষে ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে হেজবুল্লার ৬ জন সদস্যও রয়েছে। জখমের সংখ্যা বহু। যদিও সিরিয়ার সরকারি সংবাদমাধ্যম সিরিয়ান আরব নিউজ এজেন্সি (সানা) জানিয়েছে, ইজরায়েলি হামলায় জীবনহানি হয়েছে বহু সাধারণ মানুষের।

বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত পৌনে দুটো নাগাদ সিরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আকাশপথে হামলা চালায় ইজরায়েল। বহু অঞ্চলেই চালানো হয় ড্রোন হামলা। আলেপ্পো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে অস্ত্র কারখানাতেও হামলা হয়েছে বলে খবর সানার।

# সত্যি কথা বলতে পিছপা নই : দিলীপ

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ২৯ মার্চ :** কেন্দ্র বদল করে এবার তিনি বর্ধমান-দুর্গাপুরে। সবে ক'দিন হল সংগঠন গোছাতে মাঠে নেমেছেন। প্রচার নয়, নতুন জায়গায় দলের কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হতে, পরিচিত হতে। বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন একটা বড় পরিচিতি তাঁর ছিলই। তিনি সেটাই এখন শুধু ঝালিয়ে নিচ্ছেন বলে দাবি দিলীপ ঘোষের। তার মাঝেই তাঁকে ঘিরে ফের বিতর্ক শুরু। ঠোঁটকাটা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই তাঁকে তাড়া করে বেড়ায়। তবু তাতে বিচলিত নন দিলীপ।

শুক্রবার তাঁর কেন্দ্রের ইলামবাজার যাওয়ার পথে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় দিলীপ বললেন, 'কুছ পরোয়া নেহি। আমাকে নিয়ে এইসব তো হয়েই থাকে। আসলে আমাকে টার্গেট করে ওরা (তৃণমূল) প্রচারের আলোয় থাকতে চায়। আমাকে ধরেই

> বলার মতো তো আমিই আছি। আর বলেন কে? সত্যি কথা বলতে পিছপা হব কেন? সেই ধাতুতে গড়া নই আমি।
>
> **দিলীপ ঘোষ**

ওদের প্রচারের দোকানটা খোলা রাখতে চায়।'

নতুন আসনে এখনও সেইভাবে প্রচারে নামেননি দিলীপ ঘোষ। যতটুকু জনসংযোগের সুযোগ থাকছে সেটুকুর সদ্ব্যবহার করছেন। তাঁর নতুন লোকসভা আসনের ভোট-ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস, 'এবার আমার জয়ের মার্জিন এক লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। এখনও তো ভোট প্রচারে সেভাবে নামিনি আমি। দু-তিনদিনের মধ্যেই নামব। কেন্দ্রটা দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গী করে পুরো ঘুরে নিয়ে তারপর শুরু হবে আমার ভোট প্রচার। দলের শীর্ষ নেতারাও আসবেন প্রচারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি, অমিত শা-জি, জেপি নাড্ডাজি সহ কেন্দ্রীয় নেতাদেরও প্রচারে আসার কথা। বুঝতেই পারছেন, তারপর আমার জয়ের মার্জিনটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।'

তাঁর স্বভাবসিদ্ধ 'ঠোঁটকাটা' চরিত্র দলকে নানা সময়ে অস্বস্তিতে ফেলেছে। তবু তিনি অদম্য। রাখঢাক না করেই বললেন, 'বলার মতো তো আমিই আছি। আর বলেন কে? সত্যি কথা বলতে পিছপা হব কেন? সেই ধাতুতে গড়া নই আমি।'

দল তো আপনাকে সতর্ক করে চিঠি দিয়েছে। উত্তর দিয়েছেন? বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতির সটান উত্তর, 'উত্তর দিয়েছি। কী পরিপ্রেক্ষিতে বলেছি সবটা জানিয়ে দিয়েছি।'

## স্বপনের বিরুদ্ধে নালিশ বিজেপির

**কলকাতা, ২৯ মার্চ :** বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী স্বপন মজুমদারের বিরুদ্ধে এবার কমিশনে নালিশ জানাল বিজেপির স্থানীয় নেতারা। একুশের বিধানসভা ভোটে কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামায় মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছিলেন স্বপন। এই অভিযোগ তুলে শুক্রবার নির্বাচন কমিশনে স্বপনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন বিজেপির সাংগঠনিক জেলার নেতা সুভাষচন্দ্র রায় ও উৎপলা বিশ্বাস। তাঁদের বক্তব্য, হলফনামায় অসমে মাদকপাচার সংক্রান্ত একটি মামলা নিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলেন স্বপন। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সম্পত্তি নিয়েও মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন তাঁরা।

বারাসত কেন্দ্রে স্বপনের নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণার পরই তাঁর বিরুদ্ধে মাদক সংক্রান্ত মামলার পুরোনো অভিযোগ নিয়ে ফের হইচই শুরু হয়। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে এক ব্যক্তিকে বলতে দেখা যায়, 'বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে যিনি প্রার্থী সেই স্বপন মজুমদার মহাশয় একজন ড্রাগ মাফিয়া। এরকম একজন প্রার্থীর হয়ে কীভাবে ভোট প্রচার করব।' যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

যদিও স্বপনের দাবি, 'সুভাষ অপ্রকৃতিস্থ। আর উৎপলা বিশ্বাস বিজেপির কোনও কর্মী নন। এটা পুরোপুরি তৃণমূলের চক্রান্ত।' এই ইস্যুতে স্বপনের পাশে দাঁড়িয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'মাদক পাচার সংক্রান্ত অভিযোগ ইতিমধ্যেই আদালতে নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। ভোটের আগে প্রার্থীর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এটা তৃণমূলের চক্রান্ত।'

# আনসারির মৃত্যুতে বিতর্ক

**লখনউ, ২৯ মার্চ :** একবছরও গেল না। মৃত্যু হল উত্তরপ্রদেশের আরও একজন গ্যাংস্টার-রাজনীতিকের। গতবছর প্রয়াগরাজের হাসপাতালে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করতে যাওয়ার সময় পুলিশের উপস্থিতিতে খুন হয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা গ্যাংস্টার আতিক আহমেদ। বৃহস্পতিবার রাতে মারা গিয়েছেন ৫ বারের বিধায়ক মুখতার আনসারি। তাঁর বিরুদ্ধেও ৬০টির বেশি মামলা চলছিল। জেল কর্তৃপক্ষের তরফে মুখতারের মৃত্যুর কারণ হৃদরোগ বলে জানানো হয়েছে। যদিও বাহুবলী নেতার পরিবারের দাবি, জেলের ভিতরেই বিষ খাইয়ে মুখতারকে খুন করা হয়েছে। বান্দার জেলে বন্দি ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক। জেল কর্তৃপক্ষের দাবি, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বমি হওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে যান তিনি। জেলের চিকিৎসককে তলব করা হয়েছিল। তাঁর পরামর্শে মুখতারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও অবস্থার উন্নতি হয়নি। বৃহস্পতিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

একসময় উত্তরপ্রদেশে বাহুবলী নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন মুখতার। মৌ বিধানসভা থেকে টানা ৫ বার বিধায়ক হয়েছিলেন। বিভিন্ন সময় সমাজবাদী পার্টি (সপা), বহুজন সমাজ পার্টির (বসপা) হয়ে প্রার্থী হওয়ার পাশাপাশি নিজে দল গড়েও বিধানসভায় জয়ী হন। ২০০৪ থেকে জেলে ছিলেন তিনি। ২০২১ পর্যন্ত পঞ্জাবের এক জেলে বন্দি মুখতারকে উত্তরপ্রদেশে ফিরিয়ে আনতে সক্রিয় হয়েছিল যোগী আদিত্যনাথের সরকার। রাজ্যের আবেদনের ভিত্তিতে মুখতারকে উত্তরপ্রদেশে স্থানান্তরের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। আত্মীয়রা ছাড়াও তাঁর মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী নেতারা। বসপা নেত্রী মায়াবতী, সপা নেতা অখিলেশ যাদব, সিপিএমের বৃন্দা কারাট, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বাহুবলী নেতার মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন।

## প্রশ্নবাণ

- দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল কেপ অফ গুড হোপ। আমরা বলি উত্তমাশা অন্তরীপ। এখানে পৃথিবীর প্রথম ত্রিভুজাকৃতি ডাকটিকিট চালু হয়। এই ডাকটিকিটের নাম কী?
- প্রাচীন ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম। বিভিন্ন সময়ে তিনটি রাজধানী ছিল। পুষ্কলাবতী, পুরুষপুর ও তক্ষশীলা। মহাভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত এই মহাজনপদের নাম কী?
- পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কোকাকোলা মেলে। শুধু দুটি দেশে পাওয়া যায় না। এই দুই দেশের একটি কিউবা, অন্যটি কী?

**আগের দিনের উত্তর**

**উইলিয়াম হেনরি হ্যারিসন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র সেন**

**ঠিক উত্তরদাতা :** সৌমেন সিংহরায়, বিকাশচন্দ্র দাস, সঞ্জীব দেব, শুভ্রা সান্যাল চক্রবর্তী- শিলিগুড়ি, নিবেদিতা হালদার- বালুরঘাট, নীলরতন হালদার- মালদা, অনঘ আতর্থী- আলিপুরদুয়ার।

**উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।**

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
**৯৪৩৪৩১৭৩৯১**

মেষ : নিজের বুদ্ধির ভুলে আজ অন্যায় সমর্থন করে ফেলতে পারেন। প্রেমে শুভফল আশানুরূপ। বৃষ : উদরপীড়ায় দুর্ভোগ। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা কমবে। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা করতে পারেন। মিথুন : প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারোর কথায় ভুল বুঝে সমস্যা। অর্থকষ্ট। কর্কট : অন্যায়কারীকে সমর্থন করে দুর্ভাবনা। জীবাণু সংক্রমণের ভয়। প্রেমের সমস্যা কাটবে। সিংহ: অযথা অপব্যয় করে দুশ্চিন্তা। গৃহে পূজার্চনার উদ্যোগ। দূরের বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। কন্যা : বাবার পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীরা মাথাচাড়া দিতে পারে। নিদ্রাহীনতা। তুলা : পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। শরীরের ওপর দৃষ্টি দিন। বৃশ্চিক : কোনও মহিলার দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। নিজের ভুল সিদ্ধান্তে সমস্যা হবে। ধনু : আটকে থাকা কাজ শুরু হবে। চিকিৎসকদের পক্ষে আজ শুভ। বিদেশে বাসরত আত্মীয়ের সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা। মকর : আজ জটিল কাজের সমাধান করতে পারবেন। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। কুম্ভ : কোনও কঠিন কাজ সম্পূর্ণ করে সুনাম অর্জন করবেন। পুরানো কোনও সম্পর্ক ফিরে আসবে। মীন : ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। রাজনীতির ব্যক্তি হলে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৬ চৈত্র, ১৪৩০, ভাঃ ১০ চৈত্র, ৩০ মার্চ ২০২৪, ১৬ চ'ত, সংবৎ ৫ চৈত্র বদি, ১৯ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৩৭ অঃ ৫।৪৮। শনিবার, পঞ্চমী সন্ধ্যা ৫।৩৬। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ৬।৫৪। অসৃকযোগ রাত্রি ৮।০। তৈতিলকরণ সন্ধ্যা ৫।৩৬ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৫।২৮ গতে বণিজকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৬।৫৪ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে – একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, সন্ধ্যা ৫।৩৬ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি- ৭।৮ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ২। ৪৫ মধ্যে ও ৪।১৬ গতে ৫। ৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৬ মধ্যে ও ৪।৮ গতে ৫।৩৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ৭।১৬ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, শুভকর্ম-দিবা ৭।৮ গতে অপরাহ্ন ৪।১৬ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ইং- পর্ব- ইস্টার স্যাটার ডে। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩৫ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১০ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১২।২ গতে ১। ৩৫ মধ্যেও ২। ২১ গতে ৩।৫৪ মধ্যে।

# বিরাট মঞ্চে নারায়ণ-সল্টের বাজবল

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৯ মার্চ :** ছিল জলপানের বিরতি। সেটাই মুহূর্তে হয়ে গেল ক্রিকেটীয় সংহতি!

কলকাতা নাইট রাইডার্স মেন্টর হিসেবে মাঠে হাজির হয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ব্যাটার বিরাট কোহলির দিকে এগিয়ে গেলেন গৌতম গম্ভীর। পরস্পরের মধ্যে হল আচমকা কুশল বিনিময়। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে মুখে চওড়া হাসি নিয়ে কথাও বললেন কয়েক মিনিট।

বিরাট-গম্ভীরের 'শত্রুতা' হঠাৎ 'বন্ধুত্বের' রসায়নে বদলে যাওয়া নিয়ে জমে গেল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম। সোশ্যাল দুনিয়ায় উঠল ঝড়ও। কারণ, এমন 'মধুরেন সমাপতনের' কথা চিত্রনাট্যে ছিলই না। এমনকি খেলা শুরুর আগেও আজ কেকেআর মেন্টর সম্প্রচারকারী চ্যানেলে বলেছিলেন, 'একটা দল, যাদের আমি সবসময়, এমনকি স্বপ্নেও হারাতে চাইতাম। এখনও তাই চাই। দলটার নাম আরসিবি। হতে পারে দলটা ভালো। ওদের মালিকও ভালো। কিন্তু হাবভাব বড্ড বিরক্তিকর লাগে আমার। সহ্য করতে পারি না দলটাকে।'

হঠাৎ হলটা কী?

কারণ যাই হোক না কেন, এমন ঘটনা বিরাট কোহলির (৫৯ বলে অপরাজিত ৮৩) ব্যাটিংয়ে প্রভাব ফেলেনি। টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে বিরাট একাই আরসিবি-কে টানলেন। বিরাটের ব্যাটে ভর দিয়েই চিন্নাস্বামীর মন্থর বাইশ গজে ১৮২/৬ স্কোরে পৌঁছে গিয়েছিল আরসিবি। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে কেকেআরের দুই ওপেনার ফিল সল্ট (২০ বলে ৩০) ও কেরিয়ারের ৫০০ নম্বর টি২০ ম্যাচ খেলতে নামা সুনীল নারায়ণের (২২ বলে ৪৭) ব্যাটে বাজবল। ৬ ওভারে বিনা উইকেটে ৮৫ রানে পৌঁছে যাওয়া কেকেআরের। ভেঙ্কটেশ আইয়ার (৩০ বলে ৫০) ও অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার (২৪ বলে অপরাজিত ৩৯) নারায়ণদের বাজবলকে সফল করে পণ্ড করে দিলেন বিরাটের মঞ্চ। ৭ উইকেটে

আরসিবি-কেকেআর ম্যাচের প্রথম স্ট্র্যাটেজিক টাইমআউটের সময় বিরাট কোহলির সঙ্গে গৌতম গম্ভীর। দুইজনকে এদিন আলিঙ্গন করতেও দেখা গিয়েছে। যা দেখে সুনীল গাভাসকারের রসিকতা, 'ওদের অস্কার দেওয়া উচিত।'

ম্যাচ জিতে গম্ভীরের কেকেআর প্রমাণ করে দিল, পিকচার আভি বাকি হ্যায়।

তার আগে টসের সময় কেকেআর অধিনায়ক শ্রেয়সের প্রথম একাদশ বলতে ভুলে যাওয়া অথবা টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে ম্যাচের শুরু থেকেই মিচেল স্টার্ক (৪৭/০) ও হর্ষিত রানার (৩৯/২) প্রতি বিরাট আগ্রাসনে কুড়ির বিশ্বকাপ নিয়ে বিস্তর জল্পনা। যদিও আন্দ্রে রাসেলের গতির হেরফের করা পেস আক্রমণ শুরু হতেই চিত্রনাট্যে বদল। ফাফ ডুপ্লেসি (৮), ক্যামেরন গ্রিনদের (২১ বলে ৩৩) ব্যাট হাতে থমকে যাওয়া। দুইবার জীবন পাওয়ার পরও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (১৯ বলে ২৮) আরসিবি-র রানের গতি বাড়াতে ব্যর্থ। বিরাট একদিক ধরে রাখলেও স্পিনের বিরুদ্ধে তিনিও সমস্যায় পড়ছিলেন বারবার। শেষদিকে দীনেশ কার্তিক বিরাটের চাপ কমালেন।

কিন্তু কোহলি-ডুপ্লেসির দলের বোলাররা পারলেন কই?

বল হাতে রাসেল-হর্ষিত-স্টার্করা শুরুতেই প্রমাণ করেছেন চিন্নাস্বামীর বাইশ গজে গতির হেরফের করতে না পারলে সমস্যা বাড়বে। মহম্মদ সিরাজ, ক্যামেরন গ্রিন, আলজারি জোসেফরা বাস্তবটাই বুঝতে ভুল করলেন। ১৪০ কিলোমিটার বা তার বেশি গতিতে বল করতে গিয়ে ডোবালেন দলকে। আর নাইট ব্যাটারদের বাজবল খেলার কাজটা সহজ করে দিলেন।

পরিসংখ্যানের ছড়াছড়ি। অলরাউন্ডার দ্রে রাস তাঁর আইপিএল কেরিয়ারের উইকেটের শতরান পূর্ণ করলেন। প্রিয় চিন্নাস্বামীতে কোহলি ফের প্রমাণ করলেন, কেন এই মাঠকে তিনি তাঁর সেরা বলে থাকেন। নাইটদের বিরুদ্ধে মোট চারটি ছক্কা হাঁকিয়ে কোহলি আরও একটি মাইলস্টোনে পৌঁছে গিয়েছেন। কোনও একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের হয়ে মোট ২৪১টি ছক্কা মারার নজির আপাতত তাঁর দখলে। সঙ্গে রয়েছে আইপিএলের ইতিহাসে মোট ১৫বার ওপেন করতে নেমে পুরো ইনিংস ব্যাটিংয়ের বিরাট নজিরও।

সন্ধ্যার বিরাট মঞ্চ রাতে বদলে গেল হাহাকারে।

### সংক্ষিপ্ত স্কোর

**রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-১৮২/৬**
বিরাট অপরাজিত ৮৩, গ্রিন ৩৩, ম্যাক্সওয়েল ২৮, কার্তিক ২০, ডু প্লেসি ৮, পাতিদার ৩, অনুজ ৩, রাসেল ২৯/২, রানা ৩৯/২, নারায়ণ ৪০/১।

**কলকাতা নাইট রাইডার্স-১৮৬/৩ (১৬.৫ ওভার)**
ভেঙ্কটেশ ৫০, নারায়ণ ৪৭, শ্রেয়স অপরাজিত ৩৯, সল্ট ৩০, রিঙ্কু অপরাজিত ৫, বিজয়কুমার ২৩/১, ডাগার ২৩/১, দয়াল ৪৬/১।

**ফল : ৭ উইকেটে জয়ী কেকেআর**

## খেলায় আজ

**১৯৫৪ :** মাত্র ১৭ বছর বয়সে কিংস্টন টেস্টে অভিষেক হয় গারফিল্ড সোবার্সের। প্রথম ইনিংসে তিনি ৪ উইকেট নেন। ম্যাচে দুই ইনিংস মিলিয়ে সোবার্সের সংগ্রহ ৪০ রান। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টটি অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯ উইকেটে হেরে যায়।

## সেরা অফবিট খবর

### আলাদা জার্সি ফিজের

চেন্নাই সুপার কিংসের ডানহাতি ক্রিকেটারদের বাঁ হাতে ও বাঁহাতি ক্রিকেটারদের ডান হাতে একটি মদ প্রস্তুতকারক সংস্থার লোগো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ধর্মীয় কারণে মুস্তাফিজুর রহমান ও মইন আলি তা না রাখার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে আবেদন রাখেন। তাঁদের দাবি মেনে নিয়েছে সিএসকে কর্তৃপক্ষ।

## ভাইরাল

### মাহি প্রণাম

গুজরাট টাইটান্স ও চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। দেখা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কান পেসার মাথিশা পাথিরানা বোলিং শুরু করার আগে মহেন্দ্র সিং ধোনির পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন। মাহি অবশ্য তাঁকে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বোলিং করতে যাওয়ার কথা বলছেন।

## সংখ্যায় চমক

### ১৫

চলতি আই লিগে ১৫টি গোল করে ভারতীয় হিসাবে এক মরশুমে প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলের নজির গড়েছেন লালরিনজুয়ালা লালবিয়াকনিয়া। তাঁর আগে ১৪ গোলে করে যৌথভাবে রেকর্ডটি ছিল সুনীল ছেত্রী ও মহম্মদ রফিকের।

## উত্তরের মুখ

সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃমহকুমা ক্রিকেটে রুদ্রবীর সিং ১২২ রানে অপরাজিত থাকে। ম্যাচে তার দল শিলিগুড়ি ৩১৬ রানে চূর্ণ করেছে মিরিককে।

## সেরা উক্তি

কোনও ক্রিকেটার ঘরোয়া ক্রিকেটে যতই ভালো খেলুক না কেন আইপিএল সম্পূর্ণ ভিন্ন মানের প্রতিযোগিতা। রনজি ট্রফিতে রান করার থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রান করা কতটা কঠিন সেটা আইপিএলে খেললে বোঝা যায়।

**-টম মুডি**
**(পৃথ্বী শ-র বাদ পড়া নিয়ে)**

## স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. গত মাসে এক বাঙালি টেবিল টেনিস খেলোয়াড় বিশ্বের এক নম্বর চিনের সান ইংশাকে হারিয়েছেন। কী নাম তাঁর ?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

## সঠিক উত্তর

**১. লক্ষ্য সেন,**
**২. সৈয়দ আব্দুল রহিম।**

## সঠিক উত্তরদাতারা

**সোমনাথ মৈত্র, সবুজ উপাধ্যায়, অনঘ আত্রেয়ী, রুদ্র নাগনীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, সুদীপ্ত নন্দী, সমর্পণ চক্রবর্তী, সুমন্ত ঘোষ।**

# পাঁচ বিদেশি, চটে লাল সৌরভ-পন্টিং

## তিনদিন বিছানা থেকে উঠতে পারিনি : রিয়ান

**জয়পুর, ২৯ মার্চ :** টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হার।

পাঞ্জাব কিংসের পর বৃহস্পতিবার রাজস্থান রয়্যালস। সম্ভাবনা তৈরি করেও ম্যাচ ফসকে যাওয়া। হতাশা প্রত্যাশিত দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক ঋষভ পন্থের। রাজস্থান শিবির সেখানে উৎসব ম্যাচের নায়ক রিয়ান পরাগকে নিয়ে।

দিল্লি-রাজস্থান এহেন ক্রিকেটীয় চিত্রনাট্যকে ছাপিয়ে অবশ্য পাঁচ বিদেশি-বিতর্ক। দিল্লি ইনিংসের সময় পঞ্চম বিদেশি ক্রিকেটারকে ব্যবহার করে রাজস্থান। যা নিয়ে আপত্তি জানান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রিকি পন্টিং। চতুর্থ আম্পায়ারের কাছে ক্ষোভও দেখান।

তর্ক বেধে যায়। যদিও হেডকোচ পন্টিং এবং টিম ডিরেক্টর সৌরভের প্রতিবাদ ধোপে টেকেনি। নিয়মের ফাঁক। যা কাজে লাগিয়েই পাঁচ বিদেশিকে ব্যবহার করে সঞ্জু স্যামসনরা। জস বাটলার, ট্রেন্ট বোল্ট, শিমরন হেটমেয়ার, নান্দ্রে বার্জারের সঙ্গে পরিবর্ত ফিল্ডার হিসেবে রোভমান পাওয়েল!

ম্যাচ শেষে রিয়ান পরাগের সঙ্গে কথা বলছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রথম একাদশে তিনজন বিদেশি রাখে রাজস্থান। হেটমেয়ারের বদলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার বার্জার। শেষে শুভম দুবের পরিবর্ত ফিল্ডার পাওয়েল। পাওয়েল মাঠে নামার পরই আপত্তি জানান পন্টিংরা। আম্পায়ারদের যুক্তি, একসঙ্গে পাঁচ বিদেশি মাঠে নেই। বাটলার, বোল্ট, বার্গার, পাওয়েল থাকলেও হেটমেয়ার তখন ডাগআউটে। যদিও সেই যুক্তি পছন্দ হয়নি সৌরভের।

এদিকে, জোড়া হারে হতাশ ঋষভ পন্থ। আউট হওয়ার পর সাজঘরে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি। ১২ রানে হারের পর বলেন, 'আমি হতাশ। তবে হার শিক্ষা দিয়ে গেল। আমাদের জন্য যা ইতিবাচক।' প্রথমে ব্যাটিং করে রাজস্থান একসময় ৩৬/৩ স্কোরে খোঁড়াচ্ছিল। কিন্তু রিয়ানের ৪৫ বলে অপরাজিত ৮৪ ম্যাচের সমীকরণ বদলে দেয়। ঋষভও বলেন, '১৫-১৬ ওভার পর্যন্ত বোলাররা ভালো করেছে। কিন্তু তারপর...। আসলে ডেথে ব্যাটারদের বিগহিটের টার্গেট থাকে। এদিন সেটাই হয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে।'

অন্তিম ওভারে দিল্লির দুই সেট ব্যাটার ট্রিস্টান স্টাবস, অক্ষর প্যাটেলকে আটকে রাখার কারিগর আবেশ বলেন, 'নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল। একদিকের বাউন্ডারি লম্বা। যা কাজে লাগিয়ে ওয়াইড-ইয়র্কারের ছক। প্রতিটি বলের পর ৫ সেকেন্ড সময় দিচ্ছিলাম নিজেকে। মাথায় ঘুরছিল স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী বল করতে হবে। তারপরও যদি ব্যাটাররা মেরে দেয়, সেটা তাদের কৃতিত্ব।'

রিয়ানের আবার চাঞ্চল্য দাবি, ম্যাচের আগে টানা তিনদিন বিছানা ছেড়েই উঠতে পারেননি। প্র্যাকটিস তো দূর অস্ত। টানা পেইন কিলার খেয়ে দিল্লি ম্যাচে নামা এবং মায়ের উপস্থিতিতে আইপিএল কেরিয়ারের অন্যতম সেরা ইনিংস। রিয়ান বলেছেন, 'মা এখানে আছেন। উনি জানেন, গত ৩-৪ বছর কীরকম কষ্ট করতে হয়েছে। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে বরাবরই বিশ্বাস ছিল। ঘরোয়া ক্রিকেটে সাফল্যও আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।'

# নবাবের শহরে লোকেশ-শিখর

**লখনউ, ২৯ মার্চ :** নবাবের শহর।

নবাবিয়ানারও। লখনউয়ের সঙ্গে জড়িয়ে ইতিহাসও। ইমামবাড়া, ভুলভুলাইয়ার মতো আকর্ষণ রয়েছে অতিথিদের জন্য। শনিবারের লখনউতে অবশ্য ক্রিকেট জ্বর।

২০২৪ আইপিএলে প্রথম হোমম্যাচ ঘরের দল লখনউ সুপার জায়েন্টসের। প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিংস। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হেরেছে লোকেশ রাহুলের দল। সঞ্জু স্যামসনের ব্যাটিং-দাপট আর ট্রেন্ট বোল্টের প্রথম স্পেল সামলাতে না পেরে বেলাইন সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল।

শনিবার একানা স্টেডিয়ামের দ্বৈরথে যে ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার সুযোগ। শিখর ধাওয়ানের নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাব কিংসের তৃতীয় ম্যাচ। দিল্লি-বধ দিয়ে শুরুর পর

**মুখোমুখি (ম্যাচ ৩)**
**লখনউ ২। পাঞ্জাব ১**

আরসিবির কাছে হেরেছে তারা। ব্যাটিং অনেকাংশে নির্ভরশীল শিখর-জনি বেয়ারস্টোদের ওপর। তুরুপের তাস কাগিসো রাবাদা, অর্শদীপ সিং, স্যাম কুরানদের নিয়ে গড়া বোলিং।

লখনউয়ের মূল অস্ত্র লোকেশ-কুইন্টন ডি ককের অভিজ্ঞ ওপেনিং জুটি। গত ম্যাচে ডি কক অবশ্য রান পাননি। লোকেশ (৫৮) এবং মিডল অর্ডারে নিকোলাস পুরান (৬৪) সফল হলেও লক্ষ্যের ২০ রান আগে থমকে যায়। শনিবার ফিনিশিং লাইন টপকাতে মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি, তেমনি দরকার ভালো শুরুরও।

দীপক হুডা, মার্কাস স্টোয়িনিস, দেবদত্ত পাডিক্কালদের দিকে তাকিয়ে থাকবে জায়েন্টস-সমর্থকরা। জিম্বাবোয়ের তারকা অলরাউন্ডার সিকান্দার রাজাও ভাবনায় রয়েছে। প্রীতি জিন্টার টিম পাঞ্জাবে স্যাম কুরান, লিয়াম লিভিংস্টোনদের ব্যর্থতা না ঘুচলে সমস্যা বাড়বে।

গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর একানা স্টেডিয়ামের বোলিং সহায়ক মাঝের বাইশ গজ। বরাবরই স্পিনাররা এখানে সাহায্য পেয়ে থাকে। স্পিনারদের বিরুদ্ধে বিগহিট বাড়তি ঝুঁকির। আতশি ব্যাটিংয়ের সম্ভাবনা কম। দুই দলের ব্যাটারদের জন্যই এহেন পিচে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ থাকবে। ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতে পারে একাধিক ব্যক্তিগত ডুয়েল। লোকেশ ও রাবাদা, বেয়ারস্টো ও নবীন-উল-হক, ডি কক ও অর্শদীপ। ফলাফল কী হয়, উত্তর আপাতত সময়ের হাতে।

### আইপিএলে আজ

**লখনউ সুপার জায়েন্টস**
বনাম **পাঞ্জাব কিংস**

**স্থান :** লখনউ
**খেলা শুরু :** সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

বিজ্ঞাপনী অনুষ্ঠানে খোশমেজাজে পাঞ্জাব কিংসের তিন সদস্য অর্শদীপ সিং, শিখর ধাওয়ান ও হর্ষল প্যাটেল। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

### আজ আই লিগে

**মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব**
**বনাম ইন্টার কাশী এফসি**

সময় : সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা
স্থান : নৈহাটি স্টেডিয়াম

## খেতাব জয় নিয়ে ভাবছেন না চেরনিশভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ মার্চ :** মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও প্রথম আই লিগ খেতাবের মাঝে ব্যবধান ৪ পয়েন্টের। ২১ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে সাদা-কালো ব্রিগেড। ১ ম্যাচ কম খেলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা শ্রীনিধি ডেকান এফসি-র সংগ্রহে ৪০ পয়েন্ট। অর্থাৎ বাকি ৪ ম্যাচে সর্বোচ্চ ৫২ পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে তারা। সেক্ষেত্রে বাকি ৩ ম্যাচ থেকে মহমেডান ৪ পয়েন্ট পেলেই হেড টু হেডে এগিয়ে থাকার সুবাদে ইতিহাস গড়বে তারা।

এই লক্ষ্যে শনিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে তাদের প্রতিপক্ষ ইন্টার কাশী এফসি। ডেভিড লালহালানসাঙ্গারা এই ম্যাচ জিতলে এবং রবিবার রাজস্থান এফসি-র বিরুদ্ধে শ্রীনিধি পয়েন্ট নষ্ট করলেই ২ ম্যাচ বাকি থাকতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে সাদা-কালো ব্রিগেডের। তবে এই অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না মহমেডান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। বলেছেন, 'কোন ম্যাচ জিততে আর কোন ম্যাচ ড্র করতে হবে, সেই নিয়ে ভাবছি না। পরের ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পাওয়াই লক্ষ্য। তারপর সমীকরণ নিয়ে ভাবব।' চোটের কারণে এই ম্যাচে রেমসাঙ্গাকে পাওয়া যাবে না।

## ফাইনালে বোপান্নারা

**ওয়াশিংটন, ২৯ মার্চ :** মায়ামি ওপেন টেনিসে পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে রোহন বোপান্না-ম্যাথু এবডেন। শুক্রবার সেমিফাইনালে তাঁরা ৬-১, ৬-৪ গেমে মার্সেল গ্রানোলার্স ও হারিসো জেবালসকে হারিয়েছেন। এদিন জিতে তালিকায় ফের প্রথম স্থানে উঠে এলেন তাঁরা। সোমবার সেই তালিকা প্রকাশিত হবে।

# পৃথ্বীকে বসানো যুক্তিহীন : মুডি

**নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ :** পৃথ্বী শ-কে কেন খেলানো হচ্ছে না? এই নিয়ে জোর আলোচনা ক্রিকেটমহলে।

এর কারণ হিসাবে ওপেনিংয়ে ডেভিড ওয়ার্নার ও মিচেল মার্শের বোঝাপড়া এবং পৃথ্বীর দেরিতে শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা বলেছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এই যুক্তি কিছুতেই মানতে পারছেন না অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন কিংবদন্তি ক্রিকেটার ও চলতি আইপিএলে ধারাভাষ্যকার টম মুডি। পৃথ্বীকে না খেলানো নিয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও পাঞ্জাব কিংসের প্রাক্তন কোচ বলেছেন, 'ভারতের হয়ে খেলা একজন ক্রিকেটারকে ডাগআউটে বসিয়ে রাখার যুক্তি বুঝতে পারছি না। এটা ঠিকই যে, গতবারের আইপিএলে প্রত্যাশা মতো খেলতে পারেনি। কিন্তু ডাগআউটে বসিয়ে রাখলে কেউ কীভাবে রান পাবে?'

পৃথ্বীর জায়গায় তরুণ রিকি ভুইয়ের ওপর আস্থা রাখছে দিল্লি ম্যানেজমেন্ট। তিনি প্রথম দুই ম্যাচে যথাক্রমে ০ ও ৩ রান করেছেন।

কোনও ক্রিকেটার ঘরোয়া ক্রিকেটে যতই ভালো খেলুক না কেন আইপিএল সম্পূর্ণ ভিন্ন মানের প্রতিযোগিতা। রনজিতে রান করার থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রান করা কতটা কঠিন সেটা আইপিএলে খেললে বোঝা যায়।

**টম মুডি**

পৃথ্বীকে বসিয়ে রিকিকে সুযোগ দেওয়া নিয়ে মুডির মন্তব্য, 'কোনও ক্রিকেটার ঘরোয়া ক্রিকেটে যতই ভালো খেলুক না কেন আইপিএল সম্পূর্ণ ভিন্ন মানের প্রতিযোগিতা। রনজি ট্রফিতে রান করার থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রান করা কতটা কঠিন সেটা আইপিএলে খেললে বোঝা যায়।'

অনুশীলনের ফাঁকে দেবদত্ত পাডিক্কালের সঙ্গে রসিকতা লোকেশ রাহুলের।

# ধাক্কা মেরে হার্দিক সরালেন মালিঙ্গাকে

**নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ :** সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার। বড় আশা করে তাঁকে ফের দলে ফিরিয়ে এনেছিল মুম্বই। এমনকি রোহিত শর্মাকে সরিয়ে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তুলে দিতেও দ্বিধা করেনি তারা। কিন্তু দলের ব্যর্থতায় রীতিমতো বিধ্বস্ত তিনি। তার ওপর মাঠের ভিতরে একের পর এক ঘটনায় বিতর্কে জড়িয়েছেন হার্দিক। প্রথমে রোহিত শর্মাকে ৩০ গজের বাইরে ফিল্ডিং করতে পাঠানো নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের সমালোচনার শিকার হয়েছেন। এবার মুম্বইয়ের বোলিং কোচ লাসিথ মালিঙ্গাকে ধাক্কা দেওয়া নিয়ে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত। বুধবার হায়দরাবাদের কাছে হারার পর শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি যখন হার্দিককে আলিঙ্গন করতে যান, তখন তাঁকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেন মুম্বই অধিনায়ক। এই ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ আগে হার্দিক যখন প্যাড পরে ডাগআউটের সামনে আসেন তখন তাঁকে বসার জন্য চেয়ার ছেড়ে দেন লাসিথ মালিঙ্গা। তাঁকে অবশ্য একবারও বাধা দেননি মুম্বই অধিনায়ক। এই দুই ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সমালোচনায় মুখর ক্রিকেটপ্রেমীরা। সবমিলিয়ে ভালোই চাপে রয়েছেন এই বোলিং অলরাউন্ডার।

# স্টিমাকের কাছে ব্যাখ্যা চাইবে কল্যাণের কমিটি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ মার্চ :** ইগর স্টিমাককে নিয়ে দুই-একদিনের মধ্যে আলোচনায় তাঁর ভবিষ্যৎ স্থির হবে। এই খবর একদিন আগেই দেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের। সেই খবরকে সত্যি প্রমাণ করে এদিনই এই ইস্যুতে পাঁচ সদস্যের কমিটি গড়ে দিলেন অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

এদিন ফেডারেশনের সিনিয়ার সদস্যদের নিয়ে এক ভার্চুয়াল সভা করেন সভাপতি নিজে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ভারত ঘরের মাঠে হেরে যাওয়ার পর কোচের দিকে আঙুল তোলা শুরু হয়। ওই হারের পরও স্টিমাক নিজে সরে যেতে রাজি হননি এবং তিনি জানিয়ে দেন, জুনে শেষ দুই ম্যাচে যদি ভারতীয় দল তৃতীয় রাউন্ডে না উঠতে পারে তাহলে তিনি নিজেই পদত্যাগ করবেন। তবে একইসঙ্গে তিনি এই কথাও বলেছেন, তৃতীয় রাউন্ডে উঠতে পারলে কিন্তু তিনি অনেককিছুরই বদল চাইবেন। যা নিশ্চিতভাবেই পছন্দ হয়নি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কর্তাদের। কোচের নানা মন্তব্য নিয়ে কর্তারা নাকি এদিনের সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সভাপতি ছাড়াও ১৪ জন সদস্য ছিলেন এই আলোচনায়। এই সদস্যদের পরামর্শমতো যে পাঁচ সদস্যের কমিটি গড়া হয়েছে তাতে সহ সভাপতি এনএ হ্যারিস, কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য মেনলা এথেনপা, অনিলকুমার প্রভাকরণ, টেকনিকাল কমিটির চেয়ারম্যান আইএম বিজয়ন ও সদস্য ক্লাইমেক্স লরেন্সদের নিয়ে। কল্যাণ এই কমিটিকে দায়িত্ব দিয়েছেন কোচের সঙ্গে কথা বলে তাঁর কাছ থেকে দলের খারাপ পারফরমেন্স ও বিভিন্ন মন্তব্যের ব্যাখ্যা চাইতে।

বৃহস্পতিবারই টেকনিকাল কমিটির সদস্যরা কোচকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা সারেন। সেখানে প্রায় সব সদস্যই স্টিমাকের পারফরমেন্স নিয়ে কাটাছেঁড়া করেন ও নিজেদের অপছন্দের কথা জানান। বিজয়নরা ফেডারেশনকে জানান যে, তাঁরা মনে করছেন, কোচের পারফরমেন্স নিয়ে জুনে কুয়েত (৬ জুন) ও কাতার (১১ জুন) ম্যাচের আগে আলোচনা প্রয়োজন। ঘটনা হল, কাতারের বিরুদ্ধে জয়ের আশা স্টিমাক নিজেও করছেন না। কিন্তু ঘরের মাঠে কুয়েতকে হারানো সম্ভব, একথা তিনি বারবারই বলে আসছেন। সেই সম্ভবটা তিনি বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ আদৌ আর পাবেন কিনা তা নিয়েই এখন চলছে টানাপোড়েন। ফেডারেশন কর্তারা যে একেবারেই এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে নেই।

## মূলপর্বে বাগান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ মার্চ :** রিলায়েন্স ডেভেলপমেন্ট লিগের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল মোহনবাগান। পূর্বাঞ্চলীয় যোগ্যতা অর্জন পর্বের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের খেলায় অ্যাডামাস ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারিয়েছে তারা। একটি গোল ফারদিন আলি মোল্লা এবং অপর গোলটি অ্যাডামাস ডিফেন্ডার সায়ন সরকারের আত্মঘাতী। এই জয়ের সুবাদে ১০ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে মোহনবাগান দ্বিতীয় দল হয়ে মূলপর্বে গিয়েছে। আগেই প্রথম দল হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করে ইস্টবেঙ্গল। এদিন তারা জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করেছে। লাল-হলুদের গোলদাতা গুণরাজ ও সুমন দে। জামশেদপুরের হয়ে গোল করেন চাওয়াংথু ও ভাস্কর ছেত্রী।

**সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার।** স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রশংসায় শ্রেয়স

## হয়তো আরও ৫০০ ম্যাচ খেলতে পারব : নারায়ণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ মার্চ :** সাফল্যের রাত। এগিয়ে চলার রাত। আরও স্বপ্ন দেখার রাত!

নাইট সংসারে আগামীদিনে আরও এমন স্বপ্নের মায়া জড়ানো রাত উপহার দেওয়ার জন্য রয়েছেন আন্দ্রে রাসেল ও সুনীল নারায়ণ। প্রথমজন ইডেন গার্ডেন্সে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন। আজ চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে এক উইকেট নেওয়ার পাশে ব্যাট হাতে বাজবল উপহার দিয়ে ম্যাচের সেরা নারায়ণ। কলকাতা নাইট রাইডার্সের দুই ক্যারিবিয়ান তারকাই অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে ভরসা দিয়ে তিন নম্বর খেতাবের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছেন।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে অনায়াস দাপুটে জয়ের পর তাই নাইট অধিনায়ক বলেছেন, 'দল হিসেবে ক্রমশ আমরা উন্নতি করছি। আজ রাসেল আরসিবি-র ব্যাটিংয়ের সময় পিচের মন্থর দিকটা আমাদের তুলে ধরে। ওর পরামর্শেই গতি কমিয়ে বল করে বোলাররা সফল। এখনই সতীর্থদের থেকে বেশি কিছু প্রত্যাশা করছি না। সবে দুটো ম্যাচ হয়েছে। আমাদের এখনও পথ চলার অনেক বাকি।' ম্যাচের সেরা নায়ারণকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন শ্রেয়স। নাইট অধিনায়কের কথায়, 'দলের ওর ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানে সুনীল। ওপেনার হিসেবে শুরুর পাওয়ার প্লে কাজে লাগানোর জন্যই ওকে নামানো হয়েছিল। দারুণভাবে দায়িত্ব পালন করে আমাদের বাকি কাজটা সহজ করে দিয়েছিল নারায়ণ।'

কেরিয়ারের ৫০০ নম্বর টি২০ ম্যাচের সেরা হয়ে আবেগে ভেসেছেন নারায়ণও। ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার নিয়ে নারায়ণ বলেছেন, 'পরিশ্রম অবশ্যই করেছি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি করে আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ছিল। আর দলের সাপোর্ট স্টাফরা দারুণভাবে সবসময় উৎসাহ দিয়ে চলেছে। ৫০০ ম্যাচের মাইলস্টোনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে আরও ৫০০টা ম্যাচ হয়তো খেলতে পারব।'

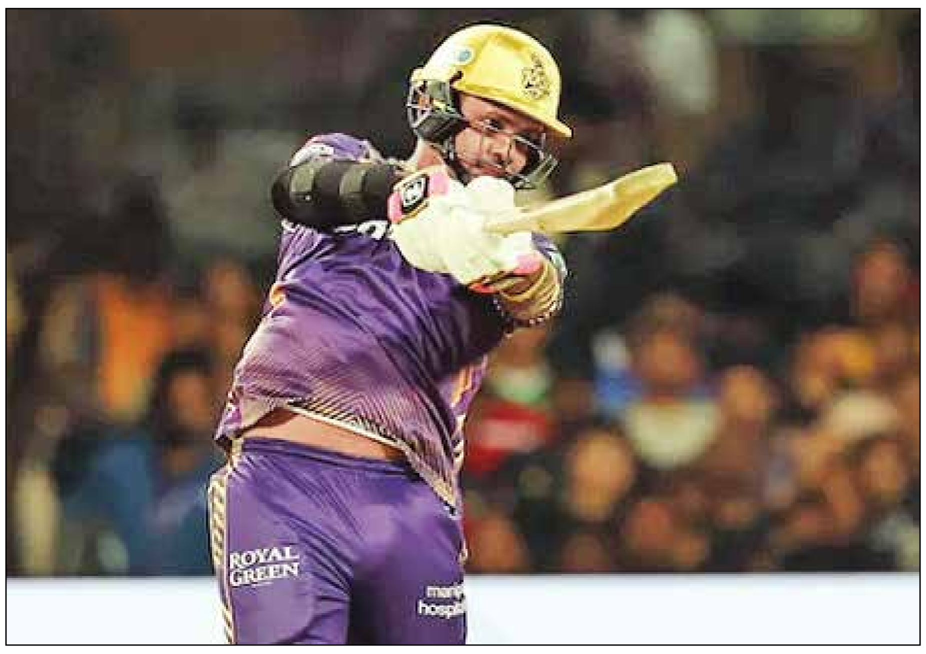

*রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে সুনীল নারায়ণ। ২২ বলে করলেন ৪৭ রান। শুক্রবার।*

## পেস-হুমকিকে পাত্তা দিচ্ছেন না অশ্বীন

ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফর

**জয়পুর, ২৯ মার্চ :** পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ।

শুরুটা পারথের নতুন অপটাস স্টেডিয়ামে পেস-বাউন্সি উইকেটে। যেখানে অজিদের 'অল উইন' রেকর্ড রয়েছে। অ্যাডিলেডে গোলাপি যুদ্ধের পর তৃতীয় টেস্ট ব্রিসবেনে। প্রথম তিন ম্যাচেই অতিথি ভারতীয় দলকে পেস-বাউন্সে 'চিন মিউজিকে' স্বাগত জানানোর ভাবনা।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষকর্তারা রাখঢাক না করেই বলছেন, গত দুই হোম সিরিজে ভারতের কাছে ঘরের মাঠে ব্যর্থতা ঘোচাতে সূচিকে বিশেষ গুরুত্ব। রবিচন্দ্রন অশ্বীন যদিও নভেম্বরের সফরে অজি পেস-হুমকিকে পাত্তা দিতে নারাজ। পালটা দাবি, পেস দিয়ে ভারতীয় দলকে ঘাবড়ানো যাবে না।

আত্মবিশ্বাসী অশ্বীন বলেছেন, 'পারথে প্রথম দিনে উইকেট তুলনায় মন্থর হয়। গতি বাড়ে দ্বিতীয় দিন থেকে। টসে জিতে এখানে প্রথমে ব্যাটিংয়ের ফায়দা পেয়েছে অজিরা। আর ভারতীয় দল পেস-বাউন্স নিয়ে মোটেই অস্বস্তিতে নেই। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরেও দেখা যাবে না।'

অশ্বীনের যুক্তি অতিরিক্ত গতি, বাউন্সের কারণে দুই-একটা বল হেলমেটে লাগতে পারে। কিন্তু তার জন্য দমে যাওয়ার পাত্র নন তাঁরা। বরং এই ধরনের ফ্যাক্টরকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে পালটা জবাবই লক্ষ্য। বিদেশ সফরে সাম্প্রতিককালের সাফল্যের মূল কারণ এই মানসিকতা।

চেতেশ্বর পূজারা, আজিঙ্কা রাহানে টেস্ট দলে নেই। পরিবর্তে যশস্বী জয়সওয়াল, ধ্রুব জুরেল, সরফরাজ খানদের মতো নতুন মুখ। যাদের কাঁধে চেপে ঘরের মাঠে বাজবলকে বেলাইন করা। অশ্বীনের কথায়, ভারতীয় ইয়ং ব্রিগেড কোনও কিছুতেই ভয় পায় না।

অশ্বীনের দাবি, 'গত দক্ষিণ আফ্রিকা সফর ধরুন। দলের একঝাঁক খেলোয়াড়ের ওখানে খেলার অভিজ্ঞতাই ছিল না। সেঞ্চুরিয়ান টেস্টে যার খেসারতও দিতে হয়। কিন্তু দমে যাওয়ার বদলে টিম হিসেবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম কেপটাউনে। গত এক দশকে এরকম স্মরণীয় বেশ কিছু ম্যাচ খেলেছি আমরা। যা আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।'

অবশ্য মানছেন, অস্ট্রেলিয়া শক্তিশালী ও চির লড়াকু। 'অজি সফর মানেই বাড়তি উত্তেজনা। মাঠ ভর্তি দর্শক, দুর্দান্ত ক্রিকেট। ওরা আমাদের বিরুদ্ধে খেলার জন্য ছটফট করছে। ডেভিড ওয়ার্নার নেই। স্টিভেন স্মিথ ওপেন করছে। ব্যাটিং অর্ডারে ওরা রদবদল করেছে। তিন পেসারের সঙ্গে নাথান লায়োন গত এক দশক ছড়ি ঘোরাচ্ছে। অভিজ্ঞ দল। তুলনায় আমরা কিছুটা অনভিজ্ঞ হলেও প্রত্যেকেই পেসের বিরুদ্ধে প্রস্তুত। গ্রিন-টপ না হলে হাইস্কোরিং সিরিজ হতে চলেছে,' বিশ্বাস অশ্বীনের।